জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

e-paper :www.epaper.jagobangla.in /DigitalJagoBangla /jagobangladigital /jago_bangla www.jagobangla.in

মুখ্যমন্ত্রীর চিঠি

বাংলাদেশের সিরাজগঞ্জে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পৈতৃক ভিটেতে ভাঙচুর। ঘটনায় ক্ষোভপ্রকাশ করে মুখ্যমন্ত্রী চিঠি লিখলেন প্রধানমন্ত্রীকে। ঢাকার কাছে এই ঘটনার জবাবদিহিও চেয়ে কূটনৈতিক হস্তক্ষেপের আর্জি মুখ্যমন্ত্রীর

আগামী সপ্তাহেই বর্ষা

রবিবার পর্যন্ত রাজ্যে দক্ষিণের সব জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বিক্ষিপ্ত বৃষ্টিতে মিলবে স্বস্তি। আগামী সপ্তাহেই দক্ষিণে বর্ষা প্রবেশের সম্ভাবনা। রয়েছে ভারী বৃষ্টির সতর্কতাও

তাপপ্রবাহের জন্য স্কুল ছুটি শুক্র এবং শনিবার

১৭ জুন দুপুর ২টোয় স্নাতকস্তরে ভর্তির পোর্টাল খোলা হবে: ব্রাত্য

বর্ষ - ২১, সংখ্যা ২০ ● ১৩ জুন, ২০২৫ ● ২৯ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২ ● শুক্রবার ● দাম - ৪ টাকা ● ১৬ পাতা ● Vol. 21, Issue - 20 ● JAGO BANGLA ● FRIDAY ● 13 JUNE, 2025 ● 16 Pages ● Rs-4 ● RNI NO. WBBEN/2004/14087 ● KOLKATA

আমেদাবাদ থেকে ওড়ার পরেই ভাঙল ড্রিমলাইনার ■ দাবি স্বচ্ছ তদন্তের

ভয়াবহ দুর্ঘটনায় নিহত ২৬৫

আমেদাবাদের বিমান দুর্ঘটনা আমাকে স্তব্ধ করে দিয়েছে। যাঁরা মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন তাঁরা দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠুন। এখনও জানা যাচ্ছে না দুর্ঘটনায় ঠিক কতজনের অকালমৃত্যু হয়েছে। মিডিয়ার রিপোর্ট থেকেই জানলাম, অন্তত ২৪২ জনের প্রাণহানি হয়েছে। এই ধাক্কা সামলানো কঠিন। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছি।

বিমান দুর্ঘটনায় আমি যন্ত্রণাকাতর। যাঁরা পরিবারের সদস্য হারালেন, তাঁদের পাশে রয়েছি। চাইব কেন্দ্র সরকার ঘটনার পিছনে আসল কারণ জানতে স্বচ্ছ এবং তথ্যভিত্তিক তদন্ত নির্দেশ দেবে। প্রার্থনা করি, আহতরা দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠুন। পরিজনহারাদের ঈশ্বর লড়াই করার সহ্যশক্তি দিন।

একনজরে

- দুর্ঘটনাগ্রস্ত বিমানটি বোয়িং ৭৮৭-৮ ড্রিমলাইনার, ফ্লাইট নং এআই-১৭১
- বিমানে যাত্রী ছিলেন ২৩০, ২ পাইলট ও ১০ ক্রু মেম্বার, মোট ২৪২ জন
- বিমানে ছিলেন ১৬৯ ভারতীয়, ৫৩ ব্রিটিশ, ৭ পর্তুগিজ, ১ কানাডিয়ান
- আমেদাবাদ বিমানবন্দর থেকে ওঠে দুপুর ১টা ৩৮ মিনিট নাগাদ
- আমেদাবাদ থেকে বিমানটি লন্ডনের গ্যাটউইক বিমানবন্দরে নামার কথা ছিল
- ওড়ার ৫-৭ মিনিটের মধ্যেই বিমানবন্দরের কাছে মেঘানিনগরে বহুতলের উপর ভেঙে পড়ে
- বিমানটি ভেঙে পড়ে বিজে মেডিক্যাল কলেজের ইউজি হস্টেলের ছাদে
- ডাক্তারি পড়ুয়া-সহ মোট ২৪ জনের মৃত্যু। চিকিৎসাধীন আরও ৪২ জন

প্রতিবেদন : ভয়াবহ বিমান দুর্ঘটনার সাক্ষী রইলেন ভারতবাসী। বৃহস্পতিবার দুপুরে গুজরাতের আমেদাবাদ বিমানবন্দর থেকে এয়ার ইন্ডিয়ার বিমান ওড়ার কয়েক মিনিটের মধ্যেই ভেঙে পড়ে শহরের মেঘানিনগরের বহুতল এবং ডাক্তারি পড়ুয়াদের হস্টেলের উপর। বিরাট বিস্ফোরণে বিমানটি অগ্নিকুণ্ডের মতো জ্বলতে থাকে। ঘটনার আকস্মিকতা কাটিয়ে উদ্ধারকাজ শুরু হওয়ার আগেই বিমানের ২৪১ জন যাত্রীর যে মৃত্যু হয়েছে তা সন্ধ্যায় নিশ্চিত করেছে গুজরাত প্রশাসন। বিস্ময়করভাবে রমেশ বিশ্বাসকুমার নামে এক যাত্রী বেঁচে গিয়েছেন। এছাড়াও পড়ুয়া-সহ ২৪ জন এলাকাবাসী মৃত্যু হয়েছে, আহতও প্রায় ৪২ জন। সবমিলিয়ে মৃতের সংখ্যা ২৬৫ পেরিয়ে যেতে পারে বলে স্থানীয় প্রশাসন জানাচ্ছে।

বিমান-নামা : দুপুর ১টা ৩৯ মিনিটে আমেদাবাদের সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল বিমানবন্দর থেকে বোয়িং ৭৮৭-৮ ড্রিমলাইনার, ফ্লাইট নং এয়ার ইন্ডিয়া-১৭১ বিমানটি ওড়ে। বিমানে যাত্রী ছিলেন ২৩০ জন, ২ পাইলট ও ১০ ক্রু মেম্বার, মোট ২৪২ জন। যাত্রীদের মধ্যে ছিলেন ১৬৯ ভারতীয়, ৫৩ ব্রিটিশ, ৭ পর্তুগিজ ও ১ কানাডিয়ান নাগরিক। ছিলেন গুজরাতের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিজয় রূপানিও। আমেদাবাদ থেকে বিমানটি লন্ডনের গ্যাটউইক বিমানবন্দরের উদ্দেশে রওনা দিয়েছিল। পাইলট ছিলেন ক্যাপ্টেন সুমিত সাভারওয়াল ও ফার্স্ট অফিসার ক্লাইভ কুন্ডার। দু'জনেই অভিজ্ঞ পাইলট। সুমিতের উড়ান অভিজ্ঞতা ৮,২০০ ঘণ্টার এবং অন্যজনের ১,১০০ ঘণ্টার। তা সত্ত্বেও কী করে দুর্ঘটনা ঘটল সেটাই সকলকে বিস্মিত করেছে।

ভয়াবহ ভিডিও : দুর্ঘটনার পরেই যে ভিডিওটি সামনে আসে তা রীতিমতো ভয়াবহ। দেখা যাচ্ছে বিমানটি ওড়ার (এরপর ৭ পাতায়)

অবিশ্বাস্য! মৃত্যুঞ্জয়ী থেকে গেলেন রমেশ

প্রতিবেদন : একেই বোধহয় বলে রাখে হরি মারে কে! নইলে একটা আস্ত বিমান ধ্বংস হয়ে পাইলট-কেবিন ক্রু-সহ প্রত্যেকে মারা গেলেও অবিশ্বাস্যভাবে বেঁচে গিয়েছেন একজন যাত্রীই। তিনি রমেশ বিশ্বাসকুমার। তাঁর চোটও তেমন গুরুতর নয়। সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়া ভিডিওতে দেখা গিয়েছে, তিনি দিব্যি হেঁটে চলেছেন অ্যাম্বুল্যান্সের দিকে। যদিও

হাসপাতালের বেডে রমেশ বিশ্বাসকুমার। ডানদিকে বিমানের টিকিট।

তিনি কোথাকার বাসিন্দা তা জানা যায়নি। একে মিরাকেল ছাড়া আর কীই-বা বলা যেতে পারে। গোটা দেশ তাকিয়ে দেখছে এরকম ভয়াবহ প্লেন দুর্ঘটনার পরও একজন যাত্রী হেঁটে যাচ্ছেন। ঘটনার কয়েক ঘণ্টা পর ফের সোশ্যাল মিডিয়াতে তাঁর হাসপাতালে (এরপর ৭ পাতায়)

ত্রুটি জানিয়েও লাভ হয়নি

প্রতিবেদন : দুর্ঘটনায় পড়া এয়ার ইন্ডিয়ার বিমানে কি যান্ত্রিক ত্রুটি ছিল? এটি এখন কোটি টাকার প্রশ্ন। ঘটনাস্থল থেকে ধ্বংস হয়ে যাওয়া বিমানের ব্ল্যাক বক্স উদ্ধার করে তার ডেটা রেকর্ড উদ্ধারের চেষ্টা চালাচ্ছে ডিজিসিএ। কিন্তু এরই মধ্যে এই বোয়িং ড্রিমলাইনার-এর ত্রুটির দিকেই ইঙ্গিত করেছেন এক যাত্রী, যিনি বৃহস্পতিবার এই বিমানেই দিল্লি থেকে আমেদাবাদ সফর করেন। এই সফর শেষেই সেখান থেকে নতুন করে যাত্রী বোঝাই করে লন্ডনের উদ্দেশে যাত্রা করেছিল। ওড়ার কয়েক মিনিটের মধ্যেই ঘটে ভয়াবহ দুর্ঘটনা। সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়া একটি ভিডিওতে আকাশ বৎস নামের ওই যাত্রীকে বলতে দেখা যাচ্ছে, দিল্লি থেকে (এরপর ৭ পাতায়)

আকাশ বৎস।

দিনের কবিতা

'জাগোবাংলা'য় শুরু হয়েছে নতুন সিরিজ— 'দিনের কবিতা'। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাবিতান থেকে একেকদিন এক-একটি কবিতা নির্বাচন করে ছাপা হবে দিনের কবিতা। সমকালীন দিনে যার জন্ম, চিরদিনের জন্য যার যাত্রা, তা-ই আমাদের দিনের কবিতা।

আধুনিক বিশ্ব

আধুনিক সভ্যতার আলোকে
আধুনিকতা উজ্জীবিত
বৈজ্ঞানিক যুগের আবিষ্কার
বিজ্ঞান প্রাণবন্ত।

ইনটারনেটের শুভ আগমনে
সময় চলছে দুরন্ত
মাথার বুদ্ধি জুগিয়ে রাখতে
কমপিউটার চূড়ান্ত।

একবিংশ শতাব্দী কাজের শতাব্দী
সময়ের মূল্য অনেক
তাই আধুনিক প্রযুক্তির জয়যাত্রায়
জাগ্রত হোক কাজ-বিবেক।

বিশ্বটা যেন নিজের ঘর
মোরা সবই বিশ্ববাসী
তাই তো সারা বিশ্বজুড়ে
চলেছে একতার স্বর্গরাশি।

ত্রুটিহীন রথযাত্রা করতে একাধিক নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রীর

প্রতিবেদন : ২৭ জুন রথযাত্রা উৎসব। দিঘার জগন্নাথধামে প্রথমবার। সম্ভাবনা লক্ষ লক্ষ ভক্ত সমাগমের। সে-কথা মাথায় রেখেই বৃহস্পতিবার নবান্নে প্রস্তুতি বৈঠক করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রী রথযাত্রার দিন দিঘায় থাকবেন। পুণ্যার্থীদের নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে রথ টানার সময় ঠিক করা হবে। রথের দড়ি সকলেই ছুঁতে পারবেন। তবে নিরাপত্তার কারণে স্বেচ্ছাসেবক ও সাধু-সন্তরাই দড়ি টানবেন। এদিনের (এরপর ১০ পাতায়)

নানা রকম

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
13 June, 2025 • Friday • Page 2 || Website - www.jagobangla.in

তারিখ অভিধান

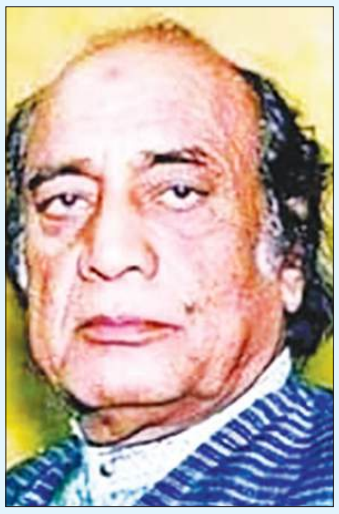

২০১২ মেহেদি হাসান খান (১৯২৭-২০১২) এদিন পরলোক গমন করেন। পাকিস্তানের গজল গায়ক ও নেপথ্য কণ্ঠশিল্পী ছিলেন। ১৯২৭ সালে অবিভক্ত ভারতের রাজস্থানের লুনা গ্রামে জন্মেছিলেন মেহদি। বাড়িতে বহু প্রজন্ম ধরে গানের চর্চা ছিল। বাবা উস্তাদ আজম খান এবং কাকা উস্তাদ ইসমাইল খান ছিলেন রাজস্থানের কলওয়ান্ত ঘরানার ধ্রুপদ শিল্পী। তাঁদের কাছেই তালিম পান মেহদি। '৪৭-এ দেশভাগের জোয়ার লাগে মেহদির পরিবারেও। তাঁরা চলে যান পাকিস্তানে। তখন মেহদি ২০ বছরের যুবক। শুরুর দিকে পাকিস্তানে রীতিমতো দারিদ্রের সঙ্গে লড়াই করতে হয়েছে মেহদির পরিবারকে। এক সময় তাঁকে স্থানীয় একটি সাইকেলের দোকানে কাজও নিতে হয়েছিল। কিন্তু, দারিদ্রের মধ্যেও দু'বেলা রেওয়াজ জারি রাখতেন। ১৯৫৭-য় প্রথম পাকিস্তানের রেডিওয় ডাক পান তিনি। এরপর আর ফিরে তাকাতে হয়নি। মূলত উর্দু ভাষা এবং উর্দু কবিতার প্রতি আগ্রহ থেকেই মেহদি শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের পাশাপাশি গজল গানের প্রতিও আকৃষ্ট হন। ধীরে ধীরে মূলত গজল-শিল্পীই হয়ে ওঠেন তিনি। সুর এবং কাব্যের মেলবন্ধনই তাঁর গজলের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল। ফলে সেই সময়ের 'তারকা সমাবেশেও' নিজের স্বতন্ত্র জায়গা করে নিতে খুব বেশি সময় লাগেনি মেহদি হাসানের।

১৮৬৫ উইলিয়াম বাটলার ইয়েটস (১৮৬৫-১৯৩৯) এদিন জন্ম নেন। ১৯১৩-তে রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পাওয়ার দশ বছর পরে ১৯২৩-এ সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পান।

১৮৯৭ পাভো নুর্মি (১৮৯৭-১৯৭৩) ফিনল্যান্ডের টিরকুতে জন্ম নেন। ইতিহাসের সেরা মাঝারি ও দূরপাল্লার দৌড়বিদের তকমাটা বরাদ্দ তাঁর জন্য। ১৯২০ থেকে ১৯২৮ সালে মধ্যে তিনটি অলিম্পিকে অংশ নিয়ে ৯টি সোনা জেতেন ফ্লাইং ফিন নুর্মি। ১৯২০ সালে অ্যান্টওয়ার্প অলিম্পিকে তিনটি সোনাজয়ী নুর্মি চার বছর পর প্যারিসে জেতেন পাঁচটি সোনা, যার চারটিই ব্যক্তিগত ইভেন্টে। যার মধ্যে ১৫০০ মিটার ও ৫ হাজার মিটারের সোনা নুর্মি জেতেন মাত্র ৯০ মিনিটের মধ্যে।।

১৯৯৭ দক্ষিণ দিল্লির গ্রিনপার্কে উপহার সিনেমা হলে এদিন আগুন লাগে। সেই ঘটনায় সিনেমা দেখতে যাওয়া ১৫০-রও বেশি মানুষ আটকে পড়েছিলেন। মৃত্যু হয় ৫৯ জনের। আগুন থেকে বাঁচতে হুড়োহুড়ি শুরু হওয়ায় পদপিষ্ট হয়ে জখম হন প্রায় শতাধিক মানুষ। সেই বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডের পর থেকে সিনেমা হলটি বন্ধ করে দেওয়া হয়।

১৭৯০ সেলাই মেশিন আবিষ্কার করে পেটেন্ট নিয়েছিলেন ব্রিটিশ আবিষ্কারক টমাস সেন্ট। কাপড় নয়, চামড়া আর ক্যানভাস সেলাই করার জন্য এটি আবিষ্কৃত হয়। ৪০ বছর পর ১৮২৯ সালে ফরাসি দর্জি বর্থেলেমি কার্যকর সেলাই মেশিন তৈরি করে সেটির পেটেন্ট নেন। এই আবিষ্কারের স্মরণে জাতীয় সেলাই মেশিন দিবস পালিত হয় এই দিনটিতে।

২০০০ উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়ার শীর্ষ নেতারা এদিন বৈঠকে বসেন। উভয় দেশের শীর্ষ নেতাদের ভেতর এটাই ছিল প্রথম বৈঠক। পরে এই উদ্যোগের জন্য দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট কিম দে জাং নোবেল পুরস্কার পান।

১৯৬০ **১৯৬০ সালে আজকের দিনেই পথচলা শুরু** হয়েছিল বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্ধমান রাজবাড়ির মেহতাব মঞ্জিলে। প্রথম উপাচার্য ছিলেন আইসিএস সুকুমার সেন। পরবর্তীতে রাজবাড়ির গোলাপবাগ অংশ সরকারের অধিগ্রহণে আসার পর শিক্ষাদানের বিভাগ স্থান বদলে শুরু হয় সেখানে।

পার্টির কর্মসূচি

ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনকে পাখির চোখ করে ওয়ার্ডভিত্তিক জনসংযোগ সভা শুরু করেছে তৃণমূল। সেই মতো কালিয়াগঞ্জ পুরসভার পুরপ্রধান রামনিবাস সাহার ১৫ নম্বর ওয়ার্ডে জনসংযোগ সভা হয় বিবেকানন্দ উৎসব ভবনে। ছিলেন শহর তৃণমূল সভাপতি রাজীব সাহা, দলের প্রাক্তন জেলা চেয়ারম্যান শচীন সিংহরায়, উপপুরপ্রধান ঈশ্বর রজক প্রমুখ।

■ তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সহকর্মীদের প্রতি : আপনার এলাকায় কোনও কর্মসূচি থাকলে তা আগাম জানান। এবং কর্মসূচি পালনের পর ছবি-সহ প্রতিবেদন পাঠান।

ই মেল : jagabangla@gmail.com
editorial@jagobangla.in

শব্দবাংলা-১৪১১

১	■	■	২		৩		৪
৫				■		■	
	■	■	৬			■	
৭		৮		■		■	■
■	■		■	৯			১০
১১	■	১২			■	■	
	■		■	১৩			
১৪					■	■	

পাশাপাশি : ২. খোঁজ, অন্বেষণ ৫. (আল.) ভাল-মন্দ কাণ্ডজ্ঞানহীন ৬. স্বার্থ, প্রয়োজন ৭. মিথ্যা অপবাদ ৯. কাঠের আড়ত ১২. দারুণ ১৩. অবজ্ঞাভরে কৃত, অবহেলা ১৪. খাদ্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির জোগানদাতা।

উপর-নিচ : ১. হত ও আহত ২. ভবিষ্যৎ ৩. বর্ণপরিচয়ের জন্য রবি ঠাকুরের এই বই ছোটদের কাছে আজও বিখ্যাত ৪. নব ৮. মনান্তর, ঝগড়া ৯. কারুকার্যবিশিষ্ট ১০. নিষ্কর জমি ১১. বড়।

■ শুভজ্যোতি রায়

সমাধান ১৪১০ : পাশাপাশি : ১. অনুলোম ৩. জামাতা ৫. কেলি ৬. নরেশ ৮. রফা ১০. বছর ১১. টগর ১৩. দাগ ১৫.মরাই ১৮. থালা ১৯. শমন ২০. মনস্তাপ। **উপর-নিচ:** ১. অনুচর ২. লোচন ৩. জালি ৪. তাড়ু ৫. কেশব ৭. পরদা ৯. ফাটল ১২.রমলা ১৪. গণ্ডকূপ ১৬.ইমান ১৭.আশ ১৮. থান।

১২ জুন কলকাতায় সোনা-রুপোর বাজারদর

পাকা সোনা (২৪ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	৯৭১৫০
গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	৯৭৬০০
হলমার্ক গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	৯২৮০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি),	১০৫৩০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি),	১০৫৪০০

সূত্র : ওয়েস্ট বেঙ্গল বুলিয়ন মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন। দর টাকায় (জিএসটি),

মুদ্রার দর (টাকায়)

মুদ্রা	ক্রয়	বিক্রয়
ডলার	৮৬.৬২	৮৫.১৯
ইউরো	১০০.৯৩	৯৯.১৩
পাউন্ড	১১৮.১৯	১১৫.৯৬

নজরকাড়া ইনস্টা

■ মিমি চক্রবর্তী

■ দেব

সম্পাদক : শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়
• সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও'ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা ৭০০ ১০০ থেকে প্রকাশিত ও প্রতিদিন প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭২ থেকে মুদ্রিত। সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা ৭০০ ০২০

Editor : SOBHANDEB CHATTOPADHYAY
Owned by ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700 100 and Printed by the same from Pratidin Prakashani Pvt. Ltd., 20 Prafulla Sarkar Street, Kolkata 700 072
Regd. No. WBBEN/2004/14087
• Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No. 15 dt 19/7/21
City Office : 234/3A, A. J. C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমারশহর

13 June, 2025 • Friday • Page 3 || Website - www.jagobangla.in

নবান্নে রথযাত্রা উৎসবের প্রস্তুতি বৈঠকে প্রশাসনিক কর্তা ও বিশিষ্টদের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী

রবীন্দ্রনাথের পৈতৃক ভিটেতে ভাঙচুর প্রতিবাদে মোদিকে চিঠি মুখ্যমন্ত্রীর

প্রতিবেদন : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাংলাদেশের সিরাজগঞ্জের পৈতৃক ভিটেতে ভাঙচুরের ঘটনায় গভীর ক্ষোভ জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ঘটনার পর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে চিঠি দিয়ে প্রতিবাদ জানিয়েছেন তিনি। পাশাপাশি, প্রতিবেশী দেশের সরকারের কাছে এই ঘটনার জবাবদিহি চেয়ে আন্তর্জাতিক স্তরে কূটনৈতিক হস্তক্ষেপের আর্জিও জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

চিঠিতে মুখ্যমন্ত্রী লিখেছেন, এই ঘটনা কেবল একটি বাড়ির উপর হামলা নয়, এটি উপমহাদেশের সৃজনশীলতার উপর আঘাত। এই পৈতৃক বাড়ির সঙ্গে কবির সৃষ্টিশীলতা ও আত্মিক সম্পর্ক ছিল। বহু অমর সৃষ্টি এই বাড়িতে বসেই রচিত হয়েছে। তাঁর মতে, এই হামলা জাতীয় গর্ব ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ওপর প্রত্যক্ষ আক্রমণ।

মুখ্যমন্ত্রী আরও লিখেছেন, বাংলার মানুষের কাছে এটি রবীন্দ্রনাথের ঐতিহ্যের উপর আঘাত। ঠাকুরদের পারিবারিক শিকড়ে হামলা মানেই তাঁর অমর সৃষ্টির মূলেই আঘাত করা। যা মানবজাতির ঐক্যের বার্তা বহন করে। এই ঘটনার বিরুদ্ধে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রীকে অনুরোধ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর কথায়, এই নৃশংস ও নির্বোধ হামলায় দায়ীদের বিচার করতে যেন কোনও কসুর না করা হয়। আন্তর্জাতিক স্তরে কড়া প্রতিবাদ জানানো হলে ভবিষ্যতে এমন ঘটনা আটকানো সম্ভব। চিঠির শেষে মুখ্যমন্ত্রী লিখেছেন, রবীন্দ্রনাথ শুধু বাংলার নন, তিনি সারা বিশ্বের।

বেহাল রাস্তার অভিযোগ পাওয়ার ৪৮ ঘণ্টায় মেরামতির আশ্বাস পূর্তমন্ত্রীর

প্রতিবেদন : বেহাল রাস্তার অভিযোগ জমা পড়লেই ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে প্রয়োজনীয় মেরামতির কাজ শেষ করা হবে, বৃহস্পতিবার বিধানসভায় এমনই আশ্বাস দিলেন পূর্তমন্ত্রী পুলক রায়। এদিন বিধানসভায় পূর্ত দফতরের স্থায়ী কমিটির রিপোর্ট নিয়ে আলোচনার পর জবাবি ভাষণে এই ঘোষণা করেন মন্ত্রী।

পুলক রায় জানান, পূর্ত দফতরের আওতায় থাকা যে কোনও বেহাল রাস্তার ছবি সহ অভিযোগ ৯০৮৮৮-২২১১১ নম্বরে হোয়াটসঅ্যাপ করলে, ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে সেই রাস্তার খানাখন্দ সংস্কার করা হবে। সরকার রাস্তাঘাট নিয়ে সর্বদা সজাগ রয়েছে। তিনি আরও জানান, গত ১৪ বছরে পূর্ত দফতর ৩৩ হাজার রাস্তা নির্মাণ ও মানোন্নয়নের কাজ করেছে। ৩০৫টি সেতু, ৬টি রেল ওভারব্রিজ নির্মিত হয়েছে। ৬০০টিরও বেশি সেতু পুনর্নির্মাণ করা হয়েছে। এইসব প্রকল্পে মোট ৪৮ হাজার ৫৫০ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে বলে জানান তিনি। সেতুর নিরাপত্তা নিয়ে পূর্তমন্ত্রী বলেন, রাজ্যে যাতে কোনও সেতু দুর্ঘটনা না ঘটে, সেই বিষয়ে সরকার সর্বদা সতর্ক। পূর্ত দফতরের অধীনে থাকা প্রত্যেকটি সেতুর বছরে চারবার স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হচ্ছে। তবে রাস্তা ও সেতু নির্মাণে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে বঞ্চনার অভিযোগ তুলেছেন পুলক রায়। তাঁর দাবি, কেন্দ্রের সড়ক উন্নয়ন তহবিল থেকে রাজ্যের প্রাপ্য ১২.৫ শতাংশ অর্থ এখনও মেলেনি। তিনি উদাহরণ দিয়ে বলেন, মাঝেরহাটে জয়হিন্দ সেতু এবং নতুন টালা ব্রিজ— এই দুই প্রকল্পের খরচের ৫০ শতাংশ রেলের দেওয়ার কথা থাকলেও তা আজও রাজ্যকে দেওয়া হয়নি। মন্ত্রী স্পষ্ট জানান, বেহাল রাস্তায় আর গাফিলতির জায়গা নেই। মানুষ সরাসরি ছবি পাঠিয়ে অভিযোগ জানালেই ব্যবস্থা নেওয়া হবে। রাস্তা এবং সেতু— এই দুই পরিকাঠামো উন্নয়নেই সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

প্রশিক্ষণ ও সচেতনতায় জোর দিচ্ছেন বাবুল

প্রতিবেদন : সাইবার অপরাধ রুখতে রাজ্য সরকার একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে বলে বিধানসভায় জানালেন তথ্য প্রযুক্তি ও বৈদ্যুতিন বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয়। মন্ত্রী জানান, ইতিমধ্যেই প্রায় ৭০০ পুলিশ ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যকে বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। লক্ষাধিক মানুষকে সচেতন করা হয়েছে। ১৫,৫০০ জন শিক্ষককে টেকনিক্যাল ট্রেনিং ও প্রায় ১৮৫০ জন পড়ুয়াকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। ২৫০ জন সরকারি আধিকারিক সাইবার সিকিউরিটি প্রশিক্ষণ পেয়েছেন। ডিএম অফিসে 'জব ট্রেনিং'-এরও ব্যবস্থা হয়েছে। কার্টুনের মাধ্যমেও সচেতনতা বৃদ্ধির কাজ চলছে। মন্ত্রী আরও বলেন, আজকের দিনে হিউম্যান ইন্টেলিজেন্স আর এআই মিলিয়ে নানা সাইবার ক্রাইম হচ্ছে। উদাহরণ হিসেবে অনলাইনে হোটেল বুকিংয়ের কথা তুলে ধরেন তিনি। অধ্যক্ষের তরফে বলা হয়,

সাইবার অপরাধ

পুলিশের আরও সক্রিয় ভূমিকা নেওয়া জরুরি। মানুষের অভিযোগ গুরুত্ব দিয়ে দেখতে হবে ও দ্রুত সুরাহা করতে হবে। বিধায়ক সুকান্ত পালের প্রশ্ন ছিল, প্রতারিত ব্যক্তি সরাসরি অভিযোগ করতে পারবেন কি না। উত্তরে মন্ত্রী জানান, একটি টোল ফ্রি নম্বর ১৯৩০ চালু রয়েছে। তবে তিনি এ-ও জানান, ইউটিউবে তাঁর নামে ২৯ থেকে ৩১টি ভুয়ো প্রোফাইল চালু আছে। এই ধরনের ক্ষেত্রে সরাসরি ইউটিউব বা ফেসবুকের মতো সংস্থার কাছে অভিযোগ জানাতে হবে, কারণ তারা অধিকাংশ ক্ষেত্রে সরকারকে তথ্য শেয়ার করে না।

বাদ গেল নাম

প্রতিবেদন : অভিযোগ উঠতেই সন্দেহভাজন নিউটন দাসের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ দিল নির্বাচন কমিশন। প্রামাণ্য নথির অভাবে এবং নাগরিকত্ব নিয়ে সন্দেহ থাকায় এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এছাড়াও তহবিল তছরুপ মামলায় ধৃত আজাদ মালিকের সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য চাওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে সন্দেহভাজন আরও কয়েকজনের তথ্য চেয়েছে কমিশন।

■ রোটারি সদনে শিশুশ্রম বিরোধী দিবস উদযাপনে মন্ত্রী ডাঃ শশী পাঁজা, মলয় ঘটক, তুলিকা দাস-সহ বিশিষ্টরা। বৃহস্পতিবার। — শুভেন্দু চৌধুরি

সম্পাদকীয়

13 June, 2025 • Friday • Page 4 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

স্বচ্ছ তদন্ত

ভয়াবহ বিমান দুর্ঘটনা। ভারতের ইতিহাসে দ্বিতীয় বৃহত্তম। মর্মান্তিক। যেভাবে জ্বালানি ভর্তি বিমান বিস্ফোরণে ধূলিসাৎ হয়েছে তাতে পুড়ে ছারখার হয়ে গিয়েছেন যাত্রী এবং ক্রু মেম্বাররা। শুধু তাই নয়, যে মেডিক্যাল কলেজের হস্টেলের ছাদে বিমানটি এসে পড়ে, সেখানেও অসংখ্য মৃত্যু। স্থানীয় প্রশাসন মৃত্যুর যে হিসেব দিচ্ছে তাতে দেখা যাচ্ছে হস্টেলের পড়ুয়া, তাঁদের আত্মীয় ছাড়াও স্থানীয় বহু মানুষের মৃত্যু হয়েছে। সংখ্যাটা কম করে ২৪। অর্থাৎ ২৪১ জন বিমানযাত্রীর পাশাপাশি আরও ২৪ জনের মৃত্যুর অর্থ হল ২৬৫ জন। এখনও বহু মানুষ মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন। ফলে মৃতের সংখ্যা বাড়ার প্রবল সম্ভাবনা। কিন্তু কীভাবে এই ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটল? ড্রিমলাইনার বোয়িং বিমান নিয়ে এর আগে বারবার প্রশ্ন উঠেছে। তারপরেও এই ঘটনা নিঃসন্দেহে একরাশ প্রশ্ন তুলে দিয়ে গেল। ইঞ্জিনে পাখির ডানা এসে লেগেছিল? নাকি বিমানের প্রবল যান্ত্রিক ত্রুটি ছিল যা এড়িয়ে গিয়েছে গ্রাউন্ড ইঞ্জিনিয়ারদের চোখ। ফলে গোটা ঘটনার স্বচ্ছ তদন্তের দাবি উঠেছে। তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে স্বচ্ছ তদন্তের দাবি প্রথম উঠেছে। একই দাবি তুলেছে কংগ্রেস, সমাজবাদী পার্টিও। খুব স্বাভাবিক দাবি এবং দেশের মানুষের কাছে আসল সত্যটা সামনে আনতেই হবে কেন্দ্রের সরকারকে। এমনিতেই ট্রেনযাত্রাকে কার্যত বিভীষিকায় পরিণত করেছে রেলমন্ত্রক। রোজই দুর্ঘটনা এবং মৃত্যু। এবার বিমানযাত্রার ক্ষেত্রেও মানুষের মধ্যে তৈরি হয়েছে প্রবল আশঙ্কা এবং নিরাপত্তাহীনতা। সরকারকে এই ভয় দূর করতে হবে। দলীয় রাজনীতির উর্ধ্বে উঠে এটাই এখন কেন্দ্রের আশু কর্তব্য।

e-mail থেকে চিঠি

মোদিজির সাফল্য, আমরা আপ্লুত

এগারো বছর প্রধানমন্ত্রীর চেয়ারে থাকা মোদির দর্শন হল, তাঁর সরকারের যাবতীয় ব্যর্থতার ফল ভোগ করুক আমজনতা। কিন্তু নিজের নামমাহাত্ম্য প্রচারে তাঁকে দেশের প্রাক্তন সব প্রধানমন্ত্রীকে ছাপিয়ে যেতে হবে। গত এক দশকে সরকারি প্রকল্প থেকে শুরু করে যেকোনও উল্লেখযোগ্য ঘটনায় প্রধানমন্ত্রীর কৃতিত্ব দাবি করে সরকারি অর্থে যথেচ্ছ প্রচার চালানো হয়েছে। আর আত্মপ্রচারে তো কোনও উপলক্ষ দরকার। তাই উরি, পুলওয়ামা, পহেলগাঁওয়ে জঙ্গি হামলার পর ভারতীয় সেনা পাল্টা আক্রমণ চালিয়ে যে সাফল্য পেয়েছে, তার কৃতিত্বও মোদির বলে প্রচার চালিয়েছে শাসকগোষ্ঠী। ভারতের চন্দ্রযান চাঁদের মাটি ছুঁয়েছে, সেখানেও প্রচারের মুখ সেই মোদি। আবার করোনা ভ্যাকসিনের শংসাপত্রেও গুঁজে দেওয়া হয়েছে তাঁর মুখ। রেশনের ব্যাগ বা কোনও প্রকল্পে মোদির মুখ দেওয়া ছবি দেখে দেশের মানুষ হতবাক হলেও তিনি থেকেছেন নির্বিকার। এখন চলছে একইসঙ্গে মোদি সরকারের এগারো বছরের পূর্তি (২০১৪-২০২৫) এবং তৃতীয় মোদি সরকারের প্রথম বর্ষপূর্তির প্রচার। গত কয়েকদিন ধরেই কোটি কোটি টাকা খরচ করে সেবা-প্রশাসন-গরিব কল্যাণের নামে মোদির প্রচার শুরু হয়েছে। সেই প্রচারে 'সাফল্য' দেখাতে যা তুলে ধরা হচ্ছে, তা অনেকাংশেই অর্ধসত্য। বিভিন্ন প্রকল্পের উল্লেখ করে সরকার দেখাতে চাইছে, তাতে কত টাকা বরাদ্দ হয়েছে, কত মানুষ উপকৃত হবেন ইত্যাদি। কিন্তু সেইসব প্রকল্পে কত টাকা সত্যিই খরচ হয়েছে, কত মানুষ প্রকৃত অর্থে সুবিধা ভোগ করছেন—তা বলছে না সরকার। যে দেশে একটি নিরামিষ থালির খরচ ৭৭ টাকা সে দেশে কেন একজন সবচেয়ে গরিব মানুষের দৈনিক খরচ মাত্র ৬৮ টাকা? কেন কাজের ক্ষেত্রে পুরুষের তুলনায় মহিলাদের অংশগ্রহণের হার অর্ধেক? কেন ২০১৬ সালে নোটবন্দি ঘোষণার পরেও কালো টাকা ফেরানো গেল না? কেন এগারো বছরে দশবার আমেরিকা যেতে পারলেও মোদি একবারও অশান্ত মণিপুরে গেলেন না? কেন দেশের ১৩ কোটি মানুষের দিনে ১৮৫ টাকার বেশি খরচ করার সামর্থ্য নেই? কেন আন্তর্জাতিক বৈষম্যসূচকে ভারতের স্থান ১০৮তম? কেন বহু মানুষ পরিস্রুত পানীয় জল পান না? জবাব দিন মোদি শাহ।

— অরিন্দম আশ, কাঁকুড়গাছি, কলকাতা

■ চিঠি এবং উত্তর-সম্পাদকীয় আপনিও পাঠাতে পারেন :
jagabangla@gmail.com / editorial@jagobangla.in

আচ্ছে দিনের আচ্ছা আচ্ছা ছবি

ক্ষমতা দখলের অলীক গল্প ফেরি করে বেড়াচ্ছেন বাংলায়, বিহারে। দীর্ঘ বিরতির পর রাজ্যে এসে বুঝিয়ে দিচ্ছেন, তাঁদের সিঁদুর যতটা না পাকিস্তানকে শিক্ষা দিতে তার চেয়ে ঢের বেশি বঙ্গ দখলের জন্য সমর্পিত। নোট বাতিল, বছরে দু'লক্ষ চাকরি, যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাকে পদাঘাত এবং কৃষকের আয় দ্বিগুণের মিথ্যা প্রতিশ্রুতির পর কেন্দ্রের নয়া নয়া জুমলা আর কেলেঙ্কারি অব্যাহত। লিখছেন **আকসা আসিফ**

মোদি হ্যায় তো মুমকিন হ্যায়। এই বচনের সপক্ষে দৃষ্টান্ত এক সে বড়কর এক। এ বলে আমায় দ্যাখ, ও বলে আমায়।

প্রথমেই আসি মহারাষ্ট্রের কথায়।

ফি বছর মহারাষ্ট্রের বিদ জেলা থেকে বিভিন্ন রাজ্যের আখ খেতে কাজ করতে যান প্রায় দেড় লক্ষ শ্রমিক। বিদের পরিযায়ী শ্রমিকদের এই দলে রয়েছেন প্রায় ৮০ হাজার মহিলা। তাঁদের মধ্যে ৮৪৩ জন কাজে যাওয়ার আগে হিস্টেরেক্টোমি (জরায়ু অপসারণ) করিয়েছেন। অধিকাংশের বয়স ৩০ থেকে ৩৫ বছরের মধ্যে। আবার অন্তঃসত্ত্বা অবস্থাতেই খেতে কাজ করেছেন ১ হাজার ৫২৩ মহিলা। ৩ হাজারের বেশি মহিলা শ্রমিক অ্যানিমিয়ার শিকার। সদ্যসমাপ্ত স্বাস্থ্য পরীক্ষার রিপোর্টেই প্রকাশ পেয়েছে দারিদ্র ও শোষণের এই করুণ ছবি। প্রতি বছর দীপাবলির সময় বিদ থেকে গুজরাত-সহ একাধিক রাজ্যে পাড়ি দেন শ্রমিকরা। আখ কাটতে বিভিন্ন খেতে পৌঁছে যান। ছ'মাস কাজ করে আবার মার্চ-এপ্রিল নাগাদ বাড়ি ফিরে আসেন তাঁরা। সরকারি প্রকল্পের অংশ হিসেবে কাজে যাওয়ার আগে ও ফেরার পর শ্রমিকদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়। এবারও চেক আপ হয়েছিল। তাতেই সামনে এসেছে হাড়হিম করা এই তথ্য। রিপোর্ট অনুযায়ী, ৮৪৩ মহিলা শ্রমিক জরায়ু অপসারণের জন্য অস্ত্রোপচার করিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ৪৭৭ জনের বয়স ৩০ থেকে ৩৫ বছরের মধ্যে। তলপেটে ব্যথা, সংক্রমণ সহ বিভিন্ন কারণে যাতে কাজে কামাই না হয়, তার জন্যই এই কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে কার্যত বাধ্য হয়েছেন তাঁরা। অন্যদিকে, পেট চালাতে অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় খেতে কাস্তে হাতে কাজ করেছেন ১ হাজার ৫২৩ জন। বিদের ম্যাটার্নাল অ্যান্ড চাইল্ড ওয়েলফেয়ার অফিসার জানাচ্ছেন, আখ খেতের পরিযায়ী শ্রমিকদের রুটিন স্বাস্থ্যপরীক্ষার রিপোর্ট থেকেই এই তথ্য জানা গিয়েছে।

এবার আসি দুর্নীতি প্রদেশের প্রসঙ্গে।

দুর্নীতি প্রদেশ মধ্যপ্রদেশ। দুর্নীতি তথায় স্ফীতকায়।

৫০ হাজার সরকারি কর্মী, প্রত্যেকেই ভুয়ো! সেও কি সম্ভব? যত সংখ্যক সরকারি কর্মী মধ্যপ্রদেশে কাজ করেন, তার ৯ শতাংশ! প্রত্যেকের এমপ্লয়ি আইডি রয়েছে। তার মধ্যে ৪০ হাজার পার্মানেন্ট, আর ১০ হাজার কন্ট্রাকচুয়াল। প্রত্যেকের বেতনই ট্রেজারি থেকে তোলা হয়েছে। সব মিলিয়ে ২৩০ কোটি টাকা। তাঁরা সবাই ভুয়ো। গোলমাল কিছু একটা আছে... সেটা বোঝা মাত্রই মধ্যপ্রদেশের অর্থ দফতর এই ৫০ হাজার কর্মীর বেতন ছাড়া হয়নি। সেটাও প্রায় ছ'মাস। কিন্তু এতদিনেও কোনও আলোড়ন পড়েনি। অর্থাৎ কোনও কর্মী দাবি করেননি যে, তিনি বেতন পাচ্ছেন না। তাহলে একটা বিষয় নিশ্চিত, এই বিপুল সংখ্যক কর্মচারীই 'ভূতুড়ে'! দিন তিনেক আগে দেশ ও রাজ্যের ছোটবড় সব সংবাদ মাধ্যমে এই খবর ছড়িয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ওই একদিন। তারপর কী হল? মধ্যপ্রদেশের ড্রয়িং অ্যান্ড ডিসবার্সিং অফিসারদের ব্যাখ্যা তলব করেছিল ট্রেজারি। তাঁরা কী জবাব দিলেন? এত বড় দুর্নীতি, অথচ পরদিন থেকে মধ্যপ্রদেশ তথা জাতীয় মিডিয়ায় এ-নিয়ে কোনও উচ্চবাচ্য নেই কেন? বিরোধীরাই বা কেন এ-ব্যাপারে মুখ খুলছে না? এই কোনও প্রশ্নের উত্তর নেই। স্রেফ চাপা পড়ে যাচ্ছে বা দেওয়া হচ্ছে। কেন? এই রাজ্যের নাম পশ্চিমবঙ্গ নয় বলে? নাকি শাসকের রং গেরুয়া বলে?

একটা ব্যাখ্যা অবশ্য দিয়েছে মধ্যপ্রদেশ সরকার। তাদের দাবি, কোনও ভূতুড়ে কর্মী নেই! কীভাবে? ডবল ইঞ্জিন সরকারের ব্যাখ্যা,

মোট ৪৪ হাজার ৯১৮ জন কর্মী নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল। তাঁদের মধ্যে ২১ হাজার ৪৬১ জন মারা গিয়েছেন। ৪ হাজার ৬৫৪ জন অন্যত্র ডেপুটেশনে রয়েছেন। ১০ হাজার ৮৮৫ জন হয় অবসর নিয়েছেন, না হয় ইস্তফা দিয়েছেন। ৪৮৩ জনকে বিনা বেতনে সাসপেন্ড করে রাখা হয়েছে। বাকিদের বিবিধ নানা জায়গায় দেখানো হয়েছে। সোজা কথায়, তাঁরা ন্যায়সঙ্গতভাবেই বেতন পাচ্ছেন না। এখানেও প্রশ্ন অনেক। ২১ হাজার কর্মী মারা গেলেন, আর সেই তথ্য ট্রেজারির খাতায় ছ'মাসেও উঠল না? সেটা তো পরবর্তী বেতনের আগেই নথিবদ্ধ হওয়ার কথা ছিল। হয়নি কেন? একই যুক্তি খাটে অবসর, ভলান্টিয়ারি রিটায়ারমেন্ট এবং ইস্তফার ক্ষেত্রেও। ডেপুটেশনে কোনও কর্মী গেলে, সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর ডেটা আপডেট করতে হয়। রাজ্য সরকারের সরাসরি পে-রোলের বাইরে গেলে তো বটেই। আর মৃতদের তথ্য? ছ'মাস দেরি হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না।

১৯৯০ সালে শুরু হওয়া ব্যাপম দুর্নীতি থেকে হাল আমলের বেতন কেলেঙ্কারি, মধ্যপ্রদেশকে টেক্কা দেওয়া ভূভারতের কোনও রাজ্যের পক্ষেই সম্ভব নয়। ফারাক শুধু একটাই— পশ্চিমবঙ্গ হলে তার প্রচার বিশ্বজুড়ে হয়। কিন্তু মধ্যপ্রদেশের দুর্নীতি চাপা পড়ে যায় ডবল ইঞ্জিনের প্রতাপে।

মোদির ভারতে ধনী আরও ফুলেফেঁপে উঠছে। আর গরিব তলিয়ে যাচ্ছে দারিদ্রের গহ্বরে। অথচ রাস্তার মোড়ে, জনসভায়, টিভির পর্দায় প্রধানমন্ত্রী এবং তাঁর তাঁবেদাররা ৪ লক্ষ কোটি ডলারের অর্থনীতি নিয়েই হুঙ্কার দিয়ে চলেছেন। তাঁরা একটা হিসেব মানুষের সামনে রাখুন— সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পগুলির আওতায় দেশের মোট কত মানুষ পড়েন! কোনও ব্যক্তি একটিও সামাজিক প্রকল্পে নাম লিখিয়ে থাকলে, সেই হিসেব যেন তালিকায় থাকে। তা সে আয়ুষ্মান ভারত হতে পারে, সবুজসাথী, কিংবা লাডলি বহেন। দেখবেন... তালিকা বানাতে দেশ উজাড় হয়ে যাবে। এটাই প্রকৃত সত্যি।

আর একটা বিষয় হল জাল নোট। নোট বাতিলের ঘোষণার দিন জাল নোট আটকাবেন বলে রীতিমতো হুঙ্কার দিয়েছিলেন নরেন্দ্র মোদি। সেই হুঙ্কারে সোচ্চারে গলা মিলিয়েছিলেন তাঁর পারিষদবর্গ। অথচ বছর দশেক পর তার পরিণতি হল মোদির সাদা পোশাকে কালি ছিটিয়ে দিয়েছে খোদ রিজার্ভ ব্যাঙ্ক। তারা জানিয়েছে, মাত্র একবছরে (২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে) দেশের ৫০০ টাকার জাল নোট বেড়েছে রেকর্ড, ৩৭.৩ শতাংশ। এটা বাজেয়াপ্ত হওয়া জাল নোটের পরিসংখ্যান থেকে জেনেছে সর্বোচ্চ ব্যাঙ্ক। এর বাইরেও যে বাজারে কয়েক হাজার কোটি টাকার জাল নোট 'আসল' হয়ে রাজত্ব করছে, তা সহজেই অনুমেয়। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তথ্য দেখাচ্ছে, শুধু গত অর্থবর্ষে জাল ৫০০ টাকার নোটের আর্থিক অঙ্ক ৫ লক্ষ ৮৮ হাজার কোটি টাকা। তার আগের আর্থিক বছরে ছিল ৪ লক্ষ ২৮ হাজার কোটি টাকা। ৫০০ টাকার পাশাপাশি ২০০ টাকার জাল নোট বৃদ্ধি পেয়েছে ১৩.৯ শতাংশ। জালিয়াতি কারবারের হাত থেকে রেহাই পাচ্ছে না ১০, ২০, ৫০, ১০০ টাকার নোটও। ধরা যাক, নগদহীন অর্থ ব্যবস্থা গড়ে তোলার ঘোষণার কথা। এ বিষয়েও সেই রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তথ্য বলছে, ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে বাজারে লেনদেন হওয়া নোটের সংখ্যা এবং তার মূল্য তার আগের বছরের তুলনায় বেড়েছে যথাক্রমে ৫.৬ শতাংশ এবং ৬ শতাংশ। তাই এই বেশি পরিমাণ নোট ছাপানোর খরচও ২৫ শতাংশ বেড়ে হয়েছে প্রায় ৬ হাজার ৩৭৩ কোটি টাকা। মোদির ঘোষণার সবচেয়ে সাড়া জাগানো দাবি ছিল, কালো টাকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা। কারণ কালো টাকা সন্ত্রাসবাদীদের তহবিলে ঢুকছে, দুর্নীতির উৎসও কালো টাকা। ঘোষণার দশ মাস পর দেখা গেল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক জানাচ্ছে, বাতিল হওয়া ৫০০ ও ১০০০ টাকার নোটের প্রায় ৯৯ শতাংশই তাদের কাছে ফেরত এসেছে। প্রশ্ন ওঠে, যেখানে ৯৯ শতাংশ নোটই বদলে ফেলা হয়েছে সেখানে নোট বাতিল কি কালো টাকা সাদা করার প্রকল্প ছিল? ঘটনা হল, আজও কালো টাকা উদ্ধার নিয়ে কোনও তথ্যনিষ্ঠ রিপোর্ট মোদি সরকারের তরফে প্রকাশ্যে আনা হয়নি। ফলে দেশবাসীর পক্ষে প্রকৃত সত্যের নাগাল পাওয়া কঠিন।

সব মিলিয়ে চূড়ান্ত ব্যর্থ মোদি জমানা।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

দুর্ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আমেদাবাদগামী ইন্ডিগোর একটি বিমানকে মাঝ আকাশ থেকে ফেরানো হল কলকাতায়। এদিন দুপুরেই নির্বিঘ্নে অবতরণ করে বিমানটি

হকারদের ওপর আরপিএফের অত্যাচার প্রতিবাদে গর্জে উঠল আইএনটিটিইউসি

সংবাদদাতা, হাওড়া : নিরীহ হকারদের ওপর আরপিএফের ও রেল প্রশাসনের অত্যাচারের প্রতিবাদে গর্জে উঠল তৃণমূল শ্রমিক সংগঠন। বৃহস্পতিবার হাওড়া জেলা(সদর) আইএনটিটিইউসির উদ্যোগে আরপিএফের নির্মম আচরণের প্রতিবাদে বিশাল মিছিল হল। হাওড়া সদর আইএনটিটিইউসির সভাপতি অরবিন্দ দাসের নেতৃত্বে স্টেশন সংলগ্ন ট্যাক্সিস্ট্যান্ডের সামনে থেকে মিছিল শুরু হয়। সমগ্র হাওড়া স্টেশন ও সংলগ্ন চত্বর প্রদক্ষিণ করে ওই মিছিল। হাওড়া সদর আইএনটিটিইউসি'র নেতৃত্ব মিছিলে শামিল হন। স্টেশন চত্বরের কয়েক হাজার হকার এই মিছিলে পা মেলান। সারা বাংলা তৃণমূল স্ট্রিট হকার্স ও অল বেঙ্গল তৃণমূল রেলওয়ে হকার্সদের প্রতিনিধিরাও মিছিলে যোগ দেন। হকারদের ওপর আরপিএফের জুলুমবাজি অবিলম্বে বন্ধ করার জন্য মিছিল থেকে আওয়াজ ওঠে। সেই সঙ্গে কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের শ্রমিক-স্বার্থ বিরোধী 'শ্রম-কোড' অবিলম্বে বাতিল করারও দাবি ওঠে মিছিল থেকে। হাওড়া সদর আইএনটিটিইউসি'র সভাপতি অরবিন্দ দাস বলেন, নিরীহ হকারদের প্রতি আরপিএফ ও রেলের জুলুমবাজি অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে। সাধারণ ও গরিব হকারদের প্রতি আরপিএফ নির্বিচারে অত্যাচার করছে। জোর করে টাকা আদায় করছে। মারধর করছে। আমরা রেল কর্তৃপক্ষকে এদিন স্পষ্ট হুঁশিয়ারি দিয়ে জানিয়েছি, অবিলম্বে হকারদের ওপর আরপিএফের এই জুলুমবাজি বন্ধ না হলে আমরা বৃহত্তর আন্দোলন শুরু করব। যতক্ষণ না পর্যন্ত আরপিএফের অত্যাচার বন্ধ হচ্ছে ততক্ষণ আমাদের আন্দোলন চলবে। কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের সর্বনাশা শ্রম-কোড বাতিলের দাবিতেও আমাদের লাগাতার আন্দোলন চলবে।

■ হকারদের ওপর আরপিএফের অত্যাচারের প্রতিবাদে হাওড়ায় আইএনটিটিইউসি'র বিশাল মিছিল।

মহেশতলা-কাণ্ডে আরএসএস যোগ গ্রেফতার বিজেপি কর্মী-সহ ৩৩ জন

■ সাংবাদিক বৈঠকে ডায়মন্ড হারবার পুলিশের এসপি রাহুল গোস্বামী, অ্যাডিশনাল এসপি মিথুনকুমার দে।

প্রতিবেদন : মহেশতলায় অশান্তি, বিশৃঙ্খলায় মিলল বিজেপি-আরএসএস যোগ! বুধবার রাতে মহেশতলা থেকে প্রচুর বোমার মশলা উদ্ধারের পাশাপাশি ধরা পড়েছে এক সক্রিয় বিজেপি-আরএসএস কর্মী-সহ ৫ জন। দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষকে রাজনৈতিক উসকানি দিয়ে সাম্প্রদায়িক অশান্তি পাকানোর চক্রান্ত! বুধবার মহেশতলার রবীন্দ্রনগর-সন্তোষপুর এলাকায় উত্তেজনা ছড়ানোয় এখনও পর্যন্ত ২৮ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার ডায়মন্ড হারবার পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, যারা উত্তেজনা ছড়ানোর চেষ্টা করেছে, সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতি করেছে, তাদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নেওয়া হবে। বিশেষ কমিটি গঠন করে তদন্ত হবে। কিন্তু একদিকে যেখানে রাজনৈতিক উসকানি দেওয়ার অভিযোগে আরএসএস কর্মী ধরা পড়েছে, সেখানে এই মহেশতলা নিয়ে এদিন হুজ্জতি করে গন্ডগোল পাকিয়ে বিধানসভার অধিবেশন ভণ্ডুল করার চেষ্টা করে গদ্দার ও তার দলবল। যদিও অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় দক্ষতার সঙ্গে বিরোধী দলের বিশৃঙ্খলা উপেক্ষা করে বিধানসভার কার্যপ্রণালী চালিয়ে যান।

বুধবার দুপুরে দুই গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে মহেশতলার রবীন্দ্রনগর। খবর পেয়ে বিশাল পুলিশ বাহিনী পৌঁছে সংবেদনশীলতার সঙ্গে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করে। বৃহস্পতিবার সেই ঘটনা নিয়ে সাংবাদিক বৈঠক করেন ডায়মন্ড হারবার পুলিশ জেলার এসপি রাহুল গোস্বামী, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (জোনাল) মিথুনকুমার দে। এসপি জানান, খবর পাওয়ার পর যথাসময়ে পুলিশ অ্যাকশন নিয়েছে। বাড়াবাড়ি নয়, যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু পদক্ষেপ করেছে। এখন পরিস্থিতি সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে। রাজ্য পুলিশের তরফে তিনটে ও কলকাতা পুলিশের তরফে ৪টি মামলা রুজু করা হয়েছে। ইতিমধ্যেই রবীন্দ্রনগর এলাকায় ১০টি পুলিশ পিকেট বসানো হয়েছে। মহেশতলা থানা এলাকায় ১৬৩ ধারা বলবৎ করা হয়েছে। তদন্ত চলছে এবং এফআইআরের সংখ্যা বাড়লে আরও গ্রেফতার হবে। কোনও ধর্মান্ধতা বরদাস্ত করা হবে না। দল, ধর্ম, পরিচয় নির্বিশেষে কাউকে রেয়াত করা হবে না।

একইসঙ্গে, ডায়মন্ড হারবার পুলিশের অ্যাডিশনাল এসপি মিথুন দে জানান, বুধবার রাত ৮টা নাগাদ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বজবজের একটি নির্দিষ্ট এলাকা থেকে বিপুল পরিমাণ বোমার মশলা উদ্ধার করা হয়েছে। রয়েছে ১০ কেজিরও বেশি অ্যালুমিনিয়াম ও সোডিয়াম পাউডার, ফসফরাস ডাস্ট, লাল সালফার এবং লোহার গুঁড়ো। বিস্ফোরক ব্যবহৃত তিনটি বাইক বাজেয়াপ্ত হয়েছে। ধৃতদের মধ্যে নবীনচন্দ্র রায় জেরায় স্বীকার করেছেন যে তিনি আরএসএস তথা বিজেপির সক্রিয় কর্মী। তারপরও বৃহস্পতিবার বিধানসভায় উচ্ছৃঙ্খলতার সীমা ছাড়াল গদ্দারের দলবল। এই প্রসঙ্গে বিজেপিকে তুলোধোনা করে তৃণমূল আইটি সেলের প্রধান দেবাংশু ভট্টাচার্যের প্রশ্ন, বিজেপির কাছে মহেশতলায় পুলিশের মাথাফাটা লজ্জার আর নবান্ন অভিযানে পুলিশের মাথাফাটা গর্বের! কেন? কী ক্ষতি হল সেটা নিয়ে আপনারা ভাবিত নন, বরং কারা করল, তাদের পোশাক কী, সেটা নিয়ে আপনারা বেশি উৎসাহিত! কেন? মহাকুম্ভের সময় যারা রোজ স্টেশনে স্টেশনে মাথায় গেরুয়া ফেট্টি বেঁধে ট্রেনে পাথর ছুঁড়েছে, ট্রেন ভাঙচুর করেছে, তারা কারা? অন্যদিকে, তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক তথা মুখপাত্র কুণাল ঘোষ জানিয়েছেন, মহেশতলার ঘটনা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। পুলিশ প্রশাসন গোটা বিষয়টা দেখছে। কিন্তু এখন সেটাকে প্ররোচনা দিয়ে, নানারকম বিবৃতি দিয়ে জিনিসটাকে ছড়ানোর মানে হয় না। এই ধরনের ঘটনা নতুন নয়। পুলিশের উপর আস্থা রাখুন। অকারণ অশান্তি ছড়াবেন না।

বৃষ্টি বাড়লেও জারি অস্বস্তি

প্রতিবেদন : তীব্র দাবদাহের মধ্যে খানিক বৃষ্টি হলেও স্বস্তি সেই অধরা। বৃহস্পতিবারও বেলা গড়াতেই আকাশ কালো করে বৃষ্টি শুরু হয় কলকাতা সংলগ্ন একাধিক জায়গায়। কিন্তু তারপরেই ফের রোদ ওঠে। এদিকে আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, ১৬ জুনের আগে বর্ষা ঢোকার কোনও সম্ভাবনাই নেই। তবে শুক্রবার থেকে রাজ্য জুড়ে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির পরিমাণ বাড়বে। এর জেরে তাপমাত্রা খানিকটা কমলেও শনিবার থেকে আবার ঊর্ধ্বমুখী হবে পারদ। রবিবার ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা বাড়বে কলকাতা-সহ অধিকাংশ জেলাতে। বাতাসের গতিবেগ ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টায়। উত্তরবঙ্গেও সপ্তাহান্তে বৃষ্টি বাড়বে। ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহারে। ৭০ থেকে ১১০ মিলিমিটার পর্যন্ত বৃষ্টির আশঙ্কা হাওয়া অফিসের।

ট্রেন বাতিল

প্রতিবেদন : সপ্তাহের শেষে ফের দুর্ভোগের মুখে ট্রেনযাত্রীরা। নন ইন্টারলকিংয়ের কাজের জন্য শুক্র, শনি ও রবিবার শিয়ালদহ শাখায় বাতিল ৪৬টি ট্রেন। বেশ কিছু ট্রেনের যাত্রাপথেও পরিবর্তন করা হয়েছে। পূর্ব রেলের তরফে বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, শুক্রবার সকাল ১০টা থেকে রবিবার সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত শিয়ালদহ-শান্তিপুর লাইনের ৪৬টি লোকাল ট্রেন বাতিল থাকবে নন ইন্টারলকিংয়ের কাজের জন্য।

১৭ জুন খুলছে ভর্তির পোর্টাল

প্রতিবেদন: ১৯ জুনের আগে নির্ধারিত সময়ে স্নাতকস্তরে ভর্তির পোর্টাল খুলবে বলে জানিয়েছিলেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। এবার সেই মতোই তিনি জানালেন, আগামী ১৭ জুন থেকে ভর্তির পোর্টাল খুলে যাবে। ওইদিন বেলা দুটোর সময় সাংবাদিক সম্মেলন করে এই পোর্টাল নিয়ে বিস্তারিত জানানো হবে। এই বছর মোট ১৭টি বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪৬০টি সরকারি কলেজ এবং সরকার পোষিত কলেজ অংশগ্রহণ করতে চলেছে। এই পোর্টালের মাধ্যমে একজন পড়ুয়া একাধিক কলেজে এবং একাধিক বিষয়ে মোট ২৫টি আবেদন একবারের অ্যাপ্লিকেশনেই করতে পারবেন।

বিধানসভায় শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু জানিয়েছিলেন, ছাত্রছাত্রীদের সুবিধা অনুযায়ীই তৈরি হচ্ছে অনলাইন পোর্টাল। আগের বছরের অভিজ্ঞতাও খতিয়ে দেখা হয়েছে। পোর্টাল না খোলাই অনেক পড়ুয়াই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিলেন। সেক্ষেত্রে শিক্ষামন্ত্রী আশ্বাস দিয়ে জানিয়েছিলেন, মুখ্যমন্ত্রীর অনুমতিমতো নির্দিষ্ট সময়ে পোর্টাল খুলে দেওয়া হবে এবং এর ফলে পড়ুয়াদের কোনওরকম অসুবিধা হবে না। অবশেষে শিক্ষামন্ত্রীর কথামতো নির্দিষ্ট সময়ে খুলে যাচ্ছে স্নাতকস্তরে ভর্তির অনলাইন পোর্টাল।

গরমের জেরে দু'দিন ছুটি স্কুলে

প্রতিবেদন: অতিরিক্ত গরমের জন্য প্রাথমিক স্কুলগুলিকে সকালে করার আবেদন জানিয়েছিলেন বিভিন্ন জেলার প্রাথমিক স্কুলের প্রধান শিক্ষকরা। বর্তমান গ্রীষ্মকালীন পরিস্থিতি মাথায় রেখে ছাত্রছাত্রীদের স্বার্থে ১৩ জুন এবং ১৪ জুন বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগের পক্ষ থেকে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ এবং প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদকে অনুরোধ করা হয়েছিল যাতে তাঁদের অধীনে সমস্ত বিদ্যালয়গুলির পঠনপাঠন বন্ধ রাখেন।

এই আবেদনে মান্যতা দিয়ে এবং গরমের কথা চিন্তা করেই শুক্রবার এবং শনিবার প্রাথমিক-সহ রাজ্যের সমস্ত স্কুল বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিল রাজ্য সরকার। বৃহস্পতিবার এক্স হ্যান্ডেলে এই কথা জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। শিক্ষামন্ত্রী ছুটির কথা ঘোষণা করে এক্স হ্যান্ডেলে লেখেন, কিছু জেলায় তাপপ্রবাহের পরিস্থিতি রয়েছে বলে জানা গিয়েছে। তাই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে ১৩.০৬.২৫ এবং ১৪.০৬.২৫ তারিখে রাজ্যের (পার্বত্য এলাকা ব্যতীত) সমস্ত সরকারি ও সরকার পোষিত প্রাথমিক, উচ্চ প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিখন কার্যক্রম স্থগিত রাখা হবে। পঠনপাঠন বন্ধ থাকলেও এক্ষেত্রে কখনওই বিদ্যালয় বন্ধ থাকছে না। ফলে শিক্ষক-শিক্ষিকারা প্রশাসনিক কাজকর্মের জন্য বিদ্যালয়ে আসবেন। সেন্ট্রাল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন এবং আইএসসিই বোর্ডকে অনুরোধ করা হয়েছে যাতে তাঁদের অধীনে বিদ্যালয়গুলির ক্ষেত্রেও অনুরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। সোমবার থেকে আবার যথারীতি স্কুলগুলির পঠনপাঠন চলবে। তবে আবহাওয়ার পরিস্থিতি দেখে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

■ বেড়াচাঁপা চৌমাথায় সাংসদ ডাঃ কাকলি ঘোষ দস্তিদারের হাত থেকে দলীয় পতাকা নিয়ে আইএসএফ ছেড়ে তৃণমূলে যোগদান বৃহস্পতিবার।

■ বৃহস্পতিবার হাওড়ার ২১ নং ওয়ার্ডে নিজের এলাকা উন্নয়ন তহবিলের টাকায় ৬১টি পথবাতি উদ্বোধন করলেন ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী মনোজ তিওয়ারি। উপস্থিত ছিলেন শিবপুর কেন্দ্র তৃণমূল সভাপতি মহেন্দ্র শর্মা, সাধারণ সম্পাদক বিপ্লব দে, ২১ নং ওয়ার্ড তৃণমূলের সভাপতি পারমিতা কুণ্ডু-সহ অন্যরা।

রাজ্য
13 June, 2025 • Friday • Page 6 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আদালতের নির্দেশ ছিল স্ত্রীকে প্রতিমাসে দিতে হবে খোরপোশ। সে নির্দেশ না মানায় বিজেপি নেতা প্রদ্যুৎ মণ্ডলকে গ্রেফতার করল বাগদা থানা। ধৃত প্রদ্যুৎ বাগদা থানার সিন্দ্রানী পঞ্চায়েতের বিরোধী দলনেতা

আইএনটিটিইউসি'তে যোগ দিলেন কেশোরাম রেয়নের তিনশো শ্রমিক

সংবাদদাতা, হুগলি : হুগলি শ্রীরামপুর সাংগঠনিক জেলার অন্তর্গত বিখ্যাত কেশোরাম রেয়ন কারখানা। সেখানকার বদলি শ্রমিকেরা অন্যান্য ট্রেড ইউনিয়নের সদস্য ছিলেন। বৃহস্পতিবার সেই সব সংগঠন ছেড়ে তিন শতাধিক বদলি শ্রমিক তৃণমূল কংগ্রেসের শ্রমিক সংগঠন আইএনটিটিইউসি'তে যোগ দিলেন। কেশোরাম রেয়ন, চন্দ্রাহাটি এলাকায়। বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠন থেকে প্রায় তিনশো শ্রমিক এদিন তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত হলেন। তাঁদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দিলেন হুগলি জেলা তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের সভাপতি মনোজ চক্রবর্তী। যোগদানকারীরা জানালেন, তাঁরা আইএনটিটিইউসি'র ছাতার তলায় এসে শ্রমিকস্বার্থে লড়াই করবেন।

■ কর্মীদের হাতে পতাকা তুলে দিলেন শ্রমিক নেতা মনোজ চক্রবর্তী।

পিছিয়ে থাকা পঞ্চায়েতগুলির জন্য এবার গড়ে উঠছে 'লার্নিং সেন্টার'

প্রতিবেদন : উন্নয়ন এবং নাগরিক পরিষেবা-সহ একাধিক দিক থেকে এগিয়ে থাকা পঞ্চায়েতগুলি এবার 'লার্নিং সেন্টার' গড়ে তুলে পিছিয়ে থাকা পঞ্চায়েতগুলিকে প্রশিক্ষণ দেবে। ইতিমধ্যেই রাজ্য জুড়ে শতাধিক এমন গ্রাম পঞ্চায়েতকে চিহ্নিত করা হয়েছে যারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে।

এই উদ্যোগে পিছিয়ে থাকা ও দুর্বল পঞ্চায়েতের জনপ্রতিনিধিদের দুই থেকে তিনদিনের জন্য এই লার্নিং সেন্টারে পাঠানো হবে। সেখানেই থেকে তাঁরা শিখবেন কীভাবে উন্নয়নের কাজ পরিচালনা করা যায় এবং পঞ্চায়েত স্তরে পরিষেবা প্রদানের মান উন্নত করা যায়। প্রশিক্ষণ শেষে জনপ্রতিনিধিরা ফিরে গিয়ে নিজেদের পঞ্চায়েতে সেই মডেল অনুসরণ করে কাজ করবেন।

লার্নিং সেন্টার হওয়া পঞ্চায়েত এলাকায় অতিথি জনপ্রতিনিধিদের থাকার জন্য হোম-স্টের মতো ব্যবস্থাও করা হবে স্থানীয় গ্রামবাসীদের বাড়িতে। প্রশিক্ষণ, থাকা ও খাওয়ার সমস্ত খরচ বহন করবে ওই লার্নিং সেন্টার পঞ্চায়েত। পঞ্চায়েত দফতরের তরফে জানানো হয়েছে, এই পদ্ধতিতে 'গুরু' পঞ্চায়েতগুলি হবে মডেল। যারা ইতিমধ্যেই রাজ্য বা কেন্দ্রীয় স্তরে পুরস্কৃত হয়েছে, তাদের অভিজ্ঞতা অন্যদের কাজে লাগবে বলেই এই পরিকল্পনা। দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম বর্ধমান-সহ একাধিক জেলায় এই ধরনের লার্নিং সেন্টার গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত হয়েছে। প্রত্যেক জেলা প্রশাসনকে বলা হয়েছে, যেসব পঞ্চায়েতে লার্নিং সেন্টার হবে, তাদের পক্ষ থেকে ডিপিআর, পরিকল্পনা এবং প্রস্তাব তৈরি করে দফতরে জমা দিতে হবে। এই পুরো প্রক্রিয়া বাস্তবায়িত হচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকারের 'রাষ্ট্রীয় গ্রাম স্বরাজ অভিযান' প্রকল্পের আওতায়। কেন্দ্রের তরফে প্রত্যেক জেলাকে একটি স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিওর (এসওপি) পাঠানো হয়েছে, যেখানে বলা হয়েছে কীভাবে লার্নিং সেন্টার পরিচালনা করতে হবে।

প্রশিক্ষণের বিষয়গুলির মধ্যে থাকবে গ্রাম পঞ্চায়েত ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান তৈরি, জীবিকা উন্নয়ন, দৈনন্দিন প্রশাসনিক কাজ, কম খরচে উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন, শিশুবান্ধব গ্রাম গড়ে তোলা এবং স্বাস্থ্যকর পরিবেশ নিশ্চিত করা ইত্যাদি। এই উদ্যোগের লক্ষ্য, রাজ্যের প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েতকে স্বনির্ভর ও দক্ষ করে গড়ে তোলা এবং সামগ্রিক ভাবে পঞ্চায়েত স্তরের প্রশাসন ও পরিষেবা ব্যবস্থার মানোন্নয়ন ঘটানো।

পিএম কেয়ার্স ফান্ডে দুর্নীতি

প্রতিবেদন : করোনাকালে কেন্দ্রীয় সরকারের 'পিএম কেয়ার্স ফান্ড'এও বড়সড় দুর্নীতি! বিভিন্ন হাসপাতালে ভেন্টিলেটর কেনার নামে কোটি টাকার নয়ছয়! তৃণমূল সাংসদ সাকেত গোখেল এক্স মাধ্যমে তথ্যপ্রমাণ-সহ সেই দুর্নীতি সামনে এনেছেন। সাংসদ লিখেছেন, কোভিডকালে এই পিএম কেয়ার্স ফান্ডে দেশ-বিদেশ থেকে কোটি-কোটি টাকা উঠেছিল। কিন্তু সেই তথ্য বিজেপি সরকার কখনও প্রকাশ করেনি। পিএম কেয়ার্স ফান্ড আসলে বিরাট দুর্নীতি। নাহলে সরকারি হাসপাতালে ১.৫ লক্ষ টাকার ভেন্টিলেটর কিনতে ৪.২ লক্ষ টাকা ব্যয় হল কেন? বহুমূল্য এই ভেন্টিলেটরও কীভাবে ত্রুটিপূর্ণ হয়? প্রধানমন্ত্রী জনগণের থেকে কোটি টাকা অনুদান নিয়ে ব্যক্তিগত সম্পত্তি করেছেন।

জখম কিশোরের স্বাস্থ্যসাথী কার্ড করিয়ে দিলেন পুরপ্রধান

সংবাদদাতা, কোন্নগর: স্বাস্থ্যসাথী কার্ড না থাকায় চিকিৎসা থমকে ছিল কোন্নগরের আম পাড়তে গিয়ে আক্রান্ত কিশোরের।

বৃহস্পতিবার কোন্নগর পুরসভার চেয়ারম্যান নিজের গাড়িতে করে শ্রীরামপুর মহকুমা শাসকের দফতরে নিয়ে গিয়ে স্বাস্থ্যসাথী কার্ডের ব্যবস্থা করে দিলেন কিশোরের। অন্যের গাছে আম পাড়ার অপরাধে এক কিশোরকে মারধরের অভিযোগ উঠেছিল কোন্নগরে।

এক সপ্তাহ হয়ে গেলেও এখনও অধরা অভিযুক্ত। আক্রান্ত কিশোরের কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে প্রাথমিক চিকিৎসা হয়। বর্তমানে সে বাড়িতে থাকলেও তার ভাল চিকিৎসার প্রয়োজন। আর্থিকভাবে দুর্বল কিশোরের পরিবারের স্বাস্থ্যসাথী কার্ড না থাকায় উন্নত চিকিৎসা সে পাচ্ছিল না। এবার তার পাশে দাঁড়ালেন কোন্নগর পুরসভার চেয়ারম্যান স্বপন দাস। আক্রান্ত কিশোর সোনম ডোম জানায়, সে আম পাড়তে গেলে তাকে ওই বাড়ির পরিচারিকার ছেলে পেশায় টোটোচালক ঘুসি মারে চোখে।

■ জখম কিশোর ও তাঁর পরিবারের সঙ্গে কোন্নগরের পুরপ্রধান স্বপন দাস।

হেফাজতে শ্বেতা

সংবাদদাতা, হাওড়া : আদালত চত্বরে সোদপুরের এক তরুণীকে নির্যাতন-কাণ্ডে মূল অভিযুক্ত শ্বেতা খানকে নিয়ে যেতেই তুমুল উত্তেজনা। তাকে দেখেই মেজাজ হারালেন স্থানীয়রা। প্রিজন ভ্যানে চড়-থাপ্পড় মারতে শুরু করে ক্ষিপ্ত জনতা। আলিপুর থেকে ধৃত মূল অভিযুক্ত শ্বেতা খানকে কড়া পুলিশি প্রহরায় বৃহস্পতিবার দুপুরে হাওড়া আদালতে তোলা হয়। বিচারক তাকে ৮ দিনের পুলিশি হেফাজতে পাঠান। এই সময় শ্বেতাকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখান বাঁকড়া অঞ্চল তৃণমূল কর্মীরা। তাঁদের অভিযোগ, সমাজমাধ্যমে বিভিন্ন ছবি পোস্ট করে দলকে কালিমালিপ্ত করেছেন শ্বেতা খান। তিনি দলের কেউ নন।

চূড়ান্ত অসভ্যতা, পুলিশকে চটি ছুঁড়ে মারলেন সুকান্ত

প্রতিবেদন : একটার পর একটা ঘটনা আর তাতে বিজেপির কুকীর্তি সামনে আসছে। এবার আন্দোলনের নামে অভব্য আচরণ ও জুতো ছুঁড়ে মারার মতো ন্যক্কারজনক ঘটনা ঘটালেন বিজেপির ট্রেনি রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। বৃহস্পতিবার মহেশতলায় যাওয়ার চেষ্টা করলে জিঞ্জিরাবাজারে তাঁর গাড়ি আটকে দেয় পুলিশ। পরিস্থিতি সামাল দিতে রবীন্দ্রনগর এলাকায় ১৬৩ ধারা জারি রয়েছে। যেকোনওরকম অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে কোনও রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিকেই পুলিশ সেখানে পৌঁছতে দিচ্ছে না।

এরপরেই পুলিশের বাধা পেয়ে সেখান থেকে সোজা মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির দিকে যেতে গেলে, কালীঘাট ঢোকার মুখেই বিজেপির রাজ্য সভাপতি-সহ দলের অন্য নেতা-কর্মীদের গ্রেফতার করে পুলিশ। ইতিমধ্যেই বিজেপি নেতৃত্বের একটি ভিডিও নেট দুনিয়ায় ভাইরাল। সেখানে দেখা যাচ্ছে গাড়িতে ওঠার সময়, সুকান্ত মজুমদার একটি চটি ছুঁড়ে মারে ডিউটিরত পুলিশ আধিকারিকদের দিকে। আর সেটা গিয়ে লাগে পাগড়ি পরা এক পুলিশ আধিকারিকের মাথায় যা অত্যন্ত নিন্দনীয় ও অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয়। সুকান্তর এহেন আচরণে নিন্দায় সরব হয়েছে গোটা রাজনৈতিক মহল। দায়িত্বপ্রাপ্ত একজন পুলিশ আধিকারিকের এভাবে সম্মানহানি করা যায় কি? প্রসঙ্গত, পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, রবীন্দ্রনগর ও নাদিয়াল থানা এলাকায় বুধবারের অশান্তির ঘটনায় এখনও পর্যন্ত ৪০ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। সবমিলিয়ে মোট ৭টি মামলা রুজু করা হয়েছে। এদিন সুকান্ত মজুমদারের এই ন্যক্কারজনক আচরণের নিন্দা করে এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করে তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্ব। লেখা হয়, 'বিজেপির ঘৃণার কোনও সীমা নেই, এমনকী যখন এটি একটি গোটা সম্প্রদায়কে উপহাস করার বিষয় আসে তখনও নয়। প্রথমে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী একজন পাগড়ি পরা পুলিশ অফিসারকে 'খালিস্তানি' বলে আখ্যা দেন। এবার, তাদের রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার একজন কর্তব্যরত অফিসারের পাগড়িতে চটি ছুঁড়ে মারেন। এটি প্রতিটি শিখ, প্রতিটি উর্দিধারী অফিসার, মর্যাদা ও শালীনতায় বিশ্বাসী প্রতিটি ভারতীয়ের অপমান। ক্ষমতার নেশায় মত্ত, অহংকারে অন্ধ এবং ঘৃণায় উজ্জীবিত বিজেপি জনপ্রতিনিধি হওয়ার যোগ্যতা রাখে না। বিজেপি এটাই। তাদের কাছে মানবিকতা, মূল্যবোধের কোনও গুরুত্ব নেই। তাঁরা শুধুমাত্রই সহিংসতায় বিশ্বাসী।

স্বচ্ছ ভোটার তালিকাই প্রধান অস্ত্র, বার্তা কাকলির

সংবাদদাতা, মধ্যমগ্রাম : স্বচ্ছ ভোটার তালিকাই প্রধান অস্ত্র। বারাসত সাংগঠনিক জেলায় পুনরায় তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হওয়ার পর বুধবার দলীয় কর্মসূচিতে এমনই বার্তা দিলেন ডাঃ কাকলি ঘোষ দস্তিদার। সাংসদ বলেন, ভোটার তালিকাকেই সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে। ডাঃ কাকলি ঘোষ দস্তিদার ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বারাসত সাংগঠনিক জেলা মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রী স্বপ্না বসু, বিধায়ক জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক, তাপস চট্টোপাধ্যায়, রহিমা মণ্ডল, মধ্যমগ্রামের পুরপ্রধান নিমাই ঘোষ, বারাসতের পুরপ্রধান অশনি মুখোপাধ্যায়, হাবড়ার পুরপ্রধান নারায়ণ সাহা, বারাসত শহর তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি অরুণ ভৌমিক, জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ মফিদুল হক শাহাজী, হালিমা বিবি সহ অন্যরা। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে ধন্যবাদ জানিয়ে কাকলি ঘোষ দস্তিদার বলেন, কর্মীরাই দলের সম্পদ। ব্যক্তিগত ঝামেলা ভুলে একসঙ্গে কাজ করে দলকে শক্তিশালী করতে হবে। দল শক্তিশালী হলেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চতুর্থবারের জন্য মুখ্যমন্ত্রী হবেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী না হলে আমাদের কারও অস্তিত্ব থাকবে না। সেই কারণে ভোটার লিস্টের পাশাপাশি রাজ্যের জনমুখী প্রকল্প ও কেন্দ্রের বঞ্চনা মানুষের বাড়ি বাড়ি গিয়ে তুলে ধরতে হবে। সাংসদ বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো মুখ্যমন্ত্রী সারা পৃথিবীতে মিলবে না। তিনি শুধু দলনেত্রী নন, ঈশ্বরের দূত। আমাদের যুব সম্পদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেনাপতিত্বে আর কর্মীদের নিরলস প্রচেষ্টায় আমরা চতুর্থবারের জন্য সরকার গঠন করব। যেখানে খামতি আছে বিশ্লেষণ করে সেখানে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে। জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক বলেন, কাউকে অসম্মান করা যাবে না। সকলকে সম্মান দিয়ে কাছে টেনে নিতে হবে। নিজেদের কোনও ভুল থাকলে ক্ষমা চেয়ে মানুষের পাশে দাঁড়াতে হবে। এবারের বিধানসভা নির্বাচন খুব কঠিন। তাই সবাই একযোগে লড়াই করলে বিজেপি আর মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নেতৃত্বে সরকার গঠন না করতে পারলে আমাদের কোনও দাম থাকবে না।

■ বারাসতের সভায় জেলা সভাপতি তথা সাংসদ ডাঃ কাকলি ঘোষ দস্তিদার। ছিলেন জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক-সহ নেতৃবৃন্দ।

অস্বাভাবিক মৃত্যু **সংবাদদাতা, বসিরহাট:** বিয়ের ২১ দিনের মাথায় শ্বশুরবাড়িতে এসে অস্বাভাবিক মৃত্যু যুবকের। ঘটনায় নববধূর পরিবারের দিকে আঙুল তুলেছে মৃতের পরিবার। বসিরহাট থানার জিরাকপুরের খাঁ পাড়ার ঘটনা। মৃতের নাম কৌশিক জোয়ারদার (২৮)। গত ১৪ মে কৌশিকের সঙ্গে জিরাকপুরের খাঁ পাড়ার বাসিন্দা দীপপ্রিয়া রায়ের বিয়ে হয়।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমার বাংলা

13 June, 2025 • Friday • Page 7 || Website - www.jagobangla.in

৭
১৩ জুন ২০২৫
শুক্রবার

ভয়াবহ দুর্ঘটনায় নিহত ২৫০

(প্রথম পাতার পর)

পরে ক্রমশ নিচে নামছে। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই দেখা যায় বহুতলের মাথার উপর এসে পড়েছে। এরপরেই বিরাট বিস্ফোরণের শব্দ এবং আগুনের কুণ্ডলী। আসে দমকল, পুলিশ এবং উদ্ধারকারী দল। বিমানের একটি অংশ দেখা যায় বহুতলে ভেঙে আটকে রয়েছে। বাকি অংশটি ভেঙে আগুনে ছারখার হয়ে গিয়েছে। যে বীভৎস দুর্ঘটনা ঘটেছে তাতে বিমানের ২৪২ জন যাত্রীর কারওরই বেঁচে থাকার সম্ভাবনা ছিল না। তবে একজনের কার্যত অক্ষতভাবে বেঁচে যাওয়াটা সকলেই মিরাকল হিসেবে দেখছেন। মৃতদের শরীর এমনভাবে পুড়ে গিয়েছে যে অধিকাংশকেই চিহ্নিত করা যাচ্ছে না। সমস্ত দেহ প্রায় ছিন্নভিন্ন, ঝলসে গিয়েছে। এলাকায় যাঁরা মারা গিয়েছেন সেই সংখ্যা নিয়ে তথ্যতালাশ শুরু হয়েছে।

কীভাবে দুর্ঘটনা : আমেদাবাদ বিমানবন্দর থেকে ওড়ার সময় বিমানটি জ্বালানি ভর্তি করে নিয়েছিল। দুর্ঘটনার পরেই কেউ কেউ বলতে থাকেন, ভর্তি জ্বালানির কারণেই দুর্ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু বিশেষজ্ঞরা সেটি উড়িয়ে দিয়েছেন। তার কারণ, যে কোনও দূরপাল্লার উড়ানে জ্বালানি ভর্তি করে নেওয়াটাই রীতি। প্রশ্ন, তাহলে যান্ত্রিক ত্রুটি না পাখির ডানার সংস্পর্শে এসে দুর্ঘটনা? স্পষ্ট করে এখনই কিছু বলতে পারেনি ডিজিসিএ। ব্ল্যাক বক্স উদ্ধার হয়েছে। সেটি অ্যানালিসিস করার পরেই দুর্ঘটনার আসল কারণ জানা যাবে। প্রশ্ন উঠেছে, বিমানটি কত বছরের পুরনো ছিল এবং তা ওড়ার জন্য যথাযথ অবস্থায় ছিল কি না সে নিয়েও।

মে-ডে কল : জানা গিয়েছে, বিমান ওড়ার পরেই পাইলট এটিসির সঙ্গে মে-ডে কলের মাধ্যমে যোগাযোগের চেষ্টা করেন। এটা জরুরি সংকেত। যা রেডিও মাধ্যমে করা হয়। তিনবার মে-ডে বলার অর্থ, বিমান চরম বিপদের মুখে পড়েছে। কিন্তু এটিসি পাল্টা পাইলটের লাইন ক্লিয়ার পায়নি। কী কারণে, তার তদন্ত হবে। কিন্তু দেশের ইতিহাসে সাম্প্রতিক এমন ভয়াবহ বিমান দুর্ঘটনা এর আগে হয়নি।

উদ্ধারকাজ : ঘটনার ভয়াবহতা এতটাই মানুষকে গ্রাস করেছিল যে উদ্ধারকাজ শুরু করতে সময় লেগেছিল। স্থানীয়রাই প্রথম খবর দেয়। কিন্তু আগুন এতটাই বীভৎস ছিল যে দমকলের ২০টি গাড়ি এনেও সামাল দিতে হিমশিম খেতে হয়েছে। বিমানটি ভেঙে পড়ে বিজে মেডিক্যাল কলেজের ইউজি হস্টেলের ছাদে। ফলে সেখানকারও বহু পড়ুয়া এই ঘটনার বলি হয়েছেন তা বলাই বাহুল্য। বহু আহতকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। অনেকেই আশঙ্কাজনক। এলাকা রীতিমতো ধ্বংসস্তূপ এবং বিমানটি পুড়ে ছারখার হয়ে গিয়েছে। অধিকাংশ দেহ পুড়ে যাওয়ায় দেহ শনাক্তকরণ করা সবচেয়ে কঠিন বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। হেল্পলাইন চালু করা হয়েছে, নম্বর ১৮০০৫৬৯১৪৪৪। উদ্ধারকাজে নামে স্থানীয় পুলিশ-প্রশাসন ও এসডিআরএফ। পৌঁছয় এনডিআরএফ-ও। যাঁদের মধ্যে ছিলেন ৯০ জন সেনা।

এয়ার ইন্ডিয়া জানাল : গোটা ঘটনার জন্য দুঃখপ্রকাশ করে এয়ার ইন্ডিয়ার চেয়ারম্যান লিখিত বিবৃতিতে বলেছেন, দ্রুত উদ্ধারকাজ চলছে। আহতদের হাসপাতালে পাঠানো হচ্ছে। পরিস্থিতি সামাল দিতে সবরকমের ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে বলে জানায়। সংস্থার পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয়েছে, নিহতদের প্রত্যেকের পরিবারকে ১ কোটি টাকা করে ক্ষতিপূরণ দেবে টাটা গোষ্ঠী। গড়ে দেওয়া হবে বিজে মেডিক্যাল কলেজও। এছাড়া আহতদের চিকিৎসার খরচও সংস্থা বহন করবে।

স্বচ্ছ তদন্ত চাই : কী কারণে দুর্ঘটনা? এনিয়ে নানা মহলে নানা মত। কেউ বলছেন ইঞ্জিনে লেগেছিল পাখির ধাক্কা। কেউ বলছেন অত্যাধিক বেশি জ্বালানি নেওয়া হয়েছিল। অন্তর্ঘাতের অভিযোগও উঠে এসেছে। আবার ওই বিমানটির আগের ফ্লাইটের যাত্রী সোশ্যাল মিডিয়াতে ভিডিও পোস্ট করে জানিয়েছেন এসিতে গন্ডগোল ছিল। এমারজেন্সি ফোনকল হচ্ছিল না। বিমানের নেটওয়ার্ক কাজ করছিল না। এক্স-হ্যান্ডেলে অভিযোগও জানিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু তারপরেও ব্যবস্থা যে নেওয়া হয়নি তার প্রমাণ এই দুর্ঘটনা। ফলে স্বচ্ছ তদন্তের দাবি উঠেছে। দোষী কে বা কারা তা জানাতে হবে। ২৬৫ জনের বেশি মানুষের ঝলসে মৃত্যুর দৃশ্য দেশবাসীকে সন্ত্রস্ত করে তুলেছে।

দল পাঠাচ্ছে ব্রিটেন : ভয়াবহ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ৫৩ জন ব্রিটিশ নাগরিকের। ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী ভয়াবহ দুর্ঘটনার তদন্তের জন্য বিদেশ সচিবের নেতৃত্বে একটি তদন্তকারী দল পাঠাচ্ছেন।

মর্মান্তিক তিন দুর্ঘটনা : আমেদাবাদের আগে দেশের মাটিতে তিনটি বড় দুর্ঘটনা ঘটেছে। ২০১০-এর ২২ মে। দুবাই থেকে আসা বোয়িং বিমান ম্যাঙ্গালোরে রানওয়ে থেকে ছিটকে গিয়ে পাহাড়ের ঢালে গড়িয়ে যায়। মৃত্যু হয় ১৫৮ জনের। ১৯৭৮ সালের ১ জানুয়ারি বম্বে থেকে দুবাই যাচ্ছিল এয়ার ইন্ডিয়ার ফ্লাইট ৮৫৫। টেক অফের ২ মিনিটের মধ্যে বান্দ্রা থেকে ৩ কিমি দূরে আরব সাগরে ভেঙে পড়ে। ২১৩ জন যাত্রীর মৃত্যু হয়। ১৯৮৬ সালের ১২ নভেম্বর দিল্লি থেকে সৌদি আরবের ধাহরান যাচ্ছিল সৌদি ফ্লাইট ৭৬৩। আকাশপথেই হরিয়ানার দাদরি শহরের উপর কাজাখস্তান থেকে ফেরা একটি উড়ানের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। মৃত্যু হয় ৩৪৯ জনের। ভারতে এটাই সবচেয়ে বড় দুর্ঘটনা। মৃত্যুসংখ্যার দিক থেকে তারপরেই আমেদাবাদের দুর্ঘটনা।

এই ভয়াবহ দুর্ঘটনার দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকার এড়িয়ে যেতে পারে না। দুর্ঘটনার পর আমেদাবাদ বিমানবন্দর কার্যত বিকল হয়ে পড়ে। উড়ান বন্ধ ছিল দীর্ঘক্ষণ। প্রধানমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর রাজ্যেই এই দুর্ঘটনা। অসামরিক পরিবহণের দায়িত্বও কেন্দ্রীয় সরকারের। ফলে প্রধানমন্ত্রী কিংবা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী— কেউই এর দায় কিংবা দায়িত্ব এড়াতে পারেন না। সন্ধ্যায় আমেদাবাদ আসেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। ঘটনাস্থল এবং হাসপাতালে যান। প্রধানমন্ত্রী যে এখনই আসছেন না সেটাও বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে।

লন্ডনে নতুন জীবন শুরু করতে গিয়ে সপরিবারে ৫ জনের জীবনই স্তব্ধ হল

প্রতিবেদন : প্রতীক ও কামিনী যোশী। প্রতীক সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার। কামিনী চাকরি করতেন উদয়পুরে। স্বপ্ন ছিল লন্ডনে দু'জনেই পরিবার নিয়ে একসঙ্গে থাকবেন। তার জন্য দু'জনেরই চেষ্টার অন্ত ছিল না। মঙ্গলবারই সেই চেষ্টা সফল হয়। কামিনী চাকরি ছাড়েন। কাগজপত্রের সমস্ত ঝামেলা মিটিয়ে প্রতীক ও কামিনী বৃহস্পতিবার বিমানে চাপেন অনাবিল এক আনন্দ নিয়ে। প্রিয়জনদের বিদায় জানান। বিমানে চেপে তিন সন্তান মিরায়া, নকুল আর প্রদ্যুতকে নিয়ে সেলফি তোলেন। কিন্তু ওটাই ছিল যোশী পরিবারের শেষ সেলফি। দুর্ঘটনায় সব শেষ। মৃত্যুর পর তাদের দেহগুলো চেনা যাচ্ছিল না। প্রতীক ও কামিনীর স্বপ্ন বাস্তবতই পুড়ে ছারখার। এভাবে আরও কতজনের স্বপ্ন শেষ হয়ে গেল আমেদাবাদের বিমান দুর্ঘটনায়।

মৃত্যুর আগে শেষ সেলফি। এয়ার ইন্ডিয়ার বিমান তখনও ওড়েনি। প্রতীক, কামিনী ও তিন সন্তানের আনন্দের সেলফি।

আগের ফ্লাইটের যাত্রী বিমানের ত্রুটির কথা জানান

(প্রথম পাতার পর)

আমেদাবাদ যাত্রার সময়ই ওই বিমানে যান্ত্রিক ত্রুটি দেখা দিয়েছিল। বিমানের বাতানুকূল যন্ত্র ঠিকমতো কাজ করছিল না। যাত্রীরা হাতের সামনে যা পেয়েছেন তাই দিয়েই নিজেরা হাওয়া করেছেন। এছাড়াও বিমানের বাঁদিকের ডানাতেও সমস্যার কথা জানিয়েছেন আকাশ। তাঁর ওই ডানা দেখে অস্বাভাবিক লেগেছিল। এখানেই শেষ নয়, আমেদাবাদ পৌঁছনোর মুহূর্তে পাইলট ল্যান্ডিংয়ের ঘোষণা করার সময়ও কিছু সমস্যার কথা জানিয়েছিলেন বলে দাবি ওই যাত্রীর। সব মিলিয়ে রহস্য আরও ঘনীভূত হচ্ছে। ইতিমধ্যেই ডিজিসিএ-র কাছে আকাশ আবেদন করেছেন তারা যেন তাঁর সঙ্গে কথা বলে।

কলেজ হস্টেলে ঢুকে গিয়েছে বিমান। ডানদিকে বিমানের পোড়া চাকা।

বিমান দুর্ঘটনায় সাধের গাড়িও চেনা মুশকিল। বৃহস্পতিবার। আমেদাবাদ।

আহতদের আনা হয়েছে আমেদাবাদের সিভিল হসপিটালে।

মৃত্যুঞ্জয়ী রমেশ

(প্রথম পাতার পর)

ভর্তি হওয়ার ছবি প্রকাশ্যে আসে। সঙ্গে তাঁর বিমান টিকিটও। এয়ার ইন্ডিয়ার এই ঘটনা দেশে তো বটেই, গোটা বিশ্বে চর্চিত। তার সঙ্গে চর্চায় রমেশ বিশ্বাসকুমারের বেঁচে যাওয়ার ঘটনাও। যা আলোচনায় থাকবে বহুকাল।

সাজানো হস্টেল আগুনে পুড়ে ছাই। বৃহস্পতিবার বিজে মেডিক্যাল কলেজের আগুন নেভাতে ব্যস্ত দমকলকর্মীরা।

বেঁচে ফেরার কাহিনি

প্রতিবেদন : এও এক বেঁচে যাওয়ার গল্প। তবে তা রাস্তায় ট্রাফিক জ্যামের জন্য। ভূমিকা চৌহান, যিনি অভিশপ্ত লন্ডনগামী বিমানের যাত্রী ছিলেন। কিন্তু আমেদাবাদের রাস্তায় প্রচণ্ড ট্রাফিক জ্যামে আটকে পড়ায় মাত্র ১০ মিনিটের জন্য উড়ান ধরতে পারেননি। আর এই ১০ মিনিটের দেরিই জীবন বাঁচিয়ে দিল ভূমিকা চৌহানের। আর এই পুনর্জন্ম পেয়ে শিহরিত তিনি নিজের বেঁচে ফেরার কথা ভাগ করেন সোশ্যাল মিডিয়ায়। বিমান ধ্বংসের পরেও বিস্ময়করভাবে বেঁচে যাওয়া রমেশ বিশ্বাসকুমারের মতো ভূমিকাও আজীবন মনে রাখবেন এই দিনটিকে।

আমার বাংলা
13 June, 2025 • Friday • Page 8 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

কেন্দ্রীয় বঞ্চনার প্রতিবাদে মহামিছিল

মালদহ

সংবাদদাতা, মালদহ : পশ্চিমবঙ্গে ভোটের রাজনীতিতে পেরে উঠতে না পেরে প্রতিহিংসার রাজনীতিকে বেছে নিয়েছে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার। তাই আবাস যোজনা, ১০০ দিনের কাজ ইত্যাদি একাধিক প্রকল্পে বরাদ্দ বন্ধ করে দিয়েছে কেন্দ্র সরকার। অথচ বিজেপি-শাসিত রাজ্যগুলিকে দেদার অর্থ বরাদ্দ করছে তারা। শুধু তাই নয়, ধর্মীয় মেরুকরণের মাধ্যমে মানুষের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করছে বিজেপি। রাজ্যকে অশান্ত করে তুলতে চাইছে। এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে প্রতিবাদ মিছিল করল মালদহ জেলা তৃণমূল কংগ্রেস।

এদিন মালদহ কলেজ মাঠে প্রতিবাদসভা অনুষ্ঠিত হয়। ছিলেন তৃণমূল রাজ্য সহসভাপতি জয়প্রকাশ মজুমদার, মালদহ জেলা তৃণমূল সভাপতি আবদুর রহিম বক্সি, চেয়ারম্যান চৈতালি সরকার, বিধায়ক সমর মুখোপাধ্যায়, সাবিত্রী মিত্র, মালদহ জেলা পরিষদের সভাধিপতি লিপিকা বর্মন ঘোষ, কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরি, প্রতিভা সিং প্রমুখ। সভা শেষে শুরু হয় প্রতিবাদ মিছিল। মালদহ কলেজ মাঠ থেকে মিছিল শুরু হয়ে গৌড় রোড মোড় হয়ে ফোয়ারা মোড়ে শেষ হয়। মিছিল শেষেও পথসভা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে বক্তব্য পেশ করেন তৃণমূলের মালদহ জেলা নেতৃত্ব। সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে জয়প্রকাশ জানান, কেন্দ্রীয় বঞ্চনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ মিছিল। এই প্রতিবাদ মিছিলে হাজার হাজার তৃণমূল কর্মী-সমর্থক যোগদান করেন। ২০২৬-এর নির্বাচনে মালদহে ১২টি আসনেই জয়ী হবে তৃণমূল, এমনটাই দাবি করেন জয়প্রকাশ।

■ মহামিছিলে জয়প্রকাশ মজুমদার, আবদুর রহিম বক্সি, চৈতালি সরকার, সাবিত্রী মিত্র, কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরি প্রমুখ।

কৃতী ভারোত্তোলক মায়ার পাশে অভিজিৎ

■ মায়াকে সংবর্ধনা দিচ্ছেন অভিজিৎ দে ভৌমিক

সংবাদদাতা, কোচবিহার : কোচবিহারের কৃতী খেলোয়াড় মায়া রায়ের পাশে দাঁড়াল তৃণমূল কংগ্রেস। কোচবিহারের মধুপুরে মায়ার বাড়িতে এর আগে গিয়ে আর্থিকভাবে সাহায্যের পাশাপাশি তাঁকে উৎসাহ দিয়েছিলেন তৃণমূল জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক। এবারে থাইল্যান্ড থেকে সেরার শিরোপা নিয়ে কোচবিহারে ফেরার পরে মায়াকে সংবর্ধনা দিলেন অভিজিৎ, জেলা পার্টি অফিসে। পাওয়ার লিফটিং জাতীয় স্তরে সেরা হয়ে এবারে ওয়েট লিফটিংয়ের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন মায়া। মে মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে থাইল্যান্ডে দেশের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করে স্বর্ণপদক পেয়েছেন। ফুল পাওয়ার লিফটিং, বেঞ্চ পেস ও ডেড লিফটে প্রথম হয়েছেন। এবারে ওয়েট লিফটিংয়ের জন্য প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছেন। মায়া বলেন, আগেও আমার ওয়েট লিফটিংয়ের অভিজ্ঞতা ছিল। তবে মাঝে ওজন বেড়েছিল। এখন দুই কেজি ওজন কমাতে হচ্ছে ওয়েট লিফটিংয়ের জন্য। পাটনায় ওয়েট লিফটিং চাম্পিয়নশিপের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছি। মায়া থাইল্যান্ডে পাওয়ার লিফটিংয়ে অংশ নিতে যাওয়ার সুযোগ পেলেও বাধা হয়েছিল আর্থিক অনটন। কলকাতা-সহ জেলার উৎসাহী অনেকেই আর্থিক সাহায্য করেন।

৫ লক্ষের জাল টাকা

■ ফের জাল টাকা উদ্ধার মালদহে। ভারত-বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সীমান্তে পাঁচ লক্ষ টাকার জাল ভারতীয় টাকা উদ্ধার করে বিএসএফ। বৃহস্পতিবার সকালে বিএসএফের ৭১ ব্যাটালিয়নের অধীনে বর্ডার আউটপোস্ট শোভাপুরের জওয়ানরা বাংলাদেশের দিকে তিন চোরাকারবারির সন্দেহজনক গতিবিধি লক্ষ্য করে। ওরা বেড়ার কাছে পৌঁছে ভারতীয় ভূখণ্ডে একটি প্যাকেট ছুঁড়ে ফেলে। কর্তব্যরত জওয়ান সেটি উদ্ধার করেন। মোট পাঁচ লক্ষ টাকার জালনোট ছিল। সব ৫০০ টাকার নোট।

স্কুলে বিশেষ ছুটি

■ কয়েকদিন ধরেই গরমে পুড়ছে সমগ্র উত্তরবঙ্গ। পড়ুয়াদের কথা চিন্তা করে গতকাল বিধানসভায় বিষয়টি তুলেছিলেন বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল। সেই সূত্রেই তড়িঘড়ি দু'দিনের বিশেষ ছুটি ঘোষণা শিক্ষামন্ত্রীর। পড়ুয়াদের কথা ভেবেই বুধবার বিধানসভায় জিরো আওয়ারে প্রস্তাব তুলে গরমের জন্য কিছুদিনের জন্য বিদ্যালয়গুলি ছুটি দেওয়ার দাবি জানান সুমন।

মাঝরাতে হাতির হানা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে

সংবাদদাতা, আলিপুরদুয়ার : বুধবার গভীর রাতে একদল বুনো হাতি হানা দেয় আলিপুরদুয়ার ২ নম্বর ব্লকের চেপানি এলাকায় রায়ডাক নদীর তীরে অবস্থিত আলিপুরদুয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ক্যাম্পাসে। বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের ছিপড়ার জঙ্গল থেকে বারোটি হাতির একটি দল রায়ডাক পেরিয়ে কলেজের পাঁচিল ভেঙে ক্যাম্পাসে প্রবেশ করে। প্রচণ্ড গরমে আবাসিক পড়ুয়ারা বেশিরভাগই জেগে ছিলেন। আচমকা হাতির আওয়াজে ঘুম ভেঙে যায়। একসঙ্গে এতগুলো হাতিকে ক্যাম্পাসে প্রবেশ করতে দেখে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন তাঁরা। কর্তৃপক্ষ দ্রুত খবর দেন শামুকতলা থানায়। পুলিশ সঙ্গে সঙ্গে বন দফতরকে খবর দিলে, দুটি এলিফ্যান্ট স্কোয়াড ঘটনাস্থলে পৌঁছে হাতি তাড়ানোর কাজ শুরু করে। প্রায় এক ঘণ্টার চেষ্টায় ওই হাতির দলকে ক্যাম্পাস থেকে বের করতে পারেন বনকর্মীরা। হাতির দলটি রায়ডাক পেরিয়ে ফের ছিপড়ার জঙ্গলে ঢুকে যায়। যদিও হাতির দল কোনও ক্ষতি করেনি কলেজের। হাঁফ ছেড়ে বাঁচেন পড়ুয়া ও বনকর্মীরা।

তল্লাশির নামে বিএসএফের অত্যাচার, প্রতিবাদে অবরোধ

সংবাদদাতা, কোচবিহার : সাধারণ গ্রামবাসীদের হয়রানির অভিযোগ উঠেছে বিএসএফের বিরুদ্ধে। অযথা হয়রানির অভিযোগ তুলে দিনহাটা ২ ব্লকের চৌধুরিহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের ৩ নম্বর জায়গির বালাবাড়ি এলাকায় পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান স্থানীয়রা। বৃহস্পতিবার সকাল থেকে অবরোধ দুপুর পর্যন্ত চলে। স্থানীয়দের অভিযোগ, বিএসএফ জওয়ানরা তল্লাশির নামে সীমান্তবর্তী বাসিন্দাদের নিয়মিত হয়রানি করে। তাঁদের বাড়িতে আসা আত্মীয়-স্বজনরাও হয়রানির শিকার হচ্ছেন বলে তাঁদের দাবি। নুর হুদা খোন্দকার নামে এক বাসিন্দা বলেন, কিছু লোক চোরাচালানের সঙ্গে জড়িত থাকলেও, সেটার জন্য কেন সাধারণ মানুষদের ভুগতে হবে? পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে কথা বলার পর বিক্ষোভকারীরা অবরোধ তুলে নেন।

মাথাভাঙার গাদোপোতা হয়ে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত দিয়ে ভারতে প্রবেশের চেষ্টা করেছিল বাংলাদেশি দুষ্কৃতীরা। সেই চেষ্টা রুখে দেয় বিএসএফ। বৃহস্পতিবার শীতলকুচি গ্রাম পঞ্চায়েতের গাদোপোতা সীমান্ত দিয়ে পাঁচ বাংলাদেশি ভারতে ঢোকার চেষ্টা করছিল বলে অভিযোগ। জানা গিয়েছে, এ বিষয়ে বিজিবির সঙ্গে প্রাথমিক বৈঠক হয়েছে বিএসএফের। বিএসএফ পাহারায় থাকার পরেও কী করে বাংলাদেশি দুষ্কৃতীরা কাঁটাতারের কাছে এসেছে তা নিয়ে আতঙ্ক ছড়াচ্ছে।

■ দিনহাটায় পথ অবরোধে গ্রামবাসীরা।

দুই নদীতে স্নানে নেমে মৃত তিন

ব্যুরো রিপোর্ট : বালাসন ও ডায়না নদীতে চান করতে নেমে মৃত্যু হল একাধিক যুবকের। বন্ধুদের সঙ্গে শিলিগুড়ি সংলগ্ন পাহাড়ি অঞ্চল দুধিয়ার বালাসন নদীতে স্নান করতে গিয়ে প্রাণ গেল ফুলবাড়ির এক যুবকের। নাম কৌশিক ঘোষ ওরফে শুভ, বয়স ২৫। বুধবার ছয় বন্ধু মিলে স্নান করতে গিয়েছিল দুধিয়ায়। তাতেই তলিয়ে যান কৌশিক। বৃহস্পতিবার উদ্ধার হয় তাঁর দেহ। কৌশিকের বাড়ি ফুলবাড়ি ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের পশ্চিম ধনতলা গ্রামে।

ডুয়ার্সের দাবদাহ থেকে একটু স্বস্তি পেতে ডায়না নদীতে নেমেছিল কয়েকজন কিশোর ও যুবক। তাতেই জলে ডুবে মৃত্যু হল দু'জনের। আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি চার কিশোর। বৃহস্পতিবার, বানারহাট ব্লকের ডায়না নদীতে। বেলা ১১টা নাগাদ আমবাড়ি বাগানের ২২ বছরের যুবক যোগেশ বড়াইক ও তার এক বন্ধু স্নান করতে নামে। বন্ধু কোনওভাবে তীরে উঠতে পারলেও যোগেশকে বাঁচানো যায়নি। একই দিনে বিকেলে আরও এক মর্মান্তিক ঘটনা। সাড়ে তিনটা নাগাদ বানারহাট এলাকার পাঁচ কিশোর—সাহিল আনসারি (১৭), শিবপ্রসাদ শা (১৭), ইরসাদ আলি (১৫), ইরফান আলি (১৫) ও সাজিদ আনসারি (১৫) স্নানের জন্য ডায়না নদীতে নামে। বর্ষার কারণে নদী ছিল জলে টইটম্বুর। হঠাৎ সবাই স্রোতে ভেসে যায়। স্থানীয়রা দ্রুত চার কিশোরকে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠালেও, সাজিদকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। সাজিদ এক ইংরেজি মাধ্যম স্কুলের দশম শ্রেণির ছাত্র। বর্তমানে আহত চার কিশোর মাল সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। দু'জন আশঙ্কাজনক।

তপ্ত ডুয়ার্স শীতলতা খুঁজছে বানিয়া নদীর জলে

বিশ্বজিৎ চক্রবর্তী • আলিপুরদুয়ার

অস্বাভাবিক গরমে পুড়ছে ডুয়ার্স। হাঁসফাঁস অবস্থা সকলের। তাই একটু শীতলতার খোঁজে জঙ্গলের মাঝে নদীতে ডুব দিতে ভিড় জমাচ্ছেন চিলাপাতা বনাঞ্চল সংলগ্ন এলাকার মানুষজন। জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের চিলাপাতা জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে বয়ে গিয়েছে বানিয়া নদী। যে নদীতে এক সময় শুটিং হয়েছিল গৌতম ঘোষের সিনেমা 'মনের মানুষ'-এর। সেই বিখ্যাত বানিয়া নদীতে শীতল হতে ভিড় জমাচ্ছেন যুবক-বৃদ্ধ সকলেই। প্রথম দর্শনে মনে হতেই পারে যে, নদীতে কোনও তর্পণ জাতীয় কিছু অনুষ্ঠিত হচ্ছে। সামনে গেলেই দেখা যাবে, প্রচণ্ড গরমের হাত থেকে বাঁচতে বানিয়া নদীর শরণাপন্ন হয়েছেন বহু মানুষ। ডুয়ার্সের জঙ্গলের এই নদীতে স্নান করতেও ভিড় লক্ষ্য করা যাচ্ছে পর্যটক-সহ বিভিন্ন এলাকার যুবকদেরও। কোচবিহার জেলার বিভিন্ন জায়গা থেকেও মানুষ বেশি করে ভিড় করছেন। উত্তরবঙ্গে টানা কয়েকদিন ধরে বৃষ্টি নেই। তাপমাত্রা প্রায় ৪০ ডিগ্রি ছুঁই ছুঁই। তাই স্বস্তি পেতে নদীতে স্নান করতে নদীতে লাফাচ্ছেন অনেকেই। জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের চিলাপাতার বানিয়া নদীর পাশাপাশি বুড়ি নদীতেও স্নান করছেন অনেকেই। কিন্তু বুধবার দুপুর থেকে সংরক্ষিত বানাঞ্চলের ভেতরে ওই নদীতে ভিড় করে স্নান বন্ধ করে দিয়েছে বন দফতর।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমার বাংলা

13 June, 2025 • Friday • Page 9 || Website - www.jagobangla.in

৯
১৩ জুন ২০২৫
শুক্রবার

দুর্গাপুর সিটি সেন্টারের সামনে নজরুল ইসলাম সরণিতে নতুন পথবাতির উদ্বোধন হল বুধবার। ছিলেন নগর নিগমের প্রশাসকমণ্ডলীর চেয়ারপার্সন অনিন্দিতা মুখোপাধ্যায়, সদস্য ধর্মেন্দ্র যাদব, দীপঙ্কর লাহা, রাখি তেওয়ারি প্রমুখ

ওয়াটার বেল পড়তেই ক্লাসরুম ছেড়ে খুদেরা গেল শরবতের লাইনে

সংবাদদাতা, বিষ্ণুপুর : বাঁকুড়া জেলার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩৮ ডিগ্রি সেলসিয়াসের ঘরে। বাতাসের আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৭০ শতাংশ। সকাল থেকেই চড়া রোদ আর অস্বস্তিকর গরম। এই গরমে দুপুরে চলছে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির ক্লাস। তীব্র গরমের হাত থেকে পড়ুয়াদের সুরক্ষা দিতে অভিনব উদ্যোগ নিল বিষ্ণুপুর চৌকান সাঁওতাল প্রাথমিক বিদ্যালয়। স্কুলের নোটিশ বোর্ডে নোটিশ টাঙিয়ে জানানো হয়েছে, সাড়ে এগারোটার পর থেকে প্রতি আধ ঘণ্টা ছাড়া ছাড়া মোট ৬ বার ওয়াটার বেল বাজবে বাচ্চাদের জল খাওয়ার জন্য। দুপুর সাড়ে বারোটায় একটি ঘণ্টা বাজবে, লেবু-নুন-চিনির জল খাওয়ার জন্য। ছাত্রছাত্রীরা একটি ঘণ্টার শব্দ শুনেই বাইরে বেরিয়ে এসে অফিসরুমের সামনে নিজের নিজের গ্লাস হাতে নিয়ে লাইনে দাঁড়িয়ে পড়ছে। দিদিমণিরা তাদের গ্লাসে তুলে দিচ্ছেন শরবত। এই শরবত খেয়ে খুব খুশি বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা। স্কুলের শিক্ষিকা অর্চনা চৌধুরী নন্দী জানান, তীব্র গরমে বাচ্চাদের স্বাস্থ্যের কথা ভেবে এবং ডি-হাইড্রেশন ঠেকাতেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে স্কুলের তরফে।

উদ্ধার নিষিদ্ধ বাজি

সংবাদদাতা, কোলাঘাট : নিষিদ্ধ বাজি রুখতে তৎপর পুলিশ। বৃহস্পতিবার দুপুরে পূর্ব মেদিনীপুরের কোলাঘাট থানার পুলিশের তরফে প্রয়াগ গ্রামে অভিযান চালিয়ে উদ্ধার করা হয়েছে ২০০ কেজি নিষিদ্ধ বাজি ও বাজি তৈরির মশলা। জানা গিয়েছে, ওই গ্রামে কাঁচামাল এনে নিষিদ্ধ বাজি তৈরি চলছিল।

পচাগলা দেহ উদ্ধার

সংবাদদাতা, দুর্গাপুর : অজ্ঞাতপরিচয় এক মাঝবয়সী মহিলার পচাগলা দেহ উদ্ধার হল বৃহস্পতিবার দুর্গাপুর ইস্পাত নগরীর মার্কনি এলাকা থেকে। সকালে ওই এলাকায় কয়েকজন যুবক ছাগল চরাতে গিয়ে দেখেন মহিলার পচাগলা মৃতদেহটি। দুর্গাপুর থানার বি জোন ফাঁড়ির পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায় হাসপাতালে।

চিত্রায়ন আর্ট স্টুডিও আয়োজিত 'রামায়ণ' আর্ট এগজিবিশনের উদ্বোধনে সুজয় সাহা, গৌতম সাহার সঙ্গে স্টুডিওর ছাত্র-ছাত্রী ও প্রশিক্ষকরা। সল্টলেকের জিসি কমিউনিটি হলে প্রদর্শনী চলবে শুক্রবারও।

রঘুনাথপুরে বসবে ১৫টি সৌরবিদ্যুৎচালিত ও ৯টি গভীর নলকূপ

জলসমস্যা মেটাতে সাংসদের ১.২৭ কোটি

সংবাদদাতা, পুরুলিয়া : মুখ্যমন্ত্রীর গড়ে তোলা জঙ্গলসুন্দরী কর্মনগরী এলাকায় পানীয় জলের সংকট মেটাতে নিজের এলাকা উন্নয়ন তহবিল থেকে ১ কোটি ২৭ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা বরাদ্দ করলেন বাঁকুড়ার সাংসদ অরূপ চক্রবর্তী। সম্প্রতি তিনি বিস্তৃত প্রকল্প রিপোর্ট জমা দিয়েছেন পুরুলিয়ার জেলাশাসকের কাছে। রঘুনাথপুর শহরে ৪টি, নিতুড়িয়ায় ৫টি, সাঁতুড়িতে ৬টি সৌরবিদ্যুৎচালিত গভীর নলকূপ স্থাপন এবং রঘুনাথপুর পুরসভার বিভিন্ন ওয়ার্ডে ৯টি গভীর নলকূপ খননের প্রস্তাব রয়েছে এই প্রকল্পে। সাংসদ চান দ্রুত কাজ হোক। সাংসদ অরূপ চক্রবর্তী জানিয়েছেন, রঘুনাথপুর পুরসভা এলাকা-সহ গোটা শিল্পতালুকে পানীয় জলের সমস্যা রয়েছে। শহরের জন্য রাজ্য সরকার একটি নলবাহিত পানীয় জলপ্রকল্প রূপায়ণ করছে। কিন্তু যেভাবে শিল্পতালুক বিস্তার লাভ করছে, তাতে পাশাপাশি স্থানীয় স্তরেও প্রকল্প থাকা দরকার। তাই তিনি রঘুনাথপুর শহরের ১ ও ৬ নং ওয়ার্ডে দুটি সৌরবিদ্যুৎচালিত পাম্পসেট বসানোর প্রস্তাব দিয়েছেন। এগুলির প্রতিটিতে খরচ হবে সাড়ে ৮ লক্ষ টাকা। নিতুড়িয়া থানা এলাকায় ৫টি ও সাঁতুড়ি থানা এলাকাতেও প্রতিটির জন্য সমপরিমাণ অর্থে ১১টি সৌরবিদ্যুৎচালিত

সাংসদের দেওয়া প্রকল্পের প্রতিলিপি।

গভীর নলকূপ বসানোর পরিকল্পনা রয়েছে তাঁর। এছাড়া শহর রঘুনাথপুরে ২, ৪, ৫, ৬, ৭, ৯, ১২ ও ১৩ নং ওয়ার্ডে নলকূপ বসাতে চান তিনি। এই প্রকল্পগুলি রূপায়িত হলে জেলা শহরে জলের সমস্যা অনেকটাই মিটবে বলে জানা গিয়েছে। তৃণমূল নেতা প্রণব দেওঘরিয়া বলেন, ‘‘পুরশহরে পানীয় জলের সমস্যা দীর্ঘদানের। গত লোকসভা নির্বাচনের সময়ই সাংসদ মানুষকে এই সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দিয়েছিলেন। বাঁকুড়া লোকসভা কেন্দ্রের মধ্যে পুরুলিয়ার রঘুনাথপুর বিধানসভা এলাকাটি রয়েছে। ফলে এখানকার মানুষ সাংসদের কাছে আবেদনও করেন। প্রকল্পগুলি দ্রুত রূপায়ণ হোক, চাইছেন শহরের মানুষ।’’

জগন্নাথধামের পুজোর ক্ষীরে প্রসাদের প্যাড়া তৈরি কাঁথিতে

সংবাদদাতা, কাঁথি : শুরু হল জগন্নাথধামের প্রসাদ তৈরির কাজ। পূর্ব মেদিনীপুর জেলা প্রশাসনের তরফে ইতিমধ্যে প্রতিটি ব্লক এবং পুরসভায় পৌঁছে গিয়েছে জগন্নাথধামের পুজো করা প্রসাদী খোয়া ক্ষীর। সেই ক্ষীর দিয়ে বৃহস্পতিবার সকালে কাঁথি পুর এলাকার জন্য শুরু হল প্রসাদ তৈরি। কাঁথির পুরপ্রধান সুপ্রকাশ গিরি জগন্নাথের ছবির সামনে পুজো করে এই প্রসাদ তৈরির কাজ শুরু করেন। ছিলেন কাঁথির মহকুমা শাসকও। জানা গিয়েছে, কাঁথি পুর এলাকায় প্রায় ৯০০০ প্রসাদের প্যাকেট তৈরি হবে। যা বিভিন্ন ওয়ার্ডের বসবাসকারী পরিবারগুলির হাতে তুলে দেওয়া হবে। প্রসাদ তৈরির জন্য ইতিমধ্যে ১০ জন কারিগর ঠিক হয়েছে। তাঁরাই গজা এবং প্যাড়া তৈরি করবেন। সুপ্রকাশ বলেন, ‘‘মুখ্যমন্ত্রী দিঘায় এক ইতিহাসের সূচনা করেছেন। গোটা রাজ্য তথা দেশের মানুষ এই মন্দিরের সুনাম করছেন। সেই মন্দিরের প্রসাদ যেভাবে বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী তা এক অভাবনীয় উদ্যোগ। কাঁথি পুরসভারও সমস্ত বাড়িতে প্রসাদ পৌঁছে দেওয়ার প্রস্তুতি নিয়েছি।’’

জগন্নাথদেবের মহাপ্রসাদ বানানোর সূচনায় কাঁথির পুরপ্রধান সুপ্রকাশ গিরি।

ভুয়ো ঋণদান সংস্থার ফোনে হাতানো টাকা পুলিশি উদ্যোগে ফিরল ব্যাঙ্কে

সংবাদদাতা, বাঁকুড়া : বেসরকারি এক ঋণদানকারী সংস্থার বকেয়া টাকা মেটাতে গিয়ে মোটা অঙ্কের প্রতারণার শিকার হয়েছিলেন কোতুলপুর থানার দারাপুর গ্রামের বাসিন্দা জয়ন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু তাঁর তাৎক্ষণিক তৎপরতা ও তদন্তকারী পুলিশের দক্ষতায় শেষ পর্যন্ত সেই টাকা ফেরত পেলেন প্রতারিত। স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বাঁকুড়ার বেসরকারি এক ঋণদানকারী সংস্থার থেকে একসময় মোটা অঙ্কের টাকা ঋণ নিয়েছিলেন জয়ন্তবাবু। তারই একাংশ বকেয়া ছিল। মাসখানেক আগে ওই সংস্থার নাম করে তাঁর কাছে একটি ফোন আসে। ফোনে বকেয়া মেটানোর অনুরোধ করা হয়। অনুরোধ পেতেই বকেয়া প্রায় ২৫ হাজার টাকা ফোন পে-র মাধ্যমে মিটিয়ে দেন তিনি। কিন্তু টাকা পাঠানোর কিছুক্ষণের মধ্যেই বুঝতে পারেন, প্রতারিত হয়েছেন। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে মেইল করে অভিযোগ জানান মুম্বই, মহারাষ্ট্র ও কলকাতার সাইবার ক্রাইম বিভাগে। এরপরই সক্রিয় হয় কোতুলপুর থানার পুলিশ। নিজের দেওয়া টাকা ফিরে পাওয়ার আশা একপ্রকার ছেড়ে দিলেও সম্প্রতি সেই টাকা নিজের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ফিরে পেয়েছেন জয়ন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়। স্বাভাবিকভাবেই খুশি তিনি জানান, পুলিশি তৎপরতা ও জোরদার তদন্তের কারণেই টাকা ফিরে পাওয়া সম্ভব হয়েছে।

২৪৯ বছরের মহিষাদলের রথযাত্রায় মিশে কাদাখেলার রীতি

তুহিনশুভ্র আগুয়ান • মহিষাদল

এ যেন অসময়ের হোলি। রথের দিন একে অপরকে দেখে চিনতে পারার সাধ্যি নেই কারও। ২৪৯ বছরের মহিষাদল রাজবাড়ির রথ ও কাদা খেলা যেন সমার্থক। রথ উৎসবে রথ টানার পাশাপাশি কাদা মেখে আনন্দে মেতে ওঠাতেও যেন প্রশান্তি। ইতিহাসের পাতা ওল্টালে জানা যায়, ১৭৭৬ সালে রাজা আনন্দলাল উপাধ্যায়ের সহধর্মিনী ধর্মপ্রাণ রানি জানকী দেবী সূচনা করেন মহিষাদলের রথের। প্রথমে রথের ১৭টি চূড়া থাকলেও বর্তমানে চূড়ার সংখ্যা ১৩। তবে অন্যান্য জায়গার তুলনায় এই রথ কিছুটা ব্যতিক্রমী। এই রথ হল রাজবাড়ির কুলদেবতা মদনগোপাল জিউর। তাঁর সঙ্গে যান জগন্নাথ। পুরনো রীতি মেনে আজও রথের দিন রাজবেশে পালকি চড়ে রথের রশিতে টান দিতে আসেন রাজবাড়ির সদস্যরা। এরপর আমজনতার হাতে যায় রথের নিয়ন্ত্রণ। হরি হরি বোল তুলে রথ পৌঁছে যায় প্রায় দেড় কিলোমিটার দূরে ঘাগরা গ্রামে মাসির বাড়ি। রথ টানার পাশাপাশি কাদা খেলার এই রীতি আজকের নয়। কয়েকশো বছর ধরেই হয়ে আসছে কাদা খেলা। যেহেতু সারা বছর রথতলাতে রথ দাঁড়িয়ে থাকে তাই রথ চলার রাস্তা মসৃণ করতে জল ঢালা হয়। তাতে গড়গড়িয়ে চলে রথ। আর সেই কাদার মধ্যেই দেদার আনন্দ-উল্লাসে মেতে ওঠেন সকলে। একদিকে ভাজা চলছে আড়াই প্যাঁচ জিলিপি, অপরদিকে কাদা মেখে গড়গড়িয়ে রথ চলেছে মাসির বাড়ি। এই কাদা খেলা দেখে প্রবীণরা ফিরে পান তাঁদের দুরন্ত কৈশোরের স্মৃতি। রাজ পরিবারের সদস্য হরপ্রসাদ গর্গ বলেন, ‘‘রথ যেহেতু সারা বছর দাঁড়িয়ে থাকে, তাই রথ সড়ক ভেজাতে হয়। তার কাদা মেখে সকলে উল্লাসে মাতেন।’’ মহিষাদলের রথকে ঘিরে এক মাস চলে রথের মেলা। হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও। ৩৬ চাকা বিশিষ্ট মহিষাদলের রথের ৬টি চাকা বদল হয়েছে এবার। রথের যাবতীয় নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে ইতিমধ্যে বৈঠকও করেছে রথ পরিচালন কমিটি। রথ কমিটির সভাপতি তথা এলাকার বিধায়ক তিলক চক্রবর্তী জানান, ‘‘রথের সবরকম প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। নিরাপত্তার কারণে পর্যাপ্ত সিসিটিভির পাশাপাশি থাকবে পুলিশ।’’

রথের দিনে কাদাখেলা। মহিষাদলে।

আমার বাংলা
13 June, 2025 • Friday • Page 10 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

খালের উপর ৪৯ লক্ষ টাকায় নয়া কংক্রিটের সেতু গড়ছে জেলা পরিষদ

সংবাদদাতা, বাঁকুড়া : শান্তাশ্রম দেব খালের উপর তৈরি হচ্ছে নতুন কংক্রিটের সেতু। এর জন্যে বরাদ্দ হয়েছে প্রায় ৪৯ লক্ষ টাকা। এলাকার মানুষের বর্ষার আতঙ্কের দিন এবার শেষ হতে চলেছে এর ফলে। বাঁকুড়া জেলার ইন্দাস ব্লকের শান্তাশ্রম সংলগ্ন দেবখালের জল রীতিমতো বিপদসীমার উপরে বইছিল। প্লাবিত হয়েছিল এলাকা। এই ব্লকের করিশুন্ডা, বেলবান্দি, পাহাড়পুর-সহ পাঁচ থেকে সাতটি গ্রামের সাধারণ মানুষের বাজারঘাট, প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে স্কুলকলেজের ছাত্রছাত্রীদের যাওয়া-আসার একমাত্র যোগাযোগের পুলটি চলে যায় জলের তলায়। ওই পুলের ওপর এক হাঁটু জলের মধ্যে দিয়েই জীবনের ঝুঁকি নিয়ে পারাপার করতে হয়েছিল হাজার

হাজার মানুষের। স্থানীয়দের দাবি ছিল বৃষ্টি হলেই জল বেড়ে দেব খালের জলের তলায় চলে যায় যাতায়াতের এই পুলটি। বছরে তিন থেকে চারবার এভাবেই জীবনের ঝুঁকি নিয়ে পারাপার করতে হয় তাঁদের। তাই তাঁরা এই খালের উপর একটি কংক্রিটের সেতুর দাবি জানান। অবশেষে এলাকার মানুষের কথা ভেবে রাজ্য সরকারের উদ্যোগে বাঁকুড়া জেলা পরিষদের তরফে থেকে প্রায় ৪৯ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে নতুন কংক্রিটের সেতুর জন্য। ইতিমধ্যেই সেই কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় চলছে নতুন কংক্রিটের সেতু তৈরির কাজ। জেলা পরিষদের সভাধিপতি অনসূয়া রায়ের দাবি, বর্ষার আগেই এই কাজ শেষ করার লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে তাদের। মানুষের সমস্যার কথা চিন্তা করেই রাজ্য সরকারের এই উদ্যোগ। স্বাভাবিকভাবেই খুশি এলাকার মানুষজন।

শিশুশ্রম বিরোধী দিবসে প্রভাতফেরি

সংবাদদাতা, নদিয়া : বৃহস্পতিবার বিশ্ব শিশুশ্রম দিবস উপলক্ষে নদিয়া জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে সকালে প্রভাতফেরির আয়োজন করা হয়। কৃষ্ণনগরের শংকর মিশন স্কুল ও চার্চ মিশনারি স্কুলের ছাত্র ও শিক্ষকরা অংশগ্রহণ করেন। এর মাধ্যমে সমাজের বুকে বার্তা দেওয়া হয়, শিশুরাই দেশের ভবিষ্যৎ, ভবিষ্যৎ সুদৃঢ় করতে শিশুশ্রম বর্জন করতে হবে। মানুষের মতো মানুষ করে গড়ে তুলতে হবে শিশুদের। ছাত্রছাত্রীদের হাতে ছিল শিশুশ্রমের বিরুদ্ধে বার্তা দেওয়া বিভিন্ন প্ল্যাকার্ড। কৃষ্ণনগর রবীন্দ্রভবন থেকে শুরু করে গোটা শহর প্রদক্ষিণ করে পদযাত্রাটি। অংশগ্রহণকারী শিক্ষকদের বক্তব্য, সমাজের সকল স্তরের মানুষের কাছে একটাই বার্তা, শিশুশ্রমমুক্ত সমাজ গড়ে তুলতে হবে। শিশুশ্রমের বিরুদ্ধে সকলকে গর্জে উঠতে হবে। বলতে হবে কলকারখানা, বাড়িতে, দোকানে শিশুশ্রমিক নিয়োগ দণ্ডনীয় অপরাধ।

রক্তসংকট মোকাবিলায়

সংবাদদাতা, মালদহ : গ্রীষ্ককালীন রক্তসংকট মোকাবিলায় এগিয়ে এলেন তৃণমূল অনুমোদিত পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারি কর্মচারী ফেডারেশনভুক্ত ভূমি ও ভূমিসংস্কার, উদ্বাস্তু, ত্রাণ ও পুনর্বাসন শাখার মালদহ জেলা কমিটির সদস্যরা। আয়োজন করলেন রক্তদান শিবিরের, বৃহস্পতিবার। মালদহ শহরের রামনগর কাছারি এলাকায়, ভূমিসংস্কার দফতরে। ছিলেন অতিরিক্ত জেলাশাসক দেবাহুতি ইন্দু, মোস্তফা মুরশিদ পাসা, চিরঞ্জীব মিশ্র প্রমুখ। শিবিরে ১০১ জন রক্তদান করেন।

নেশার ট্যাবলেট উদ্ধার

সংবাদদাতা, আলিপুরদুয়ার : বুধবার গভীর রাতে অভিযান চালিয়ে আলিপুরদুয়ার শহরের ২০ নং ওয়ার্ডের অন্তর্গত পূর্ব শান্তিনগর থেকে বিপুল পরিমাণ নেশার ট্যাবলেট উদ্ধার করল আলিপুরদুয়ার থানার পুলিশ। গ্রেফতার হল দু'জন। ২০ নং ওয়ার্ডের আনন্দনগরের মাস্টারপাড়ার বাসিন্দা দীপক ভৌমিক কোচবিহার থেকে নেশার সামগ্রী এনে পূর্ব শান্তিনগর এলাকার রাজীব ভৌমিকের বাড়ি মজুত করেছিল। পুলিশ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে নেশার সামগ্রী-সহ দু'জনকে গ্রেফতার করে। প্রায় ১২ হাজার নেশার ট্যাবলেট উদ্ধার হয়েছে।

ডিআরএমের অপসারণ চেয়ে, লাঠিচার্জের প্রতিবাদে রেল বস্তি সংগ্রাম কমিটির মিছিল

সংবাদদাতা, খড়্গপুর : বুধবার বস্তি উচ্ছেদের নোটিশের বিরুদ্ধে মেদিনীপুরের ডিআরএমের বাংলো ঘেরাও অভিযানে অমানবিক রেলকর্তার নির্দেশে প্রতিবাদকারীদের উপর লাঠি চালায় জিআরপি। আক্রান্ত হন রেল বস্তি সংগ্রাম কমিটির ৩ সদস্য তৃণমূল নেতা অসিত পাল, তৃণমূল কাউন্সিলর রোহন দাস ও হেমা চৌবে। ঘটনার প্রতিবাদে বৃহস্পতিবার খড়্গপুর পুরসভার ২৭ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর রোহন দাসের কার্যালয় থেকে বিরাট প্রতিবাদ মিছিল বের হয় রেল বস্তি সংগ্রাম কমিটির তরফে। তাঁদের ডাকা এই মিছিলে ছিলেন জেলা তৃণমূল সহ-সভাপতি দেবাশিস চৌধুরি, প্রাক্তন বিধায়ক প্রদীপ সরকার-সহ তৃণমূলের একাধিক কাউন্সিলর ও রেল বস্তি বাঁচাও সংগ্রাম কমিটির সদস্যরা। বেশ ক'দিন ধরে এলাকায় বস্তি উচ্ছেদের নোটিশ দিয়েছে রেল। তারই প্রতিবাদে মঙ্গলবার ডিআরএমের অপসারণ চেয়ে

■ রেল বস্তি সংগ্রাম কমিটির ডাকা মিছিলে তৃণমূল নেতারা।

এবং বুধবার আরপিএফের লাঠিচার্জের প্রতিবাদ জানিয়ে এই প্রতিবাদ মিছিলের আয়োজন করা হয়। মিছিল শেষ হয় ডিআরএমের বাংলোয়।

শুরু নদীর উপর কজওয়ের কাজ

সংবাদদাতা, বাঁকুড়া : বর্ষা আসছে। তার আগেই শুরু হয়েছে দ্বারকেশ্বর নদের উপর ভাদুল-সুর্পানগর কজওয়ের কাজ। বাঁকুড়া-২ ব্লকের দ্বারকেশ্বর নদের উপর এই কজওয়ে জলের তোড়ে ভেঙে গিয়েছিল। গুরুত্বপূর্ণ এই রাস্তাটি ভেঙে যাওয়ায় সংকটে পড়েন স্থানীয় মানুষ। বর্ষায় মানুষের দুর্ভোগ বাড়বে। সে কথা মাথায় রেখেই প্রশাসন দ্রুত কাজ শুরুর নির্দেশ দেয়। কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে। খরচ হবে ২ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা। স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব জানিয়েছে, যুদ্ধকালীন তৎপরতায় কাজ চলছে। রাজ্যের সেচ ও জলপথ দফতরের

■ চলছে কজওয়ে নির্মাণের কাজ।

উদ্যোগে ২০১৬ সালে প্রায় ১.৫৮ কোটি টাকা খরচ করে দ্বারকেশ্বর নদের উপর কজওয়ে তৈরি করা হয়। বর্ষায় সেই কজওয়ে জলের তোড়ে ভেঙে পড়ে। ফলে তিরিশটি গ্রামের মানুষকে তিন কিমির বদলে প্রায় ১০ কিমি ঘুরে বাঁকুড়া আসতে হয়। তাই কজওয়ে তৈরি হলে স্থানীয় মানুষজনের খুবই উপকার হবে।

জলে ডুবে মৃত্যু শিশুর

সংবাদদাতা, নদিয়া : খেলার ছলে পুকুরে স্নান করতে নেমে জলে ডুবে মৃত্যু হল এক শিশুর। ঘটনায় শোকের ছায়া শান্তিপুর থানার গোবিন্দপুর নিমতলা পাড়া এলাকায়। মৃত শিশু অয়ন মুন্ডার বয়স পাঁচ। এদিন স্থানীয় পুকুরে স্নান করতে নেমে জলে ডুবে মারা যায় সে। প্রতিবেশীরা জানান, দুপুরে ছোট্ট শিশুটি খেলতে খেলতে বাড়ির বাইরে বেরিয়ে পার্শ্ববর্তী পুকুরের জলে স্নান করতে নেমে তলিয়ে যায়। বেশ কিছুক্ষণ পর তার দেহ ভেসে ওঠে। স্থানীয়রা তাকে নিয়ে শান্তিপুর স্টেট জেনারেল হাসপাতালে পৌঁছলে ডাক্তাররা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। শিশুটির বাবা কৌশিক মুন্ডা দিনমজুরের কাজ করেন। তিনি জানান, আমি বাড়িতেই ছিলাম। ছেলে যে কখন বাড়ি থেকে বেরিয়ে পুকুরে স্নান করতে নেমে গেছে কেউই বুঝতে পারিনি।

ত্রুটিহীন রথযাত্রা করতে একাধিক নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রীর

(প্রথম পাতার পর)

বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে ছিলেন মুখ্যসচিব, স্বরাষ্ট্রসচিব, রাজ্য পুলিশের ডিজি, পুলিশ প্রশাসনের শীর্ষ কর্তা এবং ইসকনের প্রতিনিধিরাও। রথযাত্রা উপলক্ষে তৈরি হয়েছে ৩৬ চাকার ৩টি রথ। পরিচ্ছন্নতার পাশাপাশি যে-পথ দিয়ে লক্ষ লক্ষ ভক্ত রথের সঙ্গে যাবেন, সেই রাস্তার বৈদ্যুতিন তার, গাছের ডাল-সহ অন্যান্য জিনিস যাতে বিঘ্ন না ঘটায় তার ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী জানান, কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা যাতে না ঘটে তার জন্য পুলিশ-প্রশাসনকে সতর্ক থাকতে হবে। পুলিশের ড্রোন ছাড়া যেন অন্য কোনও ড্রোন আকাশে না ওড়ে। জেলা প্রশাসন এবং পর্যটন দফতরকে মুখ্যমন্ত্রীর স্পষ্ট নির্দেশ, রথযাত্রাকে সামনে রেখে কিছু হোটেল মালিক হোটেল ভাড়া দু'-তিনগুণ বাড়িয়েছেন। গাড়ি ভাড়াও লাগামছাড়া করা হচ্ছে। এসব বন্ধ করতে ব্যবস্থা নিতে বলেন। একটি মন্ত্রীমণ্ডল তৈরি করেছেন গোটা ব্যবস্থাপনা দেখার জন্য। রয়েছেন অরূপ বিশ্বাস, স্নেহাশিস চক্রবর্তী, চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য ও সুজিত বসু। মুখ্যমন্ত্রী রথের দিন সোনার ঝাড়ু দিয়ে পবিত্র রথযাত্রার রাস্তা পরিষ্কার করবেন। সোনার ঝাড়ু মুখ্যমন্ত্রী জগন্নাথধামকে ব্যক্তিগতভাবে দিয়েছেন।

৫০ লাখের হেরোইন-সহ গ্রেফতার দুই

সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি : WB-50B-1074 নম্বরের একটি ছোট চারচাকার গাড়িতে হেরোইন পাচারের ছক কষেছিল কোচবিহার নিবাসী বাপি মহন্ত ও মদন বর্মন। তবে পাচারের আগেই ফুলবাড়ি জটিয়াকালীতে স্পেশাল টাস্ক ফোর্সের হাতে গ্রেফতার হল ওই দুই

■ ধৃতদের নিয়ে আদালতের পথে পুলিশ।

পাচারকারী। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, কোচবিহার থেকে ৫১৫ গ্রাম ব্রাউন সুগার, যার বাজারমূল্য প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা, একটি ব্যাগে করে নিয়ে উত্তর দিনাজপুরের উদ্দেশে যাচ্ছিল ওই দুই পাচারকারী। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে শিলিগুড়ি এসটিএফ এই অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করে। আটক করা হয় পাচারের ব্যবহৃত একটি গাড়ি। পরে উদ্ধার-হওয়া মাদক, গাড়ি ও দুই ব্যক্তিকে এনজেপি থানার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। তদন্তের স্বার্থে পাঁচদিনের রিমান্ডের আবেদন জানিয়ে ধৃতদের জলপাইগুড়ি আদালতে তোলা হয়।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমেদাবাদের ভয়াবহ বিমান দুর্ঘটনায় এক নিহতের পরিবারের লোকজন

দিল্লি দরবার

13 June 2025 • Friday • Page 11 || Website - www.jagobangla.in

১১
১৩ জুন ২০২৫
শুক্রবার

মেডে কল... তারপরই সব শেষ

ভারতে কবে কোথায় বড় বিমান দুর্ঘটনা

■ অগাস্ট ২০২০: কালিকট আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণের সময় এয়ার ইন্ডিয়া এক্সপ্রেসের দুবাই-কোকিঝোড় বিমানটি রানওয়ে থেকে ছিটকে পড়ে। ২১ জন নিহত হন। প্রাণে বাঁচেন ১৭২।

■ ২০১০: ম্যাঙ্গালোর আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণের সময় ইন্ডিয়া এক্সপ্রেসের দুবাই-ম্যাঙ্গালোর ছিটকে পড়ে। ঘটনায় ১৫৮ জন নিহত হন। ৮ জন প্রাণে বাঁচেন।

■ জুলাই ২০০০: আলায়েন্স এয়ার ফ্লাইট ৭৪১২ পাটনার একটি আবাসিক এলাকায় বিধ্বস্ত হয়ে যায়। আকাশেই মারা যান ৫৫ জন, উদ্ধারের পর মৃত্যু হয় আরও পাঁচজনের।

■ নভেম্বর ১৯৯৬: চরখি দাদরিতে সৌদি আরব ও কাজাখস্তান এয়ারলাইন্সের মধ্যে মাঝ আকাশে সংঘর্ষ হয়। উভয় বিমানের ৩৪৯ জন যাত্রীর সকলেই নিহত হন।

■ এপ্রিল ১৯৯৩: ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্সের বিমানটি ঔরঙ্গাবাদ থেকে টেক অফের সময় রানওয়েতে একটি ট্রাকের সঙ্গে সংঘর্ষে বিধ্বস্ত হয়। ঘটনায় ৫৫ জন নিহত, ৬৬ জন আহত হন।

■ অগাস্ট ১৯৯১: অবতরণের সময় এয়ারলাইন্সের বিমান বিধ্বস্ত হয় ৬৯ জন নিহত হন।

■ ফেব্রুয়ারি ১৯৯০: ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্সের বিমান বেঙ্গালুরু বিমানবন্দরে পৌঁছনোর আগেই বিধ্বস্ত হয়। ৯২ জন নিহত হন।

■ অক্টোবর ১৯৮৮: আমেদাবাদ বিমানবন্দরে শেষ মুহূর্তে ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্সের বিমান বিধ্বস্ত হয়। ঘটনায় ১৩৩ জন নিহত হয়েছিলেন।

■ ১৯৮২: প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে মুম্বইয়ে এয়ার ইন্ডিয়ার বিমান বিধ্বস্ত হয়। নিহত হন ৯৪ জন।

■ জানুয়ারি ১৯৭৮: বান্দ্রা উপকূলে এয়ার ইন্ডিয়ার বিমান বিধ্বস্ত হয়, ২১৩ জন নিহত হন।

■ অক্টোবর ১৯৭৬: মুম্বইয়ে ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্সের একটি বিমানের ভেতর আগুন লাগার কারণে বিধ্বস্ত হয়। ঘটনায় ৯৫ জন নিহত হন।

■ মে, ১৯৭৩ : দিল্লি বিমানবন্দরে পৌঁছনোর সময় ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্সের বিমান বিধ্বস্ত হয়। ৪৮ জন নিহত, ১৭ জন আহত হন।

■ জুন ১৯৭২: দিল্লি বিমানবন্দরের কাছে ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্সের বিমান দুর্ঘটনা, ৮২ জন আহত হন।

■ জুলাই ১৯৬৩: মুম্বই বিমানবন্দরের কাছে ইউনাইটেড আরব এয়ারলাইন্সের বিমান দুর্ঘটনায় ৬৩ জন নিহত হন।

■ জুলাই ১৯৬২: মুম্বইয়ের উত্তর-পূর্বে পাহাড়ে আলিটালিয়া বিমান বিধ্বস্ত হয়, ৯৪ জন নিহত হন।

কাকে বলে বিমানের ব্ল্যাক বক্স? এর কাজ কী?

তদন্তে এটাই এখন সবচেয়ে বড় হাতিয়ার

প্রতিবেদন: আমেদাবাদের ভয়াবহ বিমান দুর্ঘটনার পরে এখন তদন্তকারীদের পাখির চোখ ব্ল্যাক বক্সের দিকে। এই ব্ল্যাক বক্সই এখন দুর্ঘটনার উৎস সন্ধানে সবচেয়ে বড় হাতিয়ার। বিমান দুর্ঘটনার পিছনে পাইলটদের কোনও গাফিলতি ছিল কি না তার সন্ধান দেবে এই ব্ল্যাক বক্সই।

ব্ল্যাক বক্স কী?

ব্ল্যাক বক্স হল একটি যন্ত্র যাতে বিমান ওড়ার সময় থেকে অবতরণ পর্যন্ত সমস্ত ঘটনা রেকর্ড করা থাকে। এটিকে বিমানের 'ফ্লাইট ডেটা রেকর্ডারও' বলা হয়। ১৯৫৩-৫৪ সালে বিমান দুর্ঘটনা বেড়ে যাওয়ায় একটি ডিভাইস তৈরি করার কথা ভেবেছিলেন প্রযুক্তিবিদরা। যাতে সেটি বিমান দুর্ঘটনার পর তার কারণ সম্পর্কে তথ্য দিতে পারে। এটিকে বিমানের 'ফ্লাইট ডেটা রেকর্ডারও' বলা হয়। নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করে ব্ল্যাক বক্স সাধারণত বিমানের পিছনের দিকে রাখা হয়। এটি টাইটেনিয়াম ধাতু দিয়ে তৈরি। একটি টাইটেনিয়াম বাক্সের মধ্যে সুরক্ষিত অবস্থায় রাখা থাকে সেটি। দুর্ঘটনা

থেকে বিমানকে বাঁচাতেও সাহায্য করতে পারে ব্ল্যাক বক্স। প্রথমদিকে এটি লাল রঙের ছিল এবং 'রেড এগ' নামে পরিচিত ছিল। ডিভাইসের ভিতরের দেয়ালগুলি কালো রঙের ছিল, তাই পরবর্তীতে এটি 'ব্ল্যাক বক্স' নামে পরিচিতি পায়। ব্ল্যাক বক্সের মধ্যে দুটি আলাদা বাক্স থাকে। প্রথমত ফ্লাইট ডেটা রেকর্ডার। এই ব্ল্যাক বক্সে ফ্লাইটের দিকনির্দেশ, উচ্চতা, জ্বালানি, গতি, টার্বুল্যান্স ও কেবিনের ভিতরের নানা তথ্য থাকে। প্রায় ২৫ ঘণ্টা ধরে ৪৪ ধরনের বিভিন্ন ডেটা রেকর্ড করতে পারে এটি। এছাড়া ব্ল্যাক বক্সের অন্য অংশটি হল ককপিট ভয়েস রেকর্ডার। এই বাক্সটি শেষ দু'ঘণ্টার মধ্যে বিমানের মধ্যে ঘটে যাওয়া শব্দ রেকর্ড করে। এটি ইঞ্জিন, ইমার্জেন্সি অ্যালার্ম, কেবিন এবং ককপিটের শব্দ রেকর্ড করে যাতে কোনও দুর্ঘটনা ঘটার আগে বিমানের অবস্থার পূর্বাভাস পাওয়া যায়। মূল্যবান ও শক্তিশালী ধাতু দিয়ে তৈরি ব্ল্যাক বক্স কোনও বিদ্যুৎ ছাড়াই টানা ৩০ দিন কাজ করতে পারে। এটি প্রবল উচ্চ তাপমাত্রা সহ্য করতে সক্ষম। দুর্ঘটনার পর ব্ল্যাক বক্সটি কোথাও হারিয়ে গেলে প্রায় ৩০ দিন ধরে ভাইব্রেশনের সঙ্গে জোরে আওয়াজ করতে পারে। প্রায় ২-৩ কিলোমিটার দূর থেকে তদন্তকারীরা এই ভয়েস শনাক্ত করতে পারবেন। সমুদ্রপৃষ্ঠের ১৪ হাজার ফুট গভীরতা থেকেও এটি তরঙ্গ নির্গত করতে পারে। যদিও ব্ল্যাক বক্স বিমান দুর্ঘটনার কারণ পুরোপুরি জানাতে পারে না। তা সত্ত্বেও বিমান দুর্ঘটনার তদন্তে এটি নিঃসন্দেহে অতি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার।

রুপোলি পর্দার মন-খারাপ করা দৃশ্যেও দুর্ঘটনার অনুষঙ্গ

প্রতিবেদন: আমেদাবাদের ভয়াবহ বিমান দুর্ঘটনায় অসংখ্য মানুষ অকালে হারালেন তাঁদের প্রিয়জনদের। নীল আকাশ চিরে গন্তব্যে পৌঁছে যাওয়ার আনন্দ-উল্লাসে যাঁরা বিমানের যাত্রী হয়েছিলেন কয়েক লহমায় ছাই হয়ে গেলেন তাঁরা। অপ্রত্যাশিত বাস্তবের এই দুর্ঘটনা অতীতে বন্দি হয়েছে একাধিক কালজয়ী সিনেমার কাহিনি ও অনুষঙ্গে। তার মধ্যে নজরকাড়া দুটির একটি বাংলায়, অন্যটি হিন্দিতে।

বিখ্যাত চৌরঙ্গী সিনেমার সেই বেদনাবিধুর উপসংহারটি মনে আছে তো? কর্মজীবনের শেষদিনটিতে আর ঘরে ফেরা হল না সুজাতা মিত্রর। ফিরে এসে স্যাটা ওরফে সত্যসুন্দর বোসকে বিয়ে করার কথা ছিল তাঁর। যাওয়ার

আগে সুজাতা স্যাটাকে বলেছিলেন, জানো আজ আমার মনটা খুব খারাপ। আমার জীবনের শেষ ফ্লাইট আজ। আর কোনওদিনই কাঁধে ব্যাগ নিয়ে ছুটে বেড়াতে হবে না এই এয়ারপোর্ট থেকে অন্য এয়ারপোর্টে। কাজের ইতি। ম্লান হেসে ভারাক্রান্ত মনে ছবির নায়ক স্যাটারূপী উত্তম কুমারকে কথাটা বলেছিলেন নায়িকা অঞ্জনা ভৌমিক। সিনেমার সুজাতা। কিন্তু সেই ফ্লাইট যে শুধু বিমানসেবিকা সুজাতার পেশাগত জীবনের শেষ ফ্লাইট নয়, ইতি টানবে তাঁদের যৌথ যাপনের স্বপ্নেও, তা কল্পনা করতে পারেননি সত্যসুন্দর। শেষ ফ্লাইটে ওঠার আগে বন্ধু স্যাটাকে হাত নেড়েছিলেন সুজাতা। হাসিমুখে বিদায় জানিয়ে গাড়িতে ওঠার একটু পরেই বেজে ওঠে সাইরেন। চোখের সামনে ভেঙে পড়ে সুজাতাদের বিমান। চৌরঙ্গী ছবির এই হৃদয়বিদারক দৃশ্য কাহিনির শেষ মুহূর্তে এক অনন্য মোচড় এনে দেয়। আজও যা ভোলা যায় না। হিন্দি ছবি সিলসিলাতেও বিমান দুর্ঘটনার মর্মান্তিক কাহিনি দর্শকদের নাড়া দিয়েছে গভীরভাবে। দুটি বিমান দুর্ঘটনার অনুষঙ্গ

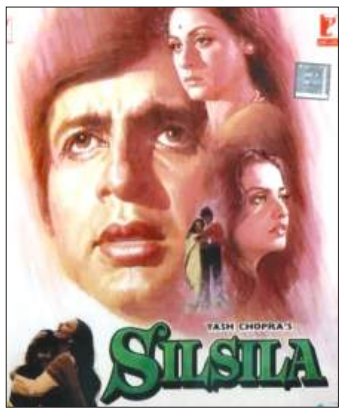

রয়েছে এখানে। প্রথম দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছিল ঝকঝকে বায়ুসেনা অফিসারের (শশী কাপুর অভিনীত)। আরেকটি বিমান দুর্ঘটনার অভিনেতা ছিলেন সঞ্জীব কুমার। সিনেমার দৃশ্যায়নে বিমানবন্দরে ভেঙে পড়া বিমানে দাউদাউ আগুন। আর পাগলের মতো প্রিয়জনদের খোঁজে অসহায় চিৎকার পরিজনদের। বৃহস্পতিবারের বিমান দুর্ঘটনা ফের মনে করিয়ে দিয়েছে রুপোলি পর্দার দুই কাহিনিকে।

দেশ বিদেশ

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
13 June, 2025 • Friday • Page 12 || Website - www.jagobangla.in

দুর্ঘটনার পর উদ্ধারকাজে প্রশাসনের কর্মকর্তারা

বোয়িংয়ের শেয়ারমূল্য কমল ৮%

প্রতিবেদন: আমেদাবাদে বিমান দুর্ঘটনার পর বৃহস্পতিবার প্রিমার্কেট মার্কিন ট্রেডিংয়ে বিমান প্রস্তুতকারক বোয়িংয়ের শেয়ারমূল্যে বড় ধাক্কা। বোয়িংয়ের শেয়ারের দাম ৮ শতাংশ কমে গিয়েছে। অ্যাভিয়েশন ট্র্যাকিং সাইট ফ্লাইটরাডার ২৪ জানিয়েছে, দুর্ঘটনাগ্রস্ত বিমানটি ছিল বোয়িং ৭৮৭-৮ ড্রিমলাইনার, যা বর্তমানে অসামরিক বিমান পরিবহণ ক্ষেত্রে থাকা সবচেয়ে আধুনিক যাত্রীবাহী বিমানগুলির মধ্যে অন্যতম। এয়ার ইন্ডিয়া জানিয়েছে, বিমানটির অবতরণের কথা ছিল ব্রিটেনের গ্যাটউইক বিমানবন্দরে। কিন্তু আমেদাবাদ বিমানবন্দর থেকে ছাড়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনায় সব যাত্রীর মৃত্যু হয়। বোয়িং এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, দুর্ঘটনার প্রকৃত কারণ জানতে আরও তথ্য সংগ্রহ করার জন্য কাজ চলছে। নতুন প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা কেলি অর্থবার্গের অধীনে বিমান প্রস্তুতকারক সংস্থাটি যখন তার জেটগুলির সুরক্ষা সংক্রান্ত পুনর্গঠন এবং উৎপাদন বাড়ানোর চেষ্টা করছে, এমন সময়েই ভয়াবহ এই দুর্ঘটনার খবরে শেয়ারবাজারেও ধাক্কা খেল এই সংস্থা।

তদন্তের দায়িত্বে এএআইবি

প্রতিবেদন: আমেদাবাদে এয়ার ইন্ডিয়ার বিমান দুর্ঘটনার তদন্তভার হাতে নিচ্ছে কেন্দ্রের অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রকের অধীনস্থ সংস্থা 'এয়ারক্রাফ্ট অ্যাক্সিডেন্ট ইনভেস্টিগেশন বুরো' (এএআইবি)। সংস্থার ডিজি এবং তদন্তকারী অফিসার ঘটনাস্থলে গিয়েছেন। পৌঁছে গিয়েছেন কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমান পরিবহণমন্ত্রী কে রামমোহন নাইডু। ২০১২ সালে এএআইবি গঠিত হয়। তারপর থেকে দেশে যেকোনও বিমান দুর্ঘটনার তদন্ত তারাই করে। এর আগে বিমান দুর্ঘটনার তদন্তভার পেত অসামরিক বিমান পরিবহণ নিয়ন্ত্রক সংস্থা (ডিজিসিএ)। ঘটনাস্থল থেকে বিমানের ধ্বংসাবশেষ এবং ব্ল্যাক বক্স উদ্ধার করে তদন্ত শুরু করবে এই সংস্থা।

দীপ নিভে গেল রূপানির পয়া ১২০৬ তারিখেই

প্রতিবেদন: আমেদাবাদের বিমান দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে গুজরাতের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিজয় রূপানিরও। তিনি লন্ডনে মেয়ের কাছে যাচ্ছিলেন বলে জানা গিয়েছে। তাঁর এক ছেলে, এক মেয়ে। ছেলে আমেরিকায় থাকেন। আর মেয়ে লন্ডনে। কয়েকদিন আগে লন্ডনে গিয়েছিলেন রূপানির স্ত্রী। বৃহস্পতিবার রূপানির যাওয়ার কথা ছিল। স্বামী-স্ত্রীর একসঙ্গে লন্ডন থেকে ফেরার কথা ছিল ১ জুলাইয়ে। ১২০৬ রূপানির লাকি নম্বর। সেই কারণে স্কুটি এবং গাড়ির নম্বরও ১২০৬ ছিল। কিন্তু ১২/৬ তারিখেই মৃত্যু এল ধেয়ে। ভাগ্যের এ কী পরিহাস!

শোকের পাশাপাশি স্বচ্ছ তদন্ত দাবি

প্রতিবেদন: আমেদাবাদের মর্মান্তিক বিমান দুর্ঘটনায় শোকস্তব্ধ দলনির্বিশেষে সমস্ত রাজনৈতিক নেতারা। কেন ও কার ভুলে এই দুর্ঘটনা, সে-বিষয়ে সঠিক তদন্তের দাবি জানিয়েছেন বিরোধীরা। শোকপ্রকাশ করেছেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ সব দলের নেতা-মন্ত্রীরা।

বিমান দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে গুজরাতের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিজয় রূপানির। তৃণমূলের বক্তব্য, কেন্দ্রীয় সরকার ঘটনার পিছনের আসল কারণ জানতে স্বচ্ছ এবং তথ্যভিত্তিক তদন্ত করবে বলে আমরা আশা করি। বাকি বিরোধী শিবিরও দুর্ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত চেয়েছে। কংগ্রেস সভাপতি মাল্লিকার্জুন খার্গে গোটা ঘটনার তথ্যনিষ্ঠ তদন্ত দাবি করে বলেন, সুপ্রিম কোর্টের কোনও বিচারপতি বা অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতির তত্ত্বাবধানে তদন্ত হওয়া উচিত। কেন দুর্ঘটনা, কারা দোষী সবটা সামনে আসা দরকার। ন্যাশনাল কনফারেন্স পার্টির তরফে ফারুক আবদুল্লা এই ঘটনার যথাযথ তদন্ত দাবি করেছেন। এমন ঘটনা যাতে আর না ঘটে তা নিশ্চিত করার কথা বলেছেন তিনি। নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি করেছেন পিডিপি নেত্রী মেহেবুবা মুফতি। আপের অরবিন্দ কেজরিওয়াল মৃতদের পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়েছেন। নিরপেক্ষ তদন্তের দাবিতে একযোগে দাবি তুলেছেন সকলেই।

আন্তর্জাতিক বিমান দুর্ঘটনা: কবে কোথায়

■ নেপালের বিমান দুর্ঘটনা। প্রাইভেট কোম্পানি ইয়েতি এয়ারলাইন্সের এটিআর ৭২ বিমানটি পর্যটন শহর পোখরায় অবতরণের পূর্বে গত বছরের ১৫ জানুয়ারি বিধ্বস্ত হয়। বিমানে থাকা সকল যাত্রী, ক্রু-সহ ৭২ জনই নিহত হন। সরকারি তদন্ত অনুযায়ী, পাইলটের টেকনিক্যাল ভুলে দুর্ঘটনাটি ঘটে।

■ মালয়েশিয়া এয়ারলাইন্সের ফ্লাইট ১৭ বিধ্বস্ত। ২০১৪ সালের ১৭ জুলাই ইউক্রেনে গুলির আঘাতে বিধ্বস্ত হয় মালয়েশিয়া এয়ারলাইন্সের ফ্লাইট ১৭ বিমান। এতে বিমানে থাকা ২৯৮ জন যাত্রীই নিহত হন। দু'বছর আগে ডাচ কোর্ট এই দুর্ঘটনার পেছনে দুই রুশ নাগরিক ও

■ ১৯৮৫ সালে জাপান এয়ারলাইন্স ফ্লাইট ১২৩ দুর্ঘটনা। ৫২৪ জন নিহত হন।

একজন ইউক্রেনীয় নাগরিককে দোষী সাব্যস্ত করে এবং তাদেরকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের সাজা দেন।

■ এয়ার ইন্ডিয়া ফ্লাইট ১৮২ বিধ্বস্ত। ১৯৮৫ সালের ২৩ জুন ৩২৯ জন লোক নিয়ে এয়ার ইন্ডিয়ার একটি ফ্লাইট কানাডা থেকে লন্ডন যাচ্ছিলেন। বিমানে থাকা

■ ১৯৭৭ সালে স্পেনে ঘটে যাওয়া ভয়ঙ্কর বিমান দুর্ঘটনা। ৫৮৩ জন নিহত হন।

একটি বোমা বিস্ফোরণে সকলেরই মৃত্যু হয়। এঁদের মধ্যে ২৪ জন ভারতীয় আর বাকি ২৬৮ জনের বেশিরভাগই ভারতীয় বংশোদ্ভূত কানাডার নাগরিক। এই ঘটনায় সাগর থেকে মাত্র ১৩১ জনের মরদেহ উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছিল।

■ এয়ার ফ্রান্স ফ্লাইট ৪৪৭ দুর্ঘটনা ২০০৯ সালের ১ জুন এয়ার ফ্রান্স ফ্লাইট ৪৪৭ বিমানটি ২২৮ জন আরোহী নিয়ে নিখোঁজ হয়। এটি ব্রাজিলের রিও ডি জেনিরো থেকে প্যারিস যাওয়ার পথে আটলান্টিক মহাসাগরে নিরুদ্দেশ হয়ে যায়।

■ তুর্কিশ এয়ারলাইন্সের ফ্লাইট ৯৮১ দুর্ঘটনা। ১৯৭৪ সালের ৩ মার্চ তুর্কিশ এয়ারলাইন্সের ফ্লাইট ৯৮১ ফ্রান্সে বিধ্বস্ত হয়। বিমানটির কার্গো দরজায় নকশার ত্রুটি থাকার কারণে দুর্ঘটনাটি ঘটে। তৎকালীন সময়ে এটি ছিল ইউরোপের এভিয়েশন ইতিহাসের সবচেয়ে মারাত্মক দুর্ঘটনা। এতে ৩৪৬ জন মৃত্যুবরণ করেন।

■ ২০১৪ সালে মালয়েশিয়া এয়ারলাইন্সের ফ্লাইট ১৭ বিমান দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছিলেন ২৯৮ জন।

■ জাপান এয়ারলাইন্স ফ্লাইট ১২৩ দুর্ঘটনা। ১৯৮৫ সালের ১২ অগাস্ট টোকিও থেকে ওসাকা যাওয়ার পথে জাপান এয়ারলাইন্স ফ্লাইট ১২৩ বিমানটি বিধ্বস্ত হয়। এতে বিমানে থাকা ৫২৪ জন আরোহীর মধ্যে ৫২০ জনই নিহত হন। বোয়িং টেকনিশিয়ানদের ত্রুটিপূর্ণ রিপেয়ারের ফলে এই দুর্ঘটনাটি ঘটে বলে জানা যায়। যা কিনা নিহতের সংখ্যা বিবেচনায় আজ পর্যন্ত সবচেয়ে ভয়াবহ দুর্ঘটনা।

■ ভারতের ছারখি দাদরিতে মুখোমুখি সংঘর্ষ। ১৯৯৬ সালের ১২ ডিসেম্বর

■ ১৯৭৯ সালে আমেরিকান এয়ারলাইন্স ফ্লাইট ১৯১ দুর্ঘটনা। নিহত হয়েছিলেন ২৭২ জন।

আকাশপথে বিমানের সবচেয়ে ভয়াবহ মুখোমুখি দুর্ঘটনা ঘটে ভারতের ছারখি দাদরি গ্রামে। দুই বিমানের সংঘর্ষে প্রায় ৩৪৯ জন নিহত হন। এর মধ্যে একটি ছিল সৌদিয়া ফ্লাইট ৭৬৩; যা দিল্লি থেকে সৌদি আরব যাচ্ছিল। অপরটি ছিল কাজাখস্তান এয়ারলাইন্স ফ্লাইট ১৯০৭; যা চিমকেন্ট থেকে দিল্লিতে যাচ্ছিল।

■ আমেরিকান এয়ারলাইন্স ফ্লাইট ১৯১ দুর্ঘটনা। ১৯৭৯ সালে ২৫ মে আমেরিকান এয়ারলাইন্সের ফ্লাইট ১৯১ শিকাগোতে বিধ্বস্ত হয়। উড্ডয়নের সময় বিমানের ইঞ্জিনে টেকনিক্যাল ত্রুটির কারণে দুর্ঘটনাটি ঘটে। তৎকালীন সময়ে এটিই ছিল মার্কিন ইতিহাসের সবচেয়ে ভয়াবহ বিমান দুর্ঘটনা, যাতে ২৭২ জন নিহত হন।

■ মালয়েশিয়া এয়ারলাইন্স ৩৭০ দুর্ঘটনা। ২০১৪ সালে মার্চের ৮ তারিখের ২৩৯ জন যাত্রী নিয়ে নিখোঁজ হয় মালয়েশিয়া এয়ারলাইন্সের ফ্লাইট ৩৭০ বিমানটি। কুয়ালালামপুর থেকে চিনের বেইজিং যাওয়ার পথে মালয়েশিয়া এয়ারলাইন্সের ফ্লাইট এমএইচ ৩৭০ নিখোঁজ হওয়ার পর প্রায় এক দশক হয়ে গেছে। রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ হওয়া এই বিমানটিতে ২৩৯ জন আরোহী ছিলেন। তাঁদের মধ্যে মাত্র ১২ জন ছিলেন ক্রু। বাকিরা সবাই যাত্রী এবং এই যাত্রীদের বেশিরভাগই ছিলেন চিনের।

■ আলাস্কা এয়ারলাইন্সের দুর্ঘটনা। চলতি বছরের শুরুতে মাঝ আকাশে খসে পড়ে আলাস্কা এয়ালাইন্সের বোয়িং কোম্পানির

■ ১৯৮৫ সালের এয়ার ইন্ডিয়া ফ্লাইট ১৮২ বিস্ফোরণে ৩২৯ জন নিহত হয়েছিলেন।

৭৩৭ ম্যাক্স ৯ বিমানের একটি জানালা ও বাইরের কিছু অংশ। এই অবস্থায় নিরাপত্তা ঝুঁকি বিবেচনায় বিমানটিকে জরুরি অবতরণ করানো হয়।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আসছে কাজল অভিনীত অতিলৌকিক থ্রিলার ছবি ‘মা’। হাড়হিম করা ছবির পোস্টারেই গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠেছে দর্শকদের! সন্তান রক্ষায় ভয়ঙ্কর প্রেতের মুখোমুখি একা কাজল! পরিচালক বিশাল ফুরিয়া

ভুলচুক মাফ

বক্স অফিসে ভালই দাপট দেখাচ্ছে রাজকুমার রাওয়ের সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত ছবি ‘ভুলচুক মাফ’। চলতি সপ্তাহে ছবির আয় পেরিয়ে গেছে ৫০ কোটির গণ্ডি। পরিচালক করণ শর্মা এই ছবিতে একটা টাইম লুপে ফাঁসিয়ে দেবেন ছবির নায়ক-সহ দর্শকদেরও। মুখ্যভূমিকায় রয়েছেন রাজকুমার রাও এবং ওয়ামিকা গাব্বি। লিখলেন **শর্মিষ্ঠা ঘোষ চক্রবর্তী**

আচ্ছা, ধরে নিন কাল আপনার জন্মদিন। আজ তার জন্য, বাড়িতে চলছে প্রস্তুতি। বিশাল আয়োজন। সব সেরে রাতে আপনি ঘুমোতে গেলেন এই আশায় যে কাল সকালে উঠে সারাদিন অনেক মজা করবেন, কেক কাটবেন, বন্ধুবান্ধব আসবে কিন্তু সকালে উঠে দেখলেন যে ওই দিনটা আপনার জন্মদিনের সকাল নয়। আগের দিনটাই আবার ফিরে এসেছে অর্থাৎ জন্মদিনের যে তোড়জোড়ের দিনটাই রিপিট হচ্ছে তারপরের এবং তারপরের দিন অর্থাৎ প্রত্যেকদিন ওটাই রিপিট হতে থাকছে। জন্মদিনটা আর আসছে না। কী করবেন তখন? পরিচালক করণ শর্মা তাঁর সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত ‘ভুলচুক মাফ’ ছবির মাধ্যমে আপনাকে এমনই একটা টাইম লুপে আটকে দেবেন। আপনি ছবির নায়কের সঙ্গে গোলকধাঁধায় গোল গোল ঘুরবেন, যে জায়গা থেকে শুরু করেছিলেন সেখানেই আবার ফিরে আসবেন। ‘ভুলচুক মাফ’ হল টাইম লুপ কমেডি ড্রামা। একটু অন্যরকম। বেশ মজার আবার ভীষণরকম বিরক্তিকর।

ছবির নায়ক রঞ্জন তিওয়ারি এবং তিতলি দু’জনে দু’জনকে ভালবাসে। কিন্তু তিতলির বাবা এই বিয়ে দিতে নারাজ। একটাই শর্তে তিনি বিয়েটা দিতে রাজি, তা হল সরকারি চাকরি। রঞ্জনকে সরকারি চাকরি পেতে হবে নচেৎ সারাজীবনের জন্য ভুলে যেতে হবে তাঁর মেয়েকে। ঠিক এই সময় ছবিতে এন্ট্রি নেয় ভগবানদাস। ভগবানদাস দুর্নীতিগ্রস্ত এক দালাল। যে টাকার বিনিময় সরকারির চাকরির ব্যবস্থা করে দেয়। এহেন ভগবানদাস রঞ্জনকে মোটা টাকার বিনিময়ে চাকরি পাইয়ে দেয়। রঞ্জন চাকরি পাওয়ামাত্র ওদের বিয়ের তোড়জোড় শুরু হয়ে যায়। গায়ে হলুদের দিন সব নিয়ম পর্ব মিটে যাওয়ার পর রাতে রঞ্জন শুতে যায় এই আনন্দ নিয়ে যে পরেরদিন তার বিয়ে। কিন্তু সকালে ওঠার পর সে দেখে সেই দিনটা আবার সেই গায়ে হলুদের দিনটাই, তারিখটাও একই। অর্থাৎ আগের দিনটাই ফিরে এসছে। এরপর থেকে ওইদিনটা এবং ওইদিনে ঘটা ঘটনাগুলো বারবার ফিরে আসতে থাকে রঞ্জনের জীবনে। বিয়ের দিনটি আর আসে না। অদ্ভুতভাবে একটা সময়ের লুপে আটকা পড়ে যায় রঞ্জন, আর বেরোতে পারে না। তার বিয়ের পর্ব গায়ে হলুদ থেকে আর এগোয় না। গোলকধাঁধায় গোল গোল ঘুরতে থাকে। এবার সে কী করবে, কী করে এই আটকে থাকা সময়ের বাইরে বেরোবে সে? এটা জানতে হলে অবশ্যই সিনেমা হল-এ যেতে হবে।

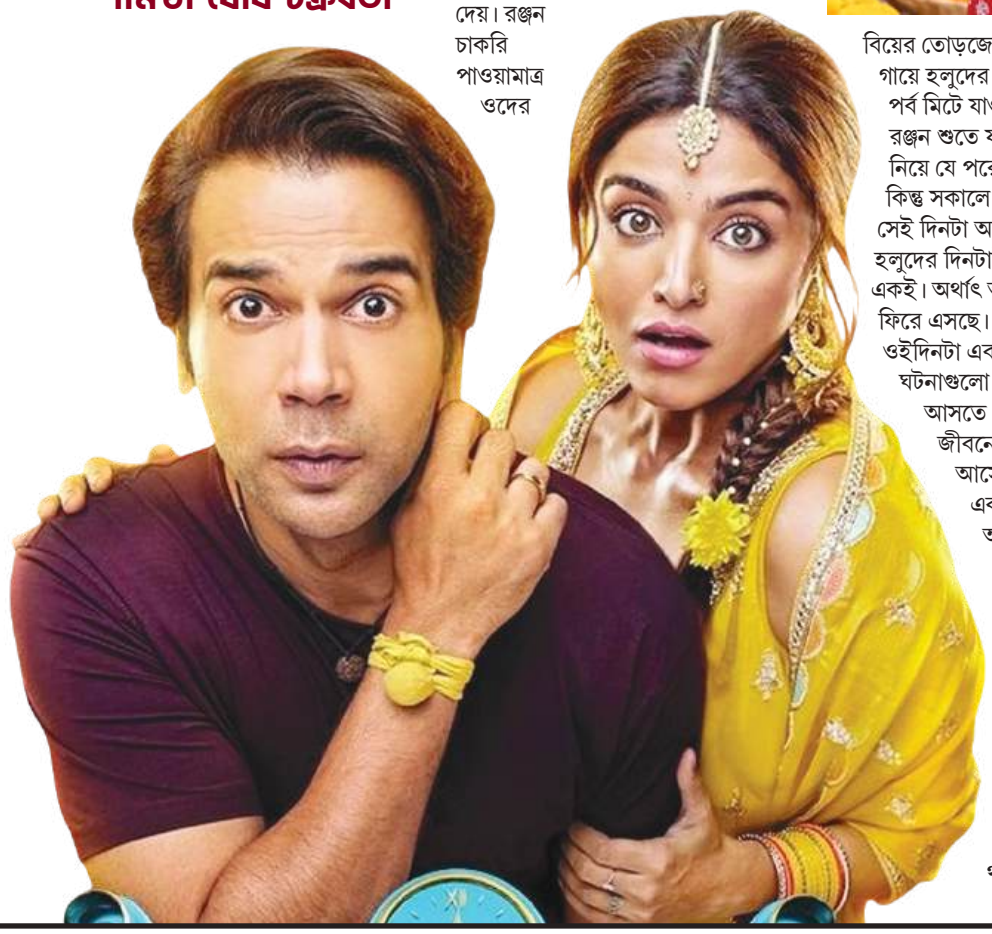

বেনারসেই হয়েছে এই ছবির বেশিরভাগ শুটিং। সেখানকার পটভূমি গঙ্গারঘাট, বহির্দৃশ্য খুব দৃষ্টিনন্দন লেগেছে ছবিতে। রাজকুমার রাওকে তাঁর ফ্যানরা পাবেন স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে তবে স্ত্রী এবং তার সিক্যুইলের যে রাজকুমার রাও তাঁকে ছাপিয়ে যেতে পারেনি রঞ্জন তিওয়ারি। স্ত্রী-এর সেই ম্যাজিক এখানে দেখতে পাবেন না দর্শক। ছবিতে রাজকুমারের বিপরীতে রয়েছেন অভিনেত্রী ওয়ামিকা গাব্বি। নায়ককে খুব সুন্দর সঙ্গত দিয়েছেন তিনি। ওয়ামিকা কিন্তু বেশ বলিষ্ঠ অভিনেত্রী।

‘জুবিলি’ ওয়েব সিরিজের মাধ্যমে দর্শকদের প্রথম নজর কেড়েছিলেন তিনি। এর আগে ‘গ্রহণ’ এবং ‘মাঈ’-এর মতো ওয়েব সিরিজে তাঁর অভিনয় প্রশংসিত হয়। আরও বেশ কিছু হিন্দি প্রোজেক্টে কাজ করেছেন ওয়ামিকা। কাজ করেছেন আঞ্চলিক ছবিতেও। ‘ভুলচুক মাফ’ ছবিতে রাজকুমার রাও-এর সঙ্গে প্রথম অন স্ক্রিন জুটি বাঁধলেন তিনি।

ছবির কাহিনি, চিত্রনাট্য সবটাই করণ শর্মার। চিত্রনাট্যের বাঁধনটা খুব জোরদার নয় তবে কনসেপ্টটা দুর্দান্ত। এমন বিষয় ছবি আগে হয়নি। সুদীপ চট্টোপাধ্যায়ের ক্যামেরায় বেনারস ভীষণ প্রাণবন্ত, বেনারসের সেই চেনা অলিগলি রাজপথে, ছাদে বসে বন্ধুদের সঙ্গে চা-আড্ডা বেশ ভাল লাগে দেখতে। ছবির প্রযোজক দীনেশ ভিজান প্রযোজনায় ম্যাডক ফিল্মস। রাজকুমার রাও আর ওয়ামিকা গাব্বি ছাড়াও এই ছবিতে অভিনয় করেছেন সীমা পাহওয়া, রঘুবীর যাদব, সঞ্জয় মিশ্র, ইশতিয়াক খান প্রমুখ। সবাই দারুণ অভিনয় করেছেন। ছবিটা আপনাকে খুব হাসাবে, গুলিয়ে দেবে অনেক কিছু। জমজমাট ফ্যামিলি এবং কমেডি ড্রামা। যদিও সব মিলিয়ে ছবিটা দর্শক-মনে রেশ রেখে যাবে না তাও রাজকুমার রাও-এর উপস্থিতি ম্যাজিক দেখিয়েছে। মুক্তির পরপরই দু’-তিনদিনের মধ্যে ছবির আয় পেরিয়েছে কোটির ঘর। বলিউডের বক্স অফিস রিপোর্ট অনুযায়ী, মুক্তির প্রথম দিন ৭ কোটি এবং দ্বিতীয় দিন সাড়ে ৯ কোটি টাকা আয় করেছে ‘ভুলচুক মাফ’। দুই দিনের হিসাব করলে সিনেমাটির আয় তখনই দাঁড়িয়ে গিয়েছিল ১৬.৫ কোটি। এখন মোটামুটি তা পেরিয়ে গেছে পঞ্চাশের গণ্ডি। যদিও ছবি মুক্তি নিয়ে সমস্যার শেষ ছিল না। ‘ভুলচুক মাফ’ মুক্তির সময় পহেলগাঁও জঙ্গিহানার পাল্টা প্রত্যাঘাত হিসেবে ভারতের তরফে শুরু হয় অপারেশন সিঁদুর। ওই সময় বড় সিদ্ধান্ত নিয়েছিল ‘ভুলচুক মাফ’ ছবির টিম। বড়পর্দার বদলে ওটিটিতে মুক্তি পাওয়ার সব কাজ সেরে ফেলেছিলেন তাঁরা। কিন্তু পরিস্থিতি আবার ঠিক হয়ে যাওয়ায় পুরনো সিদ্ধান্তমতোই বড়পর্দায় মুক্তি পায় এই ছবি।

ব্রাজিলীয় ফরোয়ার্ড ম্যাথিউ কুনহাকে সই করাল ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড

দুরন্ত কামিন্স, লিড অস্ট্রেলিয়ার

লর্ডস, ১২ জুন : ওয়ার্ল্ড টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালের দ্বিতীয় দিনেও পেসারদের দাপট অব্যাহত! বুধবার গোটা দিনে ১৪টি উইকেট পড়েছিল। বৃহস্পতিবার পড়ল আরও ১৪টি! দক্ষিণ আফ্রিকাকে ১৩৮ রানে গুটিয়ে দিয়েও, পাল্টা ব্যাট করতে করতে নেমে ৮ উইকেট হারিয়ে ১৪৪ রান তুলেছে অস্ট্রেলিয়া। প্রথম ইনিংসে গুরুত্বপূর্ণ ৭৪ রানের লিড নেওয়ার সুবাদে, সব মিলিয়ে ২১৮ রানে এগিয়ে অস্ট্রেলিয়া।

বল হাতে দাপট দেখালেন প্যাট কামিন্স। মাত্র ২৮ রানে ৬ উইকেট! যা টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালের ইতিহাসে সেরা বোলিং পারফরম্যান্স। শুধু তাই নয়, এদিন কাগিসো রাবাডাকে আউট করার পরেই ৩০০ টেস্ট উইকেটের বৃত্ত সম্পূর্ণ করে ফেলেন কামিন্স। ৪ উইকেটে ৪৩ রান হাতে নিয়ে এদিন মাঠে নেমেছিল দক্ষিণ আফ্রিকা। প্রথম সেশনে ভালই ব্যাট করছিলেন গতকালের দুই অপরাজিত ব্যাটার টেম্বা বাভুমা ও ডেভিড বেডিংহ্যাম। জুটিতে ৬৪ রান যোগ হওয়ার পর কামিন্সের বলে কভারে ক্যাচ তোলেন বাভুমা। দক্ষিণ আফ্রিকা অধিনায়কের অবদান ৩৬ রান। লাঞ্চের পর দ্রুত দক্ষিণ আফ্রিকাকে গুটিয়ে দেন কামিন্স। প্রোটিয়াদের শেষ পাঁচ উইকেট পড়ে যায় মাত্র ১৫ রানে! বাভুমা ছাড়া লড়াই করেন শুধু বেডিংহ্যাম। তিনি দলের সর্বোচ্চ ৪৫ রান করে আউট হন।

তবে দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করতে নেমে স্বস্তিতে ছিল না অস্ট্রেলিয়াও। স্কোরবোর্ডে মাত্র ২৮ রান যোগ হতে না হতেই উসমান খোয়াজাকে (৬) প্যাভিলিয়নে ফেরান রাবাডা। ওই ওভারেই রাবাডার দ্বিতীয় শিকার হন ক্যামেরন গ্রিন (০)। এরপর কিছুটা লড়াই করছিলেন মার্নাস লাবুশেন ও স্টিভ স্মিথ। কিন্তু মাত্র চার রানের ব্যবধানে দু'জনেই পরপর আউট হয়ে যান। ২২ রান করে লাবুশেন প্যাভিলিয়নে ফেরেন মার্কো জেনসেনের বলে খোঁচা দিয়ে। প্রথম ইনিংসে হাফ সেঞ্চুরি হাঁকানো স্মিথ মাত্র ১৩ রান করে লুনগি এনগিডির শিকার হন। প্রথম ইনিংসে হাফ সেঞ্চুরি হাঁকানো আরেক অস্ট্রেলীয় ব্যাটার বিউ ওয়েবস্টারও (৯) দ্রুত প্যাভিলিয়নে ফেরেন এনগিডির দ্বিতীয় শিকার হয়ে। ট্রাভিস হেডকে (৯) আউট করেন উইয়ান মুলডার। কামিন্সকে (৬) প্যাভিলিয়নে ফেরান এনগিডি। ৭ উইকেটে ৭৩, ওই পরিস্থিতিতে আলেক্স ক্যারি ও মিচেল স্টার্ক ৬১ রান যোগ করেন। ক্যারি ৪৩ করে আউট হলেও, ১৬ রানে ব্যাট করছেন স্টার্ক।

বাভুমাকে আউট করে উৎসব কামিন্সের। বৃহস্পতিবার লর্ডসে।

আলোন্সোর চোখ ক্লাব বিশ্বকাপে

সুসময় ফেরাতে মরিয়া রিয়াল কোচ

মাদ্রিদ, ১২ জুন : তারকাখচিত দল গড়েও সদ্যসমাপ্ত মরশুমে কোনও ট্রফি জিততে পারেনি রিয়াল মাদ্রিদ। কোচ কার্লো আনেচেলোত্তিও দায়িত্ব ছেড়েছেন। কিলিয়ান এমবাপেদের নতুন কোচ হয়েছেন জাবি আলোন্সো। যিনি আবার রিয়ালের ঘরের ছেলে। আর দায়িত্ব নিয়েই পরবর্তী লক্ষ্য স্থির করে ফেলেছেন আলোন্সো। তাঁর পাখির চোখ ফিফা ক্লাব বিশ্বকাপ।

১৪ জুন থেকে আমেরিকাতে শুরু হচ্ছে ক্লাব বিশ্বকাপ। তবে রিয়াল অভিযান শুরু করবে ১৮ জুন। সেদিন এমবাপেদের প্রতিপক্ষ সৌদি আরবের ক্লাব আল হিলাল। এছাড়া রিয়ালের গ্রুপের বাকি দু'টি দল মেক্সিকোর ক্লাব সিএফ পাচুকা এবং অস্ট্রিয়ার ক্লাব আরবি সালজবুর্গ।

রিয়ালের অনুশীলনে আলোন্সো।

রিয়ালের জার্সিতে ২০০৯ থেকে ২০১৪ সাল—টানা ছ'টি মরশুম খেলেছেন আলোন্সো। জিতেছেন একটি করে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ, স্প্যানিশ সুপার কাপ, লা লিগা-সহ দু'টি কোপা দেল রে খেতাব। এবার কোচ হিসাবেও রিয়ালকে সাফল্য এনে দিতে মরিয়া প্রাক্তন স্প্যানিশ মিডফিল্ডার। তিনি বলছেন, ''আমরা ক্লাব বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার লক্ষ্য নিয়েই খেলতে যাব। এই ট্রফিটা রিয়ালের মতো বিশ্বের সেরা ক্লাবের হাতেই মানায়। জানি, এই মরশুমে ক্লাব কোনও ট্রফি জিততে পারেনি। আমার লক্ষ্য, স্যান্তিয়াগো বার্নাব্যুতে সুসময় ফিরিয়ে আনা।'' দায়িত্ব নিয়েই জার্মান ক্লাব বেয়ার লেভারকুসেনকে প্রথমবার বুন্দেশলিগা চ্যাম্পিয়ন করেছিলেন আলোন্সো। তাঁর কোচিংয়ে ২০২৩-২৪ মরশুমে ত্রিমুকুট জিতেছিল লেভারকুসেন। আলোন্সো অবশ্য বলছেন, ''আমি বর্তমানে বাঁচি। লেভারকুসেনের সাফল্য অতীত। আমার লক্ষ্য রিয়ালকে যত বেশি সম্ভব ট্রফি জেতানো।''

দলে রাধা

মুম্বই : বাঁ পায়ের চোটের জন্য ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দল থেকে ছিটকে গেলেন শ্রুচি উপাধ্যায়। তাঁর বদলে দলে এলেন অভিজ্ঞ বাঁ হাতি স্পিনার রাধা যাদব। চলতি মাসেই হরমনপ্রীত কৌরের নেতৃত্বে ইংল্যান্ড সফরে যাচ্ছে ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দল। সেখানে গিয়ে পাঁচটি টি-২০ এবং তিনটি একদিনের ম্যাচ খেলবেন হরমনপ্রীতরা। গত মাসে শ্রীলঙ্কায় আয়োজিত ত্রিদেশীয় সিরিজে অভিষেক হয়েছিল শ্রুচির। ভাল পারফরম্যান্সের কারণে ইংল্যান্ডগামী দলে জায়গা করে নিয়েছিলেন ২০ বছর বয়সি বাঁ হাতি স্পিনার। কিন্তু শেষ পর্যন্ত চোটের জন্য তাঁর যাওয়া হচ্ছে না।

শুটিংয়ে ব্রোঞ্জ

মিউনিখ : মিউনিখ শুটিং বিশ্বকাপে ব্রোঞ্জ পেলেন ভারতীয় শুটার সিফ্ট কৌর সামারা। বৃহস্পতিবার ২৩ বছর বয়সি সিফ্ট মেয়েদের ৫০ মিটার রাইফেল থ্রি পজিশনস ইভেন্টে তৃতীয় হয়ে ব্রোঞ্জ পেয়েছেন। ফাইনালে রাউন্ডে তিনি ৪৫৩.১ পয়েন্ট স্কোর করেন। এই ইভেন্টে সোনা ও রুপো জিতেছেন যথাক্রমে নরওয়ের জিনেথ হেগ ডুয়েস্টাড (৪৬৬.৯ পয়েন্ট) এবং সুইজারল্যান্ডের এমেলি জায়েগি (৪৬৪.৮ পয়েন্ট)।

দায়িত্ব ছাড়লেন পোল্যান্ড কোচ

লেয়নডস্কির বিদ্রোহের জের

ওয়ারশ, ১২ জুন : বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বে ফিনল্যান্ডের কাছে ১-২ গোলে হারের পরেই পোল্যান্ডের কোচের দায়িত্ব ছাড়লেন মিশেল প্রোবিয়েৎ। তবে তাঁর পদত্যাগের প্রধান কারণ তারকা স্ট্রাইকার রাবার্ট লেয়নডস্কির বিদ্রোহ!

সম্প্রতি লেয়নডস্কি সাফ জানিয়েছেন, যতদিন প্রোবিয়েৎ জাতীয় দলের কোচ থাকবেন, তিনি পোল্যান্ডের হয়ে খেলবেন না। সম্প্রতি লেয়নডস্কির বদলে প্রোবিয়েৎ জাতীয় দলের অধিনায়ক করেছেন ইন্টার মিলানের মিডফিল্ডার পিওতর জিয়েলিনস্কিকে। এই সিদ্ধান্তের পরেই কোচের সঙ্গে সম্পর্কে ফাটল ধরেছিল তারকা স্ট্রাইকারের। এছাড়া সাম্প্রতিককালে লেয়নডস্কির দেশের হয়ে একাধিক ফিফা ফ্রেন্ডলি ম্যাচ না খেলা, দু'জনের সম্পর্কের অবনতির অন্যতম কারণ।

ফলে ফিনল্যান্ডের বিরুদ্ধে খেলেননি লেয়নডস্কি। পোল্যান্ডও ম্যাচ হেরেছে। এর পরেই প্রোবিয়েৎ এক বিবৃতিতে জানিয়ে দেন, তিনি জাতীয় দলের কোচের পদ থেকে সরে দাঁড়াচ্ছেন। প্রসঙ্গত, ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বরে পোল্যান্ডের কোচের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন প্রোবিয়েৎ। তাঁর কোচিংয়ে এখনও পর্যন্ত ২১টি ম্যাচ খেলে ১০টিতে জিতেছে পোল্যান্ড। হেরেছে ৭টিতে, ড্র করেছে ৪টি।

এবার কাউন্টিতে তিলক

হায়দরাবাদ, ১২ জুন : ঋতুরাজ গায়কোয়াড়ের পর এবার তিলক ভার্মা। কাউন্টি খেলবেন আরেক ভারতীয় ক্রিকেটার। মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের হয়ে আইপিএল খেলা তিলককে সই করিয়েছে হ্যাম্পশায়ার। এই প্রথম কাউন্টি খেলবেন বাঁ হাতি ভারতীয় ব্যাটার। হ্যাম্পশায়ারের হয়ে কাউন্টি চ্যাম্পিয়নশিপ ওয়ানে চারটি লাল বলের ম্যাচ খেলবেন তিলক। এই ম্যাচগুলি ১৮ জুন থেকে ২ অগাস্টের মধ্যে হওয়ার কথা। প্রসঙ্গত, দলীপ ট্রফির পর আরও কোনও লাল বলের ক্রিকেট খেলেননি তিলক। ভারতের হয়ে চারটি একদিনের ম্যাচ ও ২৫টি টি-২০ ম্যাচ খেলা ব্যাটার এখনও পর্যন্ত প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে ১৮টি ম্যাচ খেলেছেন। ৫০.১৬ গড়ে পাঁচটি সেঞ্চুরি ও চারটি হাফ সেঞ্চুরি-সহ মোট ১২০৪ রান করেছেন।

রেকর্ড দামে বিক্রি নাদালের সেই র‍্যাকেট

প্যারিস, ১২ জুন : বেশ কয়েক মাস হয়ে গেল পেশাদার টেনিস সার্কিট থেকে অবসর নিয়েছেন। যদিও ফের সংবাদের শিরোনামে রাফায়েল নাদাল।

এবার ২২টি গ্র্যান্ড স্ল্যামজয়ী স্প্যানিশ কিংবদন্তির একটি র‍্যাকেট নিলামে বিক্রি হল ভারতীয় মুদ্রায় সওয়া কোটি টাকারও বেশি দামে! ভাল দরের আশা ছিলই। তবে সব প্রত্যাশাকে ছাপিয়ে গিয়ে শেষ পর্যন্ত দর উঠল ১ লক্ষ ৫৭ হাজার ৩৩৩ ডলার। ভারতীয় মুদ্রায় যা প্রায় ১ কোটি ৩৪ লক্ষ ৫২ হাজার টাকা! প্রসঙ্গত, এর আগে আরও কোনও টেনিস তারকার ব্যবহার করা র‍্যাকেট এত বেশি দামে বিক্রি হয়নি।

প্রেস্টিজ মেমোরাবিলিয়া নিলামে তোলা হয়েছিল নাদালের এই র‍্যাকেট। যে র‍্যাকেট দিয়ে ২০১৭ সালে ফ্রেঞ্চ ওপেন ফাইনালে স্টানিসলাস ওয়ারিঙ্কাকে ৬-২, ৬-৩, ৬-১ স্ট্রেট সেটে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন স্প্যানিশ তারকা। প্রসঙ্গত, নাদালের ঝুলিতে রয়েছে ১৪টি ফ্রেঞ্চ ওপেন খেতাব। এর মধ্যে অন্যতম ২০১৭ সালের জয়। কেন এমন আকাশছোঁয়া দাম উঠল নাদালের র‍্যাকেটের? এই প্রসঙ্গে এক নিলাম বিশেষজ্ঞ জানিয়েছেন, ''গ্র্যান্ড স্ল্যাম ফাইনালে নাদালের ব্যবহার করা র‍্যাকেট পাওয়া খুব কঠিন। তার উপরে ফ্রেঞ্চ ওপেন ফাইনাল খেলা র‍্যাকেট তো পাওয়াই যায় না। তার জন্যই নাদালের র‍্যাকেটের দর আকাশ ছুঁয়েছে।''

জানা গিয়েছে, গ্র্যান্ড স্ল্যাম জেতার মুহূর্তে যে র‍্যাকেট তাঁর হাতে ছিল, সেগুলি হাতছাড়া করতে চান না নাদাল। কোনও ফাইনালে যদি একাধিক র‍্যাকেট ব্যবহার করেন, তাহলে তার মধ্যে একটি অনেক সময় দিয়ে দেন। কিন্তু ২০১৭ সালের ফ্রেঞ্চ ওপেন ফাইনালে পুরোটাই নিলামে ওঠা র‍্যাকেট দিয়ে খেলেছিলেন নাদাল। তাই এই ঐতিহাসিক র‍্যাকেট নিয়ে সংগ্রাহকদের আগ্রহ ছিল তুঙ্গে।

২০১৭ ফ্রেঞ্চ ওপেন ফাইনালে নাদাল।

জাগোবাংলা
সা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

মেসির নেতৃত্বেই ফিফা ক্লাব বিশ্বকাপের দল ঘোষণা করল ইন্টার মায়ামি

মাঠে ময়দানে

13 June, 2025 • Friday • Page 15 || Website - www.jagobangla.in

১৫
১৩ জুন ২০২৫
শুক্রবার

বুমরাকে ব্যবহার করো উইকেট তোলার জন্য

শুভমনকে বার্তা সৌরভের

প্রতিবেদন : আসন্ন টেস্ট সিরিজে তিনিই টিম ইন্ডিয়ার সেরা অস্ত্র। অথচ জসপ্রীত বুমরাকে পুরো সিরিজে খেলানো যাবে না! পাঁচটির মধ্যে তিনটি টেস্ট তিনি খেলবেন। কারণ চোট-আঘাত সমস্যায় ভুগছেন অভিজ্ঞ ফাস্ট বোলার। এই পরিস্থিতিতে কীভাবে নিজের সেরা হাতিয়ারকে ব্যবহার করবেন, তা নিয়ে অধিনায়ক শুভমন গিলকে পরামর্শ দিলেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়।

ভারতীয় ক্রিকেটের অন্যতম সফল অধিনায়ক সাফ জানাচ্ছেন, টানা বোলিং না করিয়ে, বুমরাকে ব্যবহার করতে হবে বুদ্ধি করে। শুধু উইকেট তোলার জন্য। সৌরভের বক্তব্য, ''শুভমনকে বুঝতে হবে, ওর সেরা অস্ত্রের নাম বুমরা। তাই ওকে বুদ্ধি করে বোলিং করাতে হবে। একটানা বল না করিয়ে উইকেট তোলার জন্য ব্যবহার করতে হবে। মাথায় রাখতে হবে, টেস্ট ম্যাচে যেন বুমরাকে দিনে ১২ ওভারের বেশি বল করতে না হয়। তাহলেই বুমরার কাছে থেকে সেরাটা পাবে দল।''

সৌরভ আরও জানিয়েছেন, দেশের মাটিতে খেলছে বলে ইংল্যান্ডই এগিয়ে থাকবে। তবে ভারতীয় ব্যাটাররা যদি বড় ইনিংস খেলতে পারেন, তাহলে ফল টিম ইন্ডিয়ার পক্ষে যেতে পারে। নতুন অধিনায়ক শুভমনকে নিয়ে সৌরভ বলছেন, ''ওর বয়স কম। শুভমন যদি এই সিরিজে ভাল ফল দিতে পারে, তাহলে নায়কের সম্মান পাবে। সব ক্রিকেটারই এমন মুহূর্তের অপেক্ষায় থাকে।''

দাপট তনুশ্রী, প্রিয়াংশুদের

প্রতিবেদন : বেঙ্গল প্রো টি-২০ লিগের (বিপিটিএল) দ্বিতীয় দিন মেয়েদের খেলাও শুরু হল। সল্টলেকের জেইউ ক্যাম্পাসের মাঠে দিনের প্রথম ম্যাচে তনুশ্রী সরকারের অল রাউন্ড পারফরম্যান্সের দৌলতে মুর্শিদাবাদ কিংস ৬ উইকেটে হারাল হারবার ডায়মন্ডসকে। তনুশ্রী অপরাজিত ৬১ রান করার পাশাপাশি বল হাতে মাত্র ১৭ রানে ৩ উইকেট নেন। মেয়েদের অন্য ম্যাচে লাক্স শ্যাম কলকাতা টাইগার্স ৮ উইকেট হারিয়ে দেয় সার্ভোটেক শিলিগুড়ি স্ট্রাইকার্সকে। বৃষ্টি বিঘ্নিত ম্যাচে প্রথমে ব্যাট করে শিলিগুড়ি করে ১৩ ওভারে ২ উউকেটে ৮৬ রান। জবাবে ১২.৪ ওভারে জয়ের রান তুলে দেয় কলকাতা টাইগার্স। ছেলেদের একটি ম্যাচে প্রিয়াংশু শ্রীবাস্তব (৭১) ও সৌমদীপ মণ্ডলের (৩ উইকেট) দাপটে রশ্মি মেদিনীপুর উইজার্ডস ৫৭ রানে জিতল কলকাতা টাইগার্সের বিরুদ্ধে।

উৎসবের নির্দেশিকা ঠিক করতে বৈঠক

মুম্বই, ১২ জুন : বেঙ্গালুরু কাণ্ড থেকে শিক্ষা নিয়ে আইপিএল জয়ের উৎসবে রাশ টানতে আলোচনায় বসছে বিসিসিআই-এর অ্যাপেক্স কাউন্সিল। কাল শনিবার বৈঠকে বসছেন অ্যাপেক্স কাউন্সিলের সদস্যরা।

আঠারো বছরের অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে বিরাট কোহলিদের রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর প্রথমবার আইপিএল জয়ের উৎসবে বেঙ্গালুরুতে প্রাণ হারিয়েছেন ১১ জন সমর্থক। ইচ্ছেমতো বিজয়োৎসব আটকাতে উদ্যোগী ভারতীয় বোর্ড আনতে চলেছে নির্দেশিকা বা গাইডলাইন। সেখানে ঠিক করে দেওয়া হবে, আগামী দিনে কীভাবে হতে পারে ট্রফি জয়ের উৎসব। কী করা যাবে না, আর কী করা যাবে, সে-সবই ঠিক করে দেওয়া হবে। তবে বেঙ্গালুরুর ঘটনায় আরসিবি-র শাস্তি পাওয়ার কোনও সম্ভাবনা নেই।

অভিশপ্ত ৪ জুন। আঠারো বছরে প্রথমবার আইপিএল চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর আরসিবি-র বিজয়োৎসবে ঘটে যায় মর্মান্তিক ঘটনা। তারপরই নড়েচড়ে বসে বিসিসিআই। তখনই বোর্ডের তরফে জানানো হয়েছিল, ভবিষ্যতে এমন ঘটনা এড়াতে বিজয়োৎসবের নির্দেশিকা তৈরি করে দেওয়া হতে পারে। ভারতীয় ক্রিকেটের ভালমন্দ দেখার দায়িত্ব তাদের, তাই তারা হাত গুটিয়ে বসে থাকতে পারে না। কিছু একটা করা হবে। এবার সেই পদক্ষেপই নিতে চলেছে বোর্ড। বোর্ডের একটি সূত্রের বক্তব্য, 'কী কী পদক্ষেপ করা যায় তা নিয়ে আলোচনা হবে। বিজয়োৎসবের কিছু গাইডলাইন তৈরি করে দেওয়া হবে। তবে আরসিবি-কে নিবাসিত করা বা তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার কথা আমরা ভাবছি না।' বৃহস্পতিবারই কর্নাটক হাইকোর্ট জামিনে মুক্ত করল আরসিবি-র চার কর্তাকে।

বিমান দুর্ঘটনায় স্তব্ধ ক্রীড়ামহল

প্রতিবেদন : বৃহস্পতিবার দুপুরে আমেদাবাদে এয়ার ইন্ডিয়ার বিমান দুর্ঘটনা নিয়ে শোকের আবহ ক্রীড়ামহলে। সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়, রোহিত শর্মা, ইউসুফ পাঠান, সানিয়া মির্জা, হরভজন সিং, শিখর ধাওয়ানরা এই মর্মান্তিক ঘটনায় গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। জাতীয় দলের প্রাক্তন ক্রিকেটার তথা তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ ইউসুফ পাঠানের প্রতিক্রিয়া, 'আমেদাবাদে এয়ার ইন্ডিয়ার লন্ডনগামী বিমান দুর্ঘটনার খবরে হতবাক। সমস্ত যাত্রী এবং বিমানকর্মীদের জন্য প্রার্থনা রইল।'

নিজের এক্স হ্যান্ডেলে হরভজন লিখেছেন, 'আমেদাবাদে এয়ার ইন্ডিয়ার বিমান দুর্ঘটনায় আমি হতবাক এবং ব্যথিত। মৃতদের পরিবারের জন্য আমার প্রার্থনা রইল। এমন মর্মান্তিক ঘটনা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। আশা করি, মৃতদের পরিবার শক্তি ও সাহস পাবে।' রোহিত লিখেছেন, 'আমেদাবাদের ঘটনা অত্যন্ত মর্মান্তিক ও বেদনাদায়ক। মৃতদের পরিবারের জন্য প্রার্থনা ও সমবেদনা রইল।' গভীর শোক প্রকাশ করেছেন টেনিস তারকা সানিয়া মির্জাও। তিনি এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, 'এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনার খবরে আমার হৃদয় ভেঙে গিয়েছে। ক্ষতিগ্রস্তদের প্রতি প্রার্থনা করছি।'

শিখর ধাওয়ান লিখেছেন, 'বিমান দুর্ঘটনার ক্ষতিগ্রস্ত প্রত্যেকের জন্য সমবেদনা। তাঁদের প্রিয়জনদের জন্য শক্তি ও প্রার্থনা কামনা করছি।' এছাড়াও শোক প্রকাশ করেছেন বিলিয়ার্ড ও স্নুকার তারকা পঙ্কজ আদবানি, অলিম্পিক পদকজয়ী বক্সার বিজেন্দর সিং, ক্রিকেট তারকা যুবরাজ সিং, অজিঙ্ক রাহানেরাও। আইপিএল ফ্র্যাঞ্চাইজি রাজস্থান রয়্যালস, দিল্লি ক্যাপিটালসের পক্ষ থেকে শোকপ্রকাশ করা হয়েছে।

সেলিসদের ছেড়ে দিল ইস্টবেঙ্গল

প্রতিবেদন : গত মরশুমের দলের তিন বিদেশি রিচার্ড সেলিস, রাফায়েল মেসি বাউলি এবং হেক্টর ইয়ুস্তেকে না রাখার সিদ্ধান্ত আগেই নিয়েছিল ইস্টবেঙ্গল। বৃহস্পতিবার সরকারিভাবে তিন বিদেশি ফুটবলারকে ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিল ক্লাব ম্যানেজমেন্ট। ইতিমধ্যেই নতুন দুই বিদেশি মিডফিল্ডার ব্রাজিলীয় মিগুয়েল দামাসিনো এবং প্যালেস্তাইনের মহম্মদ রশিদকে সই করিয়েছে ইস্টবেঙ্গল। দিমিত্রিয়স দিয়ামানতাকোস এবং সাউল ক্রেসপোকে আপাতত রেখে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ক্লাব। তাঁদের চুক্তি ভেঙে রিলিজ করার ক্ষেত্রে কিছু সমস্যা রয়েছে। তবে হিজাজি মাহের ও মাধি তালালের সর্বশেষ ফিটনেস পরিস্থিতি দেখে সিদ্ধান্ত নেবে ক্লাব। এদিকে, ফেডারেশন আরোপিত রেজিস্ট্রেশন ব্যান তুলতে বকেয়া পরিশোধের জন্য আরও সময় চাইল মহামেডান। একইসঙ্গে জরিমানার ২৩ লক্ষ টাকা কমানোর অনুরোধও করেছেন ক্লাব কর্তারা।

কোচের দৌড়ে খালিদ, জল্পনা সুনীলকে নিয়ে

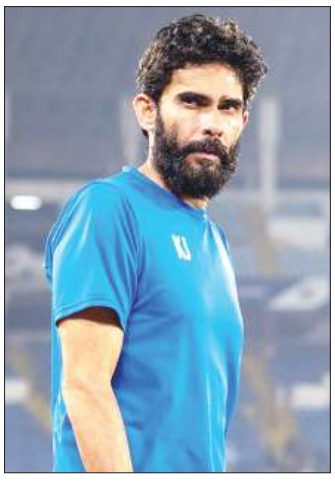

প্রতিবেদন : ভারতীয় দলের কোচ মানোলো মার্কুয়েজ রোকার বিদায় নিশ্চিত হয়ে গিয়েছে। চুক্তির আইনি দিক খতিয়ে পারস্পরিক সমঝোতার কাজটা সম্পূর্ণ হতে পারে চলতি মাসের শেষে ২৯ জুন। সেদিন ফেডারেশনের টেকনিক্যাল কমিটি এবং কার্যকরী কমিটির বৈঠক ডাকা হয়েছে। মানোলোর আনুষ্ঠানিক বিদায় এবং একইসঙ্গে নতুন কোচ নির্বাচনও চূড়ান্ত হতে পারে সেদিনের জোড়া বৈঠকে। তবে স্প্যানিশ কোচের উত্তরসূরি খোঁজার কাজ আগেই শুরু করেছে ফেডারেশন। আজ, শুক্রবার দিল্লিতে সাংবাদিক সম্মেলন ডেকেছেন প্রেসিডেন্ট কল্যাণ চৌবে। সেখানে নতুন কোচের নাম ঘোষণার সম্ভাবনা কম।

দিশাহীনভাবে চলছে ফেডারেশনের কাজকর্ম। তারমধ্যেই অবশেষে স্বদেশি কোচের নেওয়ার দিকে ঝুঁকেছেন কর্তারা। জানা গিয়েছে, খালিদ জামিলকে সিনিয়র ভারতীয় দলের কোচ হওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। গত মাসেই জামশেদপুর এফসি-র কোচকে অনূর্ধ্ব ২৩ জাতীয় দলের কোচ হওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। তখন ফেডারেশনের প্রস্তাবে রাজি হননি খালিদ। এবার কী করবেন? খালিদের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করা হলে তিনি বিষয়টি এড়িয়ে যান। শুধু খালিদ বা বর্তমান সহকারী কোচ মহেশ গাউলিকে স্থায়ী দায়িত্ব দেওয়ার ভাবনাই নয়, মানোলোদের ব্যর্থতার পরেও ফেডারেশনের মাথায় এখনও বিদেশি কোচেরাও রয়েছেন। তবে এশিয়ান কাপ কোয়ালিফায়ারে গ্রুপ শীর্ষে থাকা সিঙ্গাপুরের বিরুদ্ধে অ্যাওয়ে (৯ অক্টোবর) ও হোম (১৪ অক্টোবর) ম্যাচের আগে নতুন কোচ নিয়োগ করার অনেকটা সময় পাওয়া যাচ্ছে।

মানোলোর অনুরোধেই অবসর ভেঙে জাতীয় দলে ফিরেছিলেন সুনীল ছেত্রী। এখন তিনি কী করবেন, তা নিয়ে জল্পনা চলছে। সুনীল কি চাইবেন এশিয়ান কাপ কোয়ালিফায়ারের বাকি চারটি ম্যাচই খেলতে, নাকি ফেরার সিদ্ধান্ত ভুল ছিল মেনে নিয়ে সরে যাবেন। এদিকে, জাতীয় দলের বিপর্যয়ে ফেডারেশনের ডেপুটি সেক্রেটারি জেনারেল এম সত্যনারায়ণের বিরুদ্ধেও রাজনৈতিক প্রভাব খাটানো, দুর্নীতি, প্রশাসনিক ব্যর্থতার অভিযোগ এনে কার্যকরী কমিটির সদস্যদের কড়া চিঠি দিয়েছে গোয়া ফুটবল সংস্থা।

ব্যাটে লেখা ‘প্রিন্স’, সোশ্যাল মিডিয়াতে কটাক্ষের শিকার শুভমন গিল

আজ ‘এ’ দলের বিরুদ্ধে প্রস্তুতি ম্যাচ শুভমনদের

দলকে তাতালেন গুরু গম্ভীর

পেপ টক দিচ্ছেন কোচ গম্ভীর। পাশে অধিনায়ক শুভমন।

কেন্ট, ১২ জুন : সপ্তাহখানেক পরেই শুরু হচ্ছে ইংল্যান্ড সিরিজ। ভারতীয় দলের প্রস্তুতিও চলছে জোরকদমে। বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মা, রবিচন্দ্রন অশ্বিনের মতো তিন তারকাকে ছাড়া প্রথমবার পাঁচ টেস্টের পূর্ণাঙ্গ টেস্ট সিরিজ খেলবে ভারত। সিরিজ শুরুর আগে দলের তরুণ ক্রিকেটারদের তাতিয়ে দিলেন হেড কোচ গৌতম গম্ভীর। তাঁর স্পষ্ট বার্তা, দলের কাছ থেকে কী চান। গুরু গম্ভীর দলের ক্রিকেটারদের জানিয়ে দিলেন, তিন মহারথীর অনুপস্থিতি নিয়ে না ভেবে সকলের উচিত এই সুযোগটাকে কাজে লাগানো।

বৃহস্পতিবার বিসিসিআই একটি ভিডিও পোস্ট করেছে। সেখানে মাঠে টিম হাডলের সময় গম্ভীর বলেন, ‘‘আমরা দু’ভাবে এই সফরের দিকে তাকাতে পারি। প্রথমত, আমরা দলের সবচেয়ে অভিজ্ঞ তিনজনকে পাচ্ছি না। দ্বিতীয়ত, দেশের হয়ে বিশেষ কিছু করে দেখানোর সুযোগ রয়েছে আমাদের কাছে।’’

টিম ইন্ডিয়ার তরুণ তুর্কিদের উদ্দেশে গম্ভীর বলেন, ‘‘এই দলটার দিকে তাকালে আমার মনে হয়, তোমাদের মধ্যে ভাল কিছু করার খিদে, আবেগ এবং দায়বদ্ধতা রয়েছে। যদি আমরা আত্মত্যাগ করতে পারি, নিজেদের স্বাচ্ছন্দ্য থেকে বেরিয়ে আসি, শুধু প্রতিটি দিন নয়, প্রত্যেক ঘণ্টা, প্রতি সেশন, প্রতি বলে লড়াই করতে পারি, তাহলেই এই সফরটা স্মরণীয় হয়ে থাকবে। আজ এখন থেকেই সেটা শুরু করতে হবে।’’ তরুণদের তাতাতে গম্ভীরের গুরুমন্ত্র, ‘‘দেশের হয়ে খেলার থেকে বড় সম্মানের কিছু হতে পারে না।’’

ভারত ‘এ’ দল থেকে টেস্ট টিমের বাকিরা ইতিমধ্যেই বেকেনহ্যামের শিবিরে যোগ দিয়েছেন। আলাদা করে টেস্ট স্কোয়াডে নতুন তিন ক্রিকেটারের নাম উল্লেখ করেছেন গম্ভীর। তিনি বলেন, ‘‘প্রথমবার টেস্ট দলে ডাক পাওয়া আলাদা অনুভূতি। সাইকে (সুদর্শন) দলে স্বাগত। আশা করি, লাল বলের ক্রিকেটে দারুণ সময় কাটাবে। স্বাগত অর্শদীপকেও (সিং)। সাদা বলের ক্রিকেটে খুব ভাল করেছ। এবার লাল বলের ক্রিকেটটাও মনে রাখার মতো খেলো।’’

সাত বছর পর টেস্ট দলে ফিরেছেন করুণ নায়ার। তাঁকে নিয়ে কোচ বলেন, ‘‘দীর্ঘদিন পর প্রত্যাবর্তন সহজ নয়। আমাদের দলে সাত বছর পর একজন ফিরেছে। ঘরোয়া ক্রিকেটে প্রচুর রান করেছে। হার-না-মানা মানসিকতাই আজ তাকে এই জায়গায় নিয়ে এসেছে। স্বাগত করুণ।’’ টিমের আর এক নতুন সদস্য স্ট্রেংথ অ্যান্ড কন্ডিশনিং কোচ আদ্রিয়ান লে রুকেও শুভেচ্ছা জানিয়েছেন গম্ভীর। অধিনায়ক শুভমন সতীর্থদের উদ্দেশে বলেন, ‘‘প্রত্যেক সেশন কাজে লাগাতে হবে আমাদের। মাঠে নামলে শুধু টিকে থাকা নয়, বিপক্ষকে চাপে ফেলার কৌশলও শিখতে হবে। প্রতিটি বল একটা লক্ষ্য নিয়ে খেলতে হবে।’’

শুক্রবার থেকে ভারত ‘এ’ দলের বিরুদ্ধে চার দিনের প্রস্তুতি ম্যাচ খেলবেন গিলরা। টেস্টের টিম কম্বিনেশন, ব্যাটার-বোলারদের ফর্ম পরখ করে নেওয়ার সুযোগ পাচ্ছে দল।

করুণের ফেরার লড়াই, মুগ্ধ রাহুল

লন্ডন, ১২ জুন : কর্নাটক রাজ্য দলের হয়ে একসঙ্গে ঘরোয়া ক্রিকেট খেলেছেন লোকেশ রাহুল ও করুণ নায়ার। দু’জনের দারুণ বন্ধুত্ব। ২০১৬ সালে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্টে ট্রিপল সেঞ্চুরি হাঁকিয়েও জাতীয় দল থেকে ছিটকে যেতে হয় করুণকে। দীর্ঘ আট বছর পর সেই ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে খেলার জন্যই ভারতীয় টেস্ট দলে প্রত্যাবর্তন ঘটেছে ৩৩ বছরের ব্যাটারের। মাঝের সময়ে বন্ধু করুণের ফেরার লড়াইয়ে নজর ছিল রাহুলের। তাই ফের টেস্ট দলে করুণের প্রত্যাবর্তনে দারুণ খুশি হয়েছেন তারকা ব্যাটার।

ভারতীয় বোর্ডের তরফে সমাজমাধ্যমে শেয়ার করা একটি ভিডিওতে রাহুলকে বলতে শোনা গিয়েছে, ‘‘আমি করুণকে দীর্ঘদিন ধরে চিনি। আমাদের মধ্যে দারুণ বন্ধুত্ব। ইংল্যান্ডে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস থেকে ক্রিকেট খেলাটা বেশ কঠিন। একাকিত্ব গ্রাস করে। এখানে ও কাউন্টি খেলেছে দিনের পর দিন। কঠিন পরিশ্রম করেই জাতীয় দলে ফিরে এসেছে।’’

রাহুল আরও বলেছেন, ‘‘এই প্রত্যাবর্তন শুধু করুণের জন্যই স্পেশ্যাল নয়, ওর পরিবার এবং আমাদের মতো বন্ধুরা যারা ওর এই লড়াইটা দেখেছে তাদের কাছেও বিশেষ কিছু। ওর এই লড়াইটাই সবার কাছে অনুপ্রেরণা। আশা করব, ওর অভিজ্ঞতা এবং এখানে কাউন্টি খেলে পাওয়া শিক্ষা কাজে লাগিয়েই এখানে টেস্ট ম্যাচে ভাল করবে করুণ।’’

সুযোগটা কাজে লাগাতে মরিয়া করুণও। তিনি বলেছেন, ‘‘সত্যিই বিশেষ অনুভূতি। আরও একবার সুযোগ পেয়ে নিজেকে ভাগ্যবান মনে হচ্ছে। আমি কৃতজ্ঞ। সুযোগটা দু’হাতে কাজে লাগানোর জন্য মুখিয়ে রয়েছি।’’

রোহিতদের তোপ মঞ্জরেকরের

মুম্বই, ১২ জুন : ফের বিতর্কিত মন্তব্য সঞ্জয় মঞ্জরেকরের। ভারত-ইংল্যান্ড টেস্ট সিরিজ শুরুর এক সপ্তাহ আগে মঞ্জরেকরের বিস্ফোরক মন্তব্য, ‘‘বিরাট ও রোহিত না থাকায়, কোচ গৌতম গম্ভীর স্বস্তিতে থাকবে।’’ তিনি আরও বলেছেন, ‘‘ইংল্যান্ড কিন্তু ফেভারিট হিসাবেই শুরু করবে। তবে ভারতকেও গুরুত্ব দিতে হবে। একঝাঁক তরুণ প্রাণবন্ত ক্রিকেটার রয়েছে ভারতীয় দলে। ওদের মধ্যে তাগিদেরও অভাব নেই। দুই সিনিয়র ক্রিকেটার রোহিত ও বিরাট নেই। এমনিতেও ওরা দু’জনে ফর্মে ছিল না। আত্মবিশ্বাসও তলানিতে ছিল। ফলে ওদের কালো ছায়া দলের উপর প্রভাব ফেলবে না। কোচও অনেক বেশি স্বস্তিতে কাজ করতে পারবে।’’

গিলরা কিন্তু মিস করবে বিরাটকে

সিরিজ শুরুর আগে বার্তা পোপের

লন্ডন, ১২ জুন : আসন্ন টেস্ট সিরিজে শুধু ব্যাটার বিরাট কোহলি নন, ফিল্ডার বিরাট কোহলিকেও মিস করছে ভারতীয় দল। সাফ জানালেন ওলি পোপ। আগামী ২০ জুন হেডিংলি টেস্ট দিয়ে শুরু হচ্ছে ভারত-ইংল্যান্ড সিরিজ। ২০২৫-২৭ আইসিসি ওয়ার্ল্ড টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ চক্র শুরু হচ্ছে এই সিরিজ দিয়ে।

পোপ বলছেন, ‘‘তরুণ দল নিয়ে খেলতে এসেছে ভারত। তবে দলে প্রতিভা ও গভীরতা দুটোই রয়েছে। গত কয়েক বছরে ভারতীয় ক্রিকেটে অনেক প্রতিভাবান তরুণ উঠে এসেছে। ওদের নতুন অধিনায়ক শুভমন গিল অসাধারণ ক্রিকেটার। কিন্তু ওরা মাঠে বিরাটের উপস্থিতি মিস করবে। ব্যাটার বিরাটকে নিয়ে নতুন করে বলার কিছু নেই। পাশাপাশি স্লিপে দাঁড়িয়ে বিরাট যেভাবে সারাক্ষণ বোলার এবং ফিল্ডারদের উৎসাহ দিয়ে যেত, সেটাও ভারতীয় দল মিস করবে। যদিও আবারও বলছি, ওদের দলে প্রতিভার অভাব নেই। তবে আমারও তৈরি।’’

অভিজ্ঞ মিডল অর্ডার ব্যাটার আরও যোগ করেছেন, ‘‘ভারতের বিরুদ্ধে খেলতে বরাবরই পছন্দ করি। গত গ্রীষ্মে আমরা ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে খেলেছিলাম। এবার ভারত খেলতে এসেছে। ফলে লড়াইটা আরও বেশি এবং আকর্ষণীয় হবে। ভারতীয়রা যে আমাদের কঠিন পরীক্ষার মুখে ফেলবে, তা নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই। নভেম্বর অ্যাসেজ খেলতে অস্ট্রেলিয়া যাব। ফলে একেবারে সঠিক সময়ে এই সিরিজটা হচ্ছে। আমি দারুণ উত্তেজিত।’’

ভারত অসাধারণ দল, তবে আমরাও তৈরি

হুঙ্কার ম্যাকালামের

লন্ডন, ১২ জুন : বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মা নেই। তবুও শুভমন গিলের নেতৃত্বাধীন তরুণ ভারতীয় দলকে হাল্কাভাবে নিতে রাজি নন ব্রেন্ডন ম্যাকালাম। তবে প্রতিপক্ষকে সমীহ করেও, বেন স্টোকসদের কোচ আগাম হুঁশিয়ারি দিয়ে রাখছেন। ম্যাকালামের দাবি, দল হিসাবে ইংল্যান্ড ঠিক কী অর্জন করতে চায়, সেটা তাঁর অজানা নয়। ২০ জুন হেডিংলিতে শুরু হচ্ছে সিরিজে প্রথম টেস্ট। তার আগে জোরে বোলারদের চোট-আঘাত নিয়ে জর্জরিত ইংল্যান্ড শিবির। গাস অ্যাটকিনসন, মাক উড, জোফ্রা আর্চার, ওলি স্টোনদের মতো পেসারদের পাচ্ছেন না ম্যাকালাম। ভারত ‘এ’ দলের বিরুদ্ধে ইংল্যান্ড লায়ন্সের হয়ে বেসরকারি টেস্ট খেলতে গিয়ে হাল্কা চোট পেয়েছেন টেস্ট স্কোয়াডে থাকা আরও এক ইংরেজ পেসার জস টাং। ম্যাকালাম অবশ্য ভাঙলেও মচকাচ্ছেন না। বরং বলছেন, ‘‘আমি জানি বেশ কয়েকজন পেসারকে পাব না। তবুও আমাদের বোলিংয়ে যথেষ্ট বৈচিত্র এবং গভীরতা রয়েছে। ক্রিস ওকস, স্যাম কুক, ব্রাইডন কার্স, জেমি ওভার্টন, জস টাংরা রয়েছে। ওরা প্রত্যেকেই জোরে বোল করে। স্পিনার শোয়েব বশিরের কথাও মাথায় রাখতে হবে। ও কিন্তু প্রতিটি টেস্টে ভাল বল করছে।’’ প্রতিপক্ষ শিবির সম্পর্কে ম্যাকালামের বক্তব্য, ‘‘ভারতীয়রাও যথেষ্ট ভাল প্রস্তুতি নিয়ে খেলতে নামবে। ওরা আমাদের কড়া চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলবে। ভারত অসাধারণ দল। উচ্চাকাঙ্ক্ষা নিয়েই এখানে খেলতে এসেছে। তবে আমরাও ছেড়ে কথা বলব না। ভারতীয়দের কড়া টক্কর দিতে আমরাও তৈরি।’’